[সামাজিক নাটক]

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

যাত্রারূপ : ব্রজেন্দ্র কুমার দে।

প্রকাশক :
শ্রীবেণীমাধব শীল
অক্ষয় লাইব্রেরী
৪০ গরাণহাটা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ :
মহালয়া
১৩৬৬

মুদ্রাকর :
শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস
১৯।এ।এইচ ২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

ভূমিকা

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের চিরনবীন নাটক "প্রফুল্ল" বহুবার আমার চোখের সামনে অভিনীত হয়েছে। যাত্রার সংস্পর্শে এসে বারবার ভেবেছি, এই অপূর্ব সামাজিক আলেখ্য দেশের সর্ব্বত্র পৌঁছে দেওয়া উচিত। সে কাজ যাত্রার পক্ষেই সম্ভব। সে সুযোগ এল আমার জীবনের সায়াহ্নে যখন কলকাতার ভোলানাথ অপেরা আমাকে "প্রফুল্ল" নাটকের যাত্রারূপ দিতে অনুরোধ করলে।

একে ত আশী বছর আগের লেখা এ নাটক। ভাষার আজ অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। তার উপর মঞ্চ-নাটককে যাত্রারূপ দেওয়া যে কি দুরূহ, ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ তা জানে না। যাত্রার প্রয়োজনে সংলাপ, প্রবেশ, প্রস্থান, মৃত্যু, আদালতের বিচার, জেলখানা প্রভৃতি নানা ব্যাপারে অনেক পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে, কিছু গানও সন্নিবেশ করতে হয়েছে। পরিবর্জ্জনের কোন চিহ্নরাখা হয়ে পড়েছে। সম্ভব হয়নি, কিন্তু নাতিক্ষুদ্র পরিবর্জ্জনের অংশ-গুলোর যথাক্রমে একটি ও দুইটি তারকা চিহ্ন দেওয়া হয়েছে: "গর্ভাঙ্ক" এখন অচল বলে "দৃশ্য" লিখতে বাধ্য হয়েছি। যাত্রার প্রয়োজনেই কিছু কিছু খুচরা চরিত্র বাদ পড়েছে, অথবা খুচরা চরিত্রের স্থানে টানা-চরিত্র আনা হয়েছে।

মহাকবির নাটকের রসভঙ্গ যাতে কোথাও না হয়, সেজন্যে আমার সতর্কতার অন্ত ছিল না। নাটক ছাপতে দেবার আগে আমি বহুবার কপিটি দেখে দিয়েছি। এত চেষ্টা সত্ত্বেও কোনস্থানে যদি নাট্যাচার্য্যের অননুকরণীয় রচনার একটুও অমর্য্যাদা হয়ে থাকে, সে জন্য সুধী সমাজের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি।

১১, দেবীতলা রোড,
ইছাপুর, নবাবগঞ্জ,
২৪ পরগণা।

ইতি—
শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার দে।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

॥ পুরুষ ॥

যোগেশচন্দ্র ঘোষ ... ... ধনাঢ্য ব্যক্তি।

রমেশচন্দ্র ... ... অ্যাটর্নি, যোগেশের মধ্যম ভ্রাতা।

সুরেশচন্দ্র ... ... যোগেশের কনিষ্ঠ।

যাদব ... ... যোগেশের পুত্র।

পীতাম্বর ... ... যোগেশের কর্ম্মচারী।

কাঙালীচরণ ... ... ডাক্তার।

শিবনাথ ... ... যোগেশের বন্ধু।

মদন ঘোষ ... ... বিয়ে-পাগলা বুড়ো।

ভজহরি ... ... কাঙালীর ভাগিনেয়।

হাবুল ... ... ইনস্পেক্টার।

ভামাদাস ... ... সাধু।

জমাদার, ব্যাপারিগণ, শুঁড়ী, মাতালগণ, মুটে, ডাক্তার।

॥ স্ত্রী ॥

উমাসুন্দরী ... ... যোগেশের মাতা।

জ্ঞানদা ... ... যোগেশের স্ত্রী।

প্রফুল্ল ... ... রমেশের স্ত্রী।

জগমণি ... ... কাঙালীর স্ত্রী।

ঘোমটাওয়ালী, বাড়ীওয়ালী।

প্রফুল্ল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যোগেশের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

উমাসুন্দরী ও জ্ঞানদার প্রবেশ

উমা। বড় বৌমা, ও বড় বৌমা, একবার এদিকে এস ত।

জ্ঞানদার প্রবেশ

জ্ঞানদা। ডাকছ মা?

উমা। হ্যাঁ মা। ধর দেখি, এতদিন লক্ষ্মীর কৌটটি আমার কাছে ছিল, আজ তোমায় দিলুম, তুমি যত্ন করে রেখো; মা-লক্ষ্মী ঘরে অচলা হয়ে থাকবেন। তুমি এতদিন বৌ ছিলে, আজ গিন্নী হলে। দেওর দুটিকে পেটের ছেলের মত দেখো। জানবে, তোমার যাদবও যেমন—রমেশ, সুরেশও তেমনি।

জ্ঞানদা। আমি তা কখনও ভুলব না।

উমা। মেজ বৌমাকে যত্ন করো। সেও তাহলে তোমাকে মা'র মতন দেখবে। আর নিত্য নৈমিত্তিক পাল-পার্ব্বণ বার-ব্রত যেমন আছে, সবগুলো বজায় রেখো।

জ্ঞানদা। রাখব বই কি।

উমা। এখন গিন্নী হ'লে, সবদিক বুঝে চলো।

জ্ঞানদা। হ্যাঁ মা, তুমি আর বৃন্দাবন থেকে আসবে না?

উমা। কেমন করে বলবো মা; গোবিন্জী কি পায়ে রাখবেন?

জ্ঞানদা। না মা তুমি ফিরে এস। তুমি গেলে বাড়ী খাঁ খাঁ করবে। আর আমি কি মা সব গুছিয়ে করতে পারবো? তোমার আদরেই দিন কেটেছে, ঘর-কন্নার আমি কি জানি মা?

উমা। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী। তোমায় ঘরে এনে আমার যোগেশের বাড়-বাড়ন্ত, তোমায় কাচবেলা থেকে যেদিকে ফিরিয়েছি, সেই দিকেই ফিরেছ। একেলে মেয়ের মতন তুমি নও, তোমায় আমি আশীর্ব্বাদ ক'চ্ছি তোমা হ'তে আমার ঘর-ঘরকন্না সব বজায় থাকবে।

প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। মা, তুমি এখানে রয়েছ, আমি তেল নিয়ে গুষ্টি খুঁজছি। তুমি রোজই বেলা করবে। আমি ডাল চাপা দিয়ে এসেছি, তোমার পাতের ডালবাটা নিয়ে তবে খাবো তা তুমিও নাইবে না, আমারও ডালবাটা খাওয়া হবে না।

উমা। তোর ডালবাটা খেয়ে আর আশ মিটল না মেজ বৌমা। আমি ম'লে খুব একমাস ধরে ডালবাটা খাস।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ মা, তুমি যদি বৃন্দাবনে যাও, আমিও যাব।

উমা। আগে তোর নাতি হোক, তারপর যাবি।

প্রফুল্ল। নেই নিয়ে গেলে, তোমায় তেল মাখাবে কে? উনুন ধরাবে কে? পাথর মেজে দেবে কে?

জ্ঞানদা। তুই যাদবকে ফেলে যেতে পারবি?

প্রফুল্ল। মা কি যাদবকে ফেলে যাবে নাকি? ও হরি! তবেই তুমি আমায় নিয়ে গেছ! এই মাসেই ফিরে আসবে ত?

উমা। আঃ! দাঁড়া বাছা, আগে যাওয়াই হোক।

প্রফুল্ল। ওমা, শীগগির এস, বটঠাকুরের গলা পাচ্ছি।

উমা। তুই যা, ভাত খেগে যা, তারপর আমার পাতে খাস এখন; আমি যোগেশকে একটা কথা জিজ্ঞেস করে যাচ্ছি।

প্রফুল্ল। কিন্তু তুমি শীগগির এস, আমি তেল নিয়ে বসে রইলুম।

[প্রস্থান

জ্ঞানদা। প্রফুল্লর বোধহয় আর ছেলেপিলে হবে না।

উমা। কি জানি মা?

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। মা, রমেশ গাড়ী ঠিক করে এল। পুরো একখানা গাড়ীই নিলুম; এক গাড়ীতেই সবাই যাব।

উমা। তাই ভালো। তোমার নাওয়া খাওয়া হয়নি যোগেশ?

যোগেশ। না, এইবার যাচ্ছি। কিছু বলবে?

উমা। বলছিলুম কি, চাটুজ্যে ঠাকুরপোর তো কিছু নেই। ঢের সুদ খেয়েছি, ওর বন্ধক জিনিষগুলো ফিরিয়ে দিও।

যোগেশ। তুমি যখন বলছ, নিশ্চয়ই দেব।

উমা। আর বাবা, বলছিলুম কি, বামুন-গিন্নীর বড় সাধ, আমার সঙ্গে যায়। ছেলেপিলে ত নেই, ঝাড়া হাত-পা। একজন বামুনের মেয়ে আমার সঙ্গে থাকলে ভালই হত।

যোগেশ। মা, তুমি 'কিন্তু' হয়ে বলছো কেন? যাকে সঙ্গে নিতে হয় নাও, যা ইচ্ছে হয় বল। তুমি যা হুকুম করবে, তাই আমি করব।

উমা। বাবা, আমি তোমায় পেটে ধরেছিলুম বটে; কিন্তু আমি মা নই, তোমরাই আমার বাপ, তোমাদের কল্যাণে আমার যাকে যা ইচ্ছে হয়েছে দিয়েছি। আমার আর কিছু সাধ নেই। যারা যারা ধারে, তাদের যদি ঋণে মুক্তি দিতে পারি, আমার কাশীবাসের পুণ্যি হবে। শুনেছি বাবা, দেনা দিতেও আসতে হয়, পাওনা নিতেও আসতে হয়। গোবিন্দজী যেন এই করেন, তোমাদের রেখে যাই, আর না ফিরতে হয়। বেশী পাওনা নয়, সব জড়িয়ে সড়িয়ে হাজার খানেক টাকা।

যোগেশ। তা, তুমি যাকে যা দিতে হয়, দিয়ে দিও।

উমা। তবে আমি তাদের ডাকিয়ে বলে দিই গে; আর যার যা জিনিষ বন্ধক আছে, ফিরিয়ে দিই গে।

যোগেশ। মা, তোমার সেই মদন ঘোষ কাশী গয়া বৃন্দাবন সব তীর্থ ঘুরে ফিরে এসেছে।

উমা। কই বাবা, কোথায় সে? বড় ভালমানুষ বাবা মদন ঘোষ।

জ্ঞানদা। সব ভাল মা; তবে বিয়ে রোগটা কিছুতেই গেল না।

যোগেশ। যাবেও না কোনদিন। কোন হিতৈষী কবে মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে বংশ রক্ষা না হলে পুন্নাম নরকে যেতে হবে। সেই ভয়েই লোকটা অস্থির হয়ে গেল।

উমা। ও সব লোক-দেখানো অভিনয় বাবা। বিয়ের পর দশ বছর পর্য্যন্ত আমার ছেলেপিলে হয়নি। ওই মদন ঘোষই একটা মাদুলি এনে দিলে। তার পরেই তোমরা এলে।

যোগেশ। নিজে একটা মাদুলি পরলে হয়ত বউ আপনিই এসে জুটত।

উমা। মহাপুরুষদের নিয়ে ঠাট্টা করিস নি বাবা। এই যে বাবা। এস, এস। ভাল আছ ত?

মদন ঘোষের প্রবেশ

মদন। আর ভাল। তুমি নাকি বৃন্দাবন যাচ্ছ গিন্নীমা?

উমা। হ্যাঁ বাবা। আশীর্ব্বাদ কর যেন সেখানেই দেহটা রাখতে পাই। ভরা সংসার পেছনে রেখে যাচ্ছি বাবা। এদের সবাইকে দেখো।

মদন। তা না হয় দেখলুম। কিন্তু তুমি যাবার আগে আমার একটা হিল্লে করে যাও। বংশ রক্ষা না হলে যে যমদূতেরা পুন্নাম নরকে টেনে নিয়ে যাবে।

যোগেশ। তুমি ভেব না মদনদা। তোমার জন্যে সেগুন কাঠের কনে গড়াতে দিয়েছি। হয়ে এল বলে।

জ্ঞানদা। কেন ঠাট্টা কচ্ছ বুড়োমানুষের সঙ্গে?

মদন। তুমিই বা বুড়োমানুষ বলছ কোন বিবেচনায়? আমার এখনও বিয়ের বয়স পেরোয় নি।

উমা। ওদের কথায় কান দিও না বাবা। চল, অনেক দিন পরে এসেছ, একটু মিষ্টিমুখ করবে চল।

মদন। তাই চল। কিন্তু আমার হিল্লে না করে তোমার কোথাও যাওয়া হবে না গিন্নীমা।

যোগেশ। তুমি রাজ্যের লোককে খোষামোদ না করে নিজে একটা মাদুলি পরলে ত পার মদনদা। বউ তোমার আপনি এসে জুটবে।

জ্ঞানদা। আবার তুমি বুড়ো মানুষের সঙ্গে রহস্য কচ্ছ?

মদন। কি তুমি বারবার বুড়ো বুড়ো কচ্ছ? বলছি আমার বয়স বেশী নয়।

যোগেশ। এইত সেদিন তোমার অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন খেয়ে এলুম।

মদন। তোমার ছেলের কথা শুনছ গিন্নীমা? তোমার এই বৌমাটিও সোজা মেয়ে নয়।

জ্ঞানদা। আমি আবার কি করলুম দাদা? আমিত ওঁকে বার-বার বলছি ও রকম রহস্য করতে নেই বুড়ো মানুষের সঙ্গে।

মদন। আরে ধ্যেৎ, বুড়ো মানুষ, বুড়ো মানুষ। মেয়ের বাপেরা শুনলে আর কি কাছে ঘেঁষবে?

উমা। ওদের কথা কি ধরতে আছে বাবা? ওরা তোমার মহিমা কি বুঝবে? এস তুমি আমার সঙ্গে।

[মদনকে লইয়া প্রস্থান

জ্ঞানদা। এত হাসি খুশী তোমাকে ত আর কখনও দেখি নি। চোখে মুখে যেন খুশীর জোয়ার বয়ে যাচ্ছে।

যোগেশ। ত্রিশ বছর পরিশ্রমের পর আজ আমার ছুটি বড় বৌ। আজ দৌড়ঝাঁপ নেই, হিসেব-নিকেশ নেই, ব্যাপারীদের আনা-গোনা নেই, টেলিফোন টেলিগ্রাম কিচ্ছু নেই। গাইতে জানলে গান ধরতুম, নাচতে জানলে ভাল করে নাচতুম। আজ বড় আমোদের দিন। (কাগজে মন দিলেন)

জ্ঞানদা। ওমা! তুমি এখন আবার কাগজ ঘাঁটছ কি গো? নাইবে টাইবে না? ওঠ, ওঠ। নাও, খাও-দাও, মন নিবিষ্টি করে কাগজ নিয়ে বসো এখন।

যোগেশ। দাঁড়াও। মাকে রেখে এসে ভাবছি, দিন কতক বেড়িয়ে আসব। তুমি যাবে? যাও তো নিয়ে যাই।

জ্ঞানদা। থাক্ থাক, উনি আবার বেড়াতে যাবেন। আজ সাত বছর বেড়াতে যাচ্ছ, আর আমায় সঙ্গে নিচ্ছ।

যোগেশ। না, এবার সত্যি বেড়াতে যাব।

জ্ঞানদা। বলি, খেয়ে দেয়ে ত বেড়াতে যাবে? চান কর গে। বাব্বা, জ্যালা কাজ শিখেছিলে কিন্তু। কাজ। কাজ! কাজ! মনিষ্যির শরীরে একটু সখ নেই?

যোগেশ। সখ করব কি, সখ করবার কি দিন পেয়েছিলুম? তুমি ত জান না, দুটি অপোগণ্ড ভাই নিয়ে কি ক'রে চালিয়ে এসেছি। বাবা মারা গেলেন, বাড়ীখানা পাওনাদারে বেচে নিলে। মাকে নিয়ে দুটি অপোগণ্ড ভাইয়ের হাত ধরে খোলার ঘর ভাড়া ক'রে রইলুম। সে কি দুদ্দিনই গেছে। এখন ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটু কুঁড়েও করেছি, খাবারও সংস্থান করেছি। এক দুঃখ, সুরেশটা মানুষ হ'ল না। তা ভগবান সকল সুখ দেন না। দাও ত বোতলটা।

জ্ঞানদা। তুমি আপনি নাও, আমি এখনও পূজো করিনি। তোমার সব গুণ—ঐ এক দোষ; এক চুমুক মদ, না খেয়ে পার না। আগে দিনে ওসব ছিল না, এখন আবার দিনের বেলায়ও চাই। ঐ এক কাঁচ্চা চরামেত্তর মুখে না দিলেই নয়।

যোগেশ। আমি ত আর মাতলামো করতে খাই না, হাডভাঙা মেহনৎ হয়, গা-গতর কামড়াতে থাকে, ব্রাণ্ডিটা খেলে একটু সবল হওয়া যায়, ঘুম হয়। এ কি জান? বিষ বল বিষ, অমৃত বল অমৃত।

জ্ঞানদা। অত মেহনতেরই দরকারটা কি? একটু কম করে কর, ওসব খাওয়ায় কাজ নেই। নেশাণ্ডি খেলেই বেড়ে যায় শুনেছি। এই ত দিনে খাওয়া ছিল না, দিনে খাওয়া হয়েছে। এরপর ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও খেতে চাইবে।

যোগেশ। ক'দিন ভাবনায় ক্ষিদে হচ্ছে না, তাই একটু ব্রাণ্ডি খাচ্ছি। কাল থেকেই ঠিক হয়ে যাবে।

জ্ঞানদা। যা খুশী কর। আমার এসব ভাল লাগছে না।

[প্রস্থান

যোগেশ। রমেশ—রমেশ, আছ নাকি?

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। আছি দাদা।

যোগেশ। খুব ব্যস্ত বুঝি?

রমেশ। আজ্ঞে না।

যোগেশ। বেরুবে না?

রমেশ। আজ আদালত বন্ধ, বেরুব না।

যোগেশ। বেরিও হে, আদালত বন্ধ হোক আর যাই হোক, বেরুনো ভাল। শোন একটা কথা বলি। যদিচ আমরা পৈতৃক-সম্পত্তি কিছু পাইনি, কিন্তু আমি তোমাদের পেয়েছিলুম, নইলে আমি এত উৎসাহের সঙ্গে কাজকর্ম্ম করতে পারতুম না। সমস্ত দিন খেটে যখন রাত্তিরে কাজ করতে আলস্যবোধ হ'ত, ঘরে এসে দেখতুম তোমরা সেই খোলার ঘরের ভেতরে শুয়ে আছ; আর আমার দ্বিগুণ উৎসাহ বাড়তো।

রমেশ। জানি দাদা।

যোগেশ। সেই উৎসাহই আমার উন্নতির মূল। আমার যা বিষয় আশয়, তাতে তোমরা সম্পূর্ণ অংশীদার। এই কাগজখানি দেখ। একখানি বাড়ী আমার স্ত্রীর নামে করেছি, কি জানি, পরে যদি ছেলের সঙ্গে না বনে। আর মার নামে খান-কতক কাগজ ব্যাংকে

জমা রেখেছি, মাসে মাসে তারই সুদ বৃন্দাবনে পাঠানো যাবে। বাকি বিষয় তিন বখরা করেছি, এই কাগজ দেখলেই বুঝতে পারবে। তুমি এটর্নি হয়েছ, উকিল পাড়ার বাড়ী তোমার ভাগে রেখেছি। তুমি দেখ, যে ভাগ তোমার ইচ্ছা হয় আমায় বল, সেই ভাগ তোমার। কিন্তু সুরেশের কি করা যায়? ও ত বিষয় পেলেই উড়িয়ে দেবে। এখন কিছু হাতে না পায়, তার একটা উপায় ঠাওরাও।

রমেশ। দাদা, আমাদের কি তুমি পৃথক করে দিচ্ছ?

যোগেশ। না ভাই, তা নয়। এতদিন মা ছিলেন; এখন বৌয়ে বৌয়ে বনিবনা নাও হতে পারে। এইজন্যেই সম্পত্তি বিভাগ করা। এক বখরা যা আমার থাকবে, তা থেকে আমার চলবে। একটা ত ছেলে। আর আমি কাজকর্ম্ম করব না। ঈশ্বর ইচ্ছায় তোমাদের বাড়-বাড়ন্ত হোক, যাদবকে দেখো, আমি দিনকতক বেড়িয়ে আসি। এক অন্নেই রইলুম—তবে বিষয় চিহ্নিতনামা হয়ে রইল এইমাত্র। ব্যাপারীদের দিয়ে নগদ টাকা যা ব্যাঙ্কে থাকবে, তা তিন ভাগ করতে ব্যাঙ্ককে এডভাইস করেছি।

রমেশ। দাদা! সুরেশকে যা দিচ্ছ দাও। আমায় মানুষ করেছো লেখাপড়া শিখিয়েছো; আমি কোথায় তোমাকে রোজগার করে এনে দেব তা নয়, তোমার স্বোপার্জ্জিত বিষয়ের বখরা তুমি আমায় দেবে? তবে তুমি দিচ্ছ, আমি ত না বলতে পারি না।

যোগেশ। রোজগার করে দিতে চাও দিও। তোমার ভাইপো ত রইলই। তুমি এটা নিতে কুণ্ঠিত হয়ো না। আর একটা কথা, আমার বিবেচনায় গৃহস্থ ভদ্রলোকই দুঃখী। যেই একজন চোখ বুজলো, অমনি তার ছেলেগুলি অনাথ হ'ল।

রমেশ। ঠিক।

যোগেশ। আমি টালায় যে একখানা দেবোত্তর বাড়ী করেছি, সেটি অতিথিশালা নয়, তাতে এইসব অনাথ গৃহস্থেরা এক একটি ঘর নিয়ে থাকতে পাবে। পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা রেখেছি, তারই সুদ থেকে কোন রকমে শাক-অন্ন খেয়ে ওরা দিনপাত করবে, তুমি তার ট্রাষ্টি। আজকে একটা লেখাপড়া কর, আমি সইটা করে দিয়ে দিনকতক বেড়িয়ে আসব। ত্রিশ বছর খেটেছি, একদিনও একটু বিশ্রাম করিনি।

রমেশ। এর জন্যে এত তাড়া কেন? তুমি বেড়িয়ে আসতে চাও, বেড়িয়ে এস।

যোগেশ। না, কাজ শেষ করে যাওয়া ভাল। আমি সারা ভারতবর্ষ বেড়াব। কি জানি, শরীরের ভদ্রাভদ্র আছে।

রমেশ। বেশ, তুমি যা বলচ তাই হবে। আমি তাহলে বাড়ীতেই একটা দলিল তৈয়ের করে রাখি।

[প্রস্থান

যোগেশ। আজ বড় আমোদের দিন। (গ্লাসে মদ ঢালিলেন)

জ্ঞানদার প্রবেশ

জ্ঞানদা। ও মা! আবার ঢালচ কেন?

যোগেশ। বড়বৌ, আজ বড় আমোদের দিন!

পীতাম্বর। (নেপথ্যে) বাবু! বড়বাবু!

যোগেশ। কে ডাকছে?

জ্ঞানদা। পীতাম্বর বলে মনে হচ্ছে।

যোগেশ। এমন আর্ত্তস্বরে ডাকছে কেন? বাড়ীতে ওর স্ত্রীর অসুখ শুনেছি। তারই কি কোন দুঃসংবাদ এল?

পীতাম্বর। (নেপথ্যে) বাবু!

জ্ঞানদা। নিশ্চয়ই তাই গো। বউটাই বুঝি চোখ বুজেছে। আহা, ছেলেমেয়েগুলো ভেসে যাবে গো!

যোগেশ। এই দেখ, মনটা খারাপ হয়ে গেল। এ বয়সে বউ মরা বড় মর্ম্মান্তিক।

জ্ঞানদা। মরে গিয়ে যে দেখা যায় না। নইলে আমি মরে দেখতুম, তোমার কি রকম লাগে।

যোগেশ। চুপ কর জ্ঞানদা। এমন আমোদের দিনে ও কথা বলতে নেই।

কাঁদিতে কাঁদিতে পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতাম্বর। বড়বাবু! (আছাড় খাইয়া পড়িল)

যোগেশ। যা ভেবেছি তাই, বড় বৌ।

জ্ঞানদা। পীতাম্বর! কি কচ্ছ ছেলেমানুষের মত?

পীতাম্বর। সর্ব্বনাশ হয়েছে বড়মা।

যোগেশ। কি করবে বল। সংসারের এই নিয়ম। "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ, ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" কখন খবর পেলে? টেলিগ্রাম এসেছে বুঝি?

পীতাম্বর। না বড়বাবু। ব্যাপারীরা এইমাত্র খবর দিয়ে গেল। শুনেই আমি ছুটে গেলুম। গিয়ে দেখি কথা মিথ্যে নয়; ব্যাঙ্ক ফেল করেছে।

যোগেশ। কি বললে? ফেল করেছে? ব্যাঙ্ক? কোন ব্যাঙ্ক?

পীতাম্বর। আজ্ঞে, দি ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক।

যোগেশ। (আর্ত্তনাদে) ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক!!!

পীতাম্বর। ব্যাপারীদের আপনি চেক দিয়েছিলেন। তারা সবাই ফিরে এসেছে।

যোগেশ। ফিরে এসেছে। ব্যাঙ্ক বাতি জ্বেলেছে? ওরে, আমার যে যথাসর্ব্বস্ব এই ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক। দেখত বড়বৌ, আমি জেগে আছি না স্বপ্ন দেখছি? ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক! কলকাতার সেরা ব্যাঙ্ক ফেল করলে! সব গেল পীতাম্বর, সব গেল? বড় বৌ, আজ বড় আমোদের দিন, আজ বড় আমোদের দিন। আবার ফকির হলুম।

জ্ঞানদা। কি বলছ তোমরা? ব্যাঙ্ক ফেল করেছে কি? ছেলেরা ত ফেল করে। ও পীতাম্বর!

পীতাম্বর। বড় মা,—বড়বাবুর জমানো টাকা সব গেছে। যেখানে জমা ছিল, তারা কারবার গুটিয়ে ফেলেছে।

যোগেশ। বড় আমোদের দিন। (কপালে করাঘাত)

পীতাম্বর। কেন এমন কচ্ছেন বড়বাবু? আবার সব হবে।

যোগেশ। (মদ খাইয়া) না-না, আমি ব্যস্ত হইনি। যাও পীতাম্বর যাও—খাতা তয়ের করগে, ইনসল্‌ভেন্ট কোর্টে দিতে হবে। আমি এখন জেলে বেড়াতে যাই।

পীতাম্বর। বাবু, আপনিই রোজগার করেছিলেন; গিয়েছে, আবার রোজগার করবেন।

যোগেশ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুমি যাও—আমি সব বুঝি। পীতাম্বর! সব আছে, কিন্তু সেদিন আর নাই, সে উৎসাহ নাই! তিরিশ বছর অনাহারে অনিদ্রায় রোজগার করেছি। গেল, একদিনে গেল, ভোজবাজী ফুরিয়ে গেল। (মদ্যপান)

পীতাম্বর। বাবু, বাবু, করেন কি? সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ করবেন না।

যোগেশ। না-না যাও, তুমি যাও—পীতাম্বর, দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? কার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছ? কাল আমি তোমার বাবু ছিলুম, আজ পথের ভিখিরী। (মদ্যপান)

পীতাম্বর। মেজবাবু, আসুন—সর্ব্বনাশ হল।

[প্রস্থান

যোগেশ। বড়বৌ আজ বড় আমোদের দিন! আজ থেকে আমার ছুটি, আমার কাজ নেই, আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে!

জ্ঞানদা। গিয়েছে, আবার হবে, ভাবনা কি?

যোগেশ। ভাবনা কি! ভাবনা অনেক! ভাবনা আমি, ভাবনা তুমি, ভাবনা তোমার ছেলে যাদব। বড্ড অনেক ভেবেছি, আর ভাববো না। তিরিশ বছর ধরে যা হয়ে ছিল, সব এক কথায় গেল। এক কথায় আবার হবে। বাঃ—বাঃ, ক্যা ফুরতি! কুছ পরওয়া নেই। মদ লেয়াও। ওই যা, ফুরিয়ে গেল? (বোতল নিক্ষেপ) মদ লেয়াও, মদ লেয়াও; বাঃ—বাঃ, এমন মজা—কোন্ শালা খেটে মরে? বড় বৌ, কি আমোদের দিন! কি আমোদের দিন! আমি মদ আনি গে।

[প্রস্থান

জ্ঞানদা। সব কেড়ে নিলি মা? দুহাত ভরে দিয়েছিলি, কোন্ দোষে ফিরিয়ে নিলি রাক্ষসি? কি দোষ করেছি বল; বুকের রক্ত ঢেলে প্রায়শ্চিত্ত করব।

গীতকণ্ঠে শ্যামাদাসের প্রবেশ

"কাজ কি মা সামান্ত ধনে?
(ও) কে কাঁদছে মা তোর ধন বিহনে?
সামান্ত ধন দিয়ে তারা পড়ে থাকবি ঘরের কোণে,
দাও মা আমার অভয় চরণ, রাখি হৃদিপদ্মাসনে।

গুরু আমার কৃপা করে যে ধন দিলেন কানে কানে,
সে মোর আরাধিত মন্ত্র হারিয়ে গেল সাধন বিনে,
প্রসাদ বলে, কৃপা যদি হয় মা তোমার নিজ গুণে,
অন্তিমে জয় দুর্গা বলে ঠাঁই যেন পাই শ্রীচরণে।"

শ্যামা। চোখে জল কেন বড়মা?

জ্ঞানদা। আমাদের যথাসর্ব্বস্ব গেছে ঠাকুর।

শ্যামা। কিছুই যায়নি মা। ভাল করে মাকে ডাক, সপ্তডিঙ্গা মধুকর আবার ভেসে উঠবে। তবে একটা কথা বলি শোন; যাকে তাকে বিশ্বাস করো না, স্বামীর মনে ঘা দিও না। মাভৈঃ মাভৈঃ।

[প্রস্থান

জ্ঞানদা মুখ তুলে চাও মা, মুখ তুলে চাও। বুক চিরে রক্ত দেব।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাঙ্গালীর ডাক্তারখানা

সুরেশ ও জগমণির প্রবেশ

সুরেশ। কি বহুরূপী বিদ্যাধরি, বিদ্যাধর কোথায়?

জগ। এদিকে ত খুব চালাকি কচ্ছিস, কাজের চালাকি ত কিছু দেখতে পাই নি; সে চালাকি থাকলে এতদিনে জুড়ী চড়তিস।

সুরেশ। চালাকি কি একদিনেই শেখে বিদ্যাধরি? তোমাদের বিদ্যাধরের কাছে থাকতে দুটো একটা শিখব বৈকি। এক ছিলিম তামাক সাজো, বেশীক্ষণ বসব না। বিদ্যাধরকে ডাক।

জগ। সে এখন পূজো কচ্ছে। বসো, তামাক খাও।

সুরেশ। বাবা ঠাকুরের নিষ্ঠেটুকু আছে। পূজোর মন্তর কি? কস্তুং গলাং কাটিতং—কার গলা কাটবো?

জগ। আমরা গলা কেটেই বেড়াচ্ছি কিনা, যাও তুমি বাড়ী থেকে বেরোও!

সুরেশ। এত শীগগির বেরোচ্ছি নি। তুমি ইন্দ্রের সভায় নাচতে যাও কি পোষাকে না দেখে আমি যাচ্ছি নি। সেদিন যে চাপরাশী সেজেছিলে, চমৎকার মানিয়েছিল বিদ্যাধরি।

জগ। মেলা বকবক্ কচ্ছো কেন?

সুরেশ। আচ্ছা, চাপরাশীরূপে ত বিল সাধো, খানসামারূপে ত তামাক দাও, খাস বিদ্যেধরীরূপে ত টাকা ধার দাও, আর ক'টি রূপ আছে বিদ্যাধরি, আমায় প্রকাশ করে বল দেখি?

জগ। চোপ্ ষ্টুপিড।

সুরেশ। আবার বল বিদ্যাধরি। তোমার ইংরাজী বুকনীতে প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

জগ। শোন্ গাধা ছোক্‌রা, তোকে বলি শোন! রোজ রোজ দু'চার টাকা ধার করিস কি ক'ত্তে? আমি কিন্তু চার টাকায় চল্লিশ টাকা না লিখিয়ে দেবো না। সুদ-শুদ্ধ তোর ভাইকে দিতে হবে, তার চেয়ে কেন বিষয়টা ভাগ করে নে না।

সুরেশ। বাহবা বিদ্যাধরি, সাবাস! এ দোকান তুলে দিয়ে এবার জেলায় মোক্তারীতে বেরোও, আমি তোমায় চাপকান পাগড়ী দিচ্ছি।

কাঙ্গালী। (নেপথ্যে) জগা, কার সঙ্গে কথা বলছিস রে?

সুরেশ। খুড়ো, আমি—বিদ্যাধরীর বক্তৃতা শুনছি। তুমি স্বর্গলোকে আছ, ভাগাড়ের দিকে নজর দিও না।

কাঙ্গালীচরণের প্রবেশ

কাঙ্গালী। কে, ও সুরেশ? কতক্ষণ বাবা, কতক্ষণ?

জগ। আমি বলছিলুম দু'চার টাকা করে ধার করছিস কেন? বিষয় বখরা করে নে, উকিলের চিঠি দে, আমরা থেকে মকদ্দমা বরে দিচ্ছি, তা বাবুর ঠাট্টা হচ্ছে।

কাঙ্গালী। হঁ্যা-হঁ্যা, ক্রমে বুঝবে—ক্রমে বুঝবে। কি বাবা, কি মনে করে?

সুরেশ। তোমার বিদ্যাধর আর বিদ্যাধরীর যুগলদর্শন, আর গোটা কতক টাকা-কর্জ্জন।

জগ। একশো টাকার নোট কর্ত্তন তো? দুশো টাকা লিখে দাও তো একশো টাকা দিতে পারি।

সুরেশ। এযে বাবা বাড়াবাড়ি বিদ্যাধরি!

রমেশ। (নেপথ্যে) কাঙ্গালীবাবু বাড়ী আছেন?

কাঙ্গালী। কে! বকেয়া নাম ধরে ডাকে কে? আমিও হরিহর ডাক্তার। জগা, বলি—এ হরিহরবাবুর বাড়ী, কাঙ্গালীবাবুর বাড়ী নয়।

সুরেশ। ও বিদ্যেধরি, আমায় খিড়কি দোর দিয়ে বার করে দাও। মেজদা এসেছে।

জগ। যাও, বাড়ীর ভেতর দিয়ে পালাও, রান্না-ঘরের জানলা ভাঙা আছে, সেইখান দিয়ে বেরিয়ে পড়।

সুরেশ। তথাস্তু।

[প্রস্থান

রমেশ। (নেপথ্যে) বাড়ীতে কে আছ গো? কাঙ্গালীবাবু বাড়ী আছেন?

জগ। এ কাঙ্গালীবাবুর বাড়ী নয়, হরিচরণবাবুর বাড়ী।

রমেশ। (নেপথ্যে) আচ্ছা, হরিচরণবাবু—হরিচরণবাবুই সই। দরোজা খোল।

কাঙ্গালী। আমি সরে থাকি, শীগগির তাড়াস।

[প্রস্থান

জগ। দরোজা খোলাই আছে। আসুন।

রমেশের প্রবেশ

জগ। আপনি কাকে খুঁজছেন?

রমেশ। ডাক্তারবাবুকে।

জগ। তা আমায় বলে যান, আমি তাঁর কম্পাউণ্ডার।

রমেশ। আপনি মেয়েমানুষ, কম্পাউণ্ডার।

জগ। ওমা। তাও ত বটে!

রমেশ। তাও ত বটে, কি?

জগ। আমি বাবুর বাড়ীর ঝি। তা বাবু বাড়ী নেই, আপনি এখন আসুন।

রমেশ। বাবু বাড়ী আছেন বইকি? তুমি যখন কম্পাউণ্ডার, আবার ঝি, তখন বাবু বাড়ী নেই এও ঠিক, আছেন এও ঠিক। বাবুকে ডেকে দাও, বিশেষ দরকার আছে। কোন ভয় নাই, বল তাঁর ভাল হবে।

কাঙ্গালী। (নেপথ্যে) কি রে ঝি—কে রে?

কাঙ্গালীর পুনঃ প্রবেশ

কাঙ্গালী। আমি এই প্র্যাকটিস করে খিড়কি-দোর দিয়ে ফিরে এলুম।

রমেশ। সে আমি বুঝেছি। বসুন—বসুন, কাঙ্গালীবাবু বলব, না

হরিচরণবাবু বলব? আপনি যে নামে প্রচার হতে চান, আমার আপত্তি নেই।

কাঙ্গালী। আপনি ত রমেশবাবু?

রমেশ। হ্যাঁ, আমি সম্প্রতি এটর্নি হয়েছি! আপনি রাণাঘাটের একটি মেয়েমানুষের সঙ্গে ফেরার হয়েছিলেন। তার ভাইপো আমায় এই কাগজপত্রগুলো দিয়েছে, আপনার নামে জালের ওয়ারেণ্ট বার করবার জন্যে।

কাঙ্গালী। কি, আপনি ভদ্রলোককে বাড়ীতে বসে অপমান করেন? চাপরাসী—

রমেশ। আপনার চাপরাসী ত ওই রূপসী; তা উনি ত হেথা হাজিরই আছেন। ব্যস্ত হবেন না, কি বলতে এসেছি শুনুন। সে কাগজপত্র দেখে আপনি যে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি, তা আমার ধারণা হয়েছে। ক্রমে সন্ধান পেলুম, কলকাতাতে আপনি এটর্নির ক্লার্কগিরিও করে গিয়েছেন। আমি নূতন অফিস করব, আপনার মত একজন মহাশয়ের আবশ্যক।

কাঙ্গালী। হেঃ-হেঃ।

রমেশ। আপনার ভয় নেই, আমি সেই ভাইপো ব্যাটাকে তাড়িয়েছি। সে ব্যাটাকে কাগজও ফিরিয়ে দিচ্ছি না। এই দেখুন, সে কাগজ আমার হাতে।

কাঙ্গালী। কই দেখি—কই দেখি—

রমেশ। এই দেখুন, এতো চিন্‌তে পেরেছেন? তবে কাগজগুলো আমার কাছেই থাকবে, আপনার হাতে দিচ্ছি না। আমি নূতন উকিল বটে, তবে নেহাত কাঁচা নই; পাঁচবার এক্‌জামিনে ফেল হয়ে তবে পাশ হয়েছি। আপনি যখন ক্লার্ক হবেন, আপনার হাতে অনেক

আমায় যেতে হবে। আপনিও হাতে থাকা চাই। বন্ধুত্বের নিয়মই এই।

জগ। তা বটে ত বাবা, তা বটে ত বাবা—মুখপোড়া, মানুষ চেন না? এঁর সঙ্গে আলাপ কর, তোর কপাল ফিরবে। কেমন মিষ্টিমিষ্টি কথাগুলি বললে, যেন ভাগবত পড়লে। কি বাবা, কি করতে হবে আমায় বল। তুমি যা বলবে, টুঁপিডের কান ধরে আমি করাব।

রমেশ। বা রূপসী! আপনার নাম কি? আপনি ত সাক্ষাৎ বুদ্ধিমতী রূপসী।

জগ। আমায় বিদ্যাধরি বল, জগা বল, মাসী বল, খুড়ী বল, যা তোমার ইচ্ছে হয়। এখন কাজের কথা হোক।

রমেশ। সুরেশ বলে একটি ছোকরা তোমার এখানে আসে?

কাঙ্গালী। কে সুরেশ?

জগ। আ মর, বুড়ো হলি—কাকে বিশ্বাস করতে হয়, কাকে অবিশ্বাস করতে হয় জানিস নি? আসে বাবা, আসে।

রমেশ। তোমার কাছে হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার করে?

জগ। হ্যাঁ, তা করে।

রমেশ। তার হ্যাণ্ডনোটগুলো আমি কিনব। আর এবার এলে তাকে বুঝিয়ে ঠিক করতে হবে, যাতে একখানা বণ্ডে সই করে। বলো, পাঁচশো টাকা পাবে। খানকতক কোম্পানীর কাগজ তোমাদের হাতে থাকবে, তাতে এণ্ডোর্স করিয়ে নেবে। কথাটা এই, তার বিষয়ের স্বত্ব আমি কিনে নেব।

কাঙ্গালী। বুঝেছি—বুঝেছি।

জগ। বুঝলে কি হবে? তাকে বাগানো বড় শক্ত। তাকে

আজ ছ'মাস বোঝাচ্ছি নালিশ করতে ; সে বলে, আমি দাদার নামে নালিশ করব না।

রমেশ। তোমাদের কাছে হ্যাণ্ডনোট আছে কত টাকার ?

কাঙ্গালী। সে প্রায় চার-পাঁচশো টাকার হবে।

রমেশ। তাকে ভয় দেখাও—নালিশ করব।

জগ। সে ত তাই চায়। বলে দাদা কি আমায় জেলে দেবেন ? দাদা না দেয়, বৌ সব দেবে। এ হতচ্ছাড়াকে দিয়ে তুমি কি করবে ? একটু বুদ্ধি ঘটে নেই।

রমেশ। আচ্ছা, ও বিষয়ে পরে পরামর্শ করা যাবে। আপনি আমার ক্লার্ক হবেন। কাল থেকে বেরোবেন। মাইনে পাবেন না। আপনি যা ক্লায়েণ্ট জোটাবেন, তারই বসটের দশ আনা ছ'আনা, সেই আপনার মাহিনার হিসাবে জমা-খরচ হবে।

কাঙ্গালী। তা বাবা, আমার হাতে ত ক্লায়েণ্ট নেই। আমি একটা বদনাম নিয়ে এখান থেকে গিয়েছিলুম। কিছু মাইনে না দিলে চলবে না। যা হোক ডিসপেন্সারি খুলে নিকিরীপাড়া, ডোমপাড়া বেড়িয়ে গড়ে আনা আষ্টেক বরে দিন পোবায়। আরো আরো সব কার্য্য আছে, তাতেও কিছু কিছু পাই। গোটা কুড়ি করে টাকা দিও, তারপর কসটের দশ আনা ছ'আনা বলছো, চার আনা বারো আনাতেও রাজী আছি।

রমেশ। আচ্ছা, তার জন্য আটকাবে না।

জগ। তোমার ত একটা পেয়াদা চাই ?

রমেশ। তা আমি দেখে নেব এখন।

অ।

গ। কেন, নূতন আফিস ক'চ্ছ, আমায় কেন রাখ না, আমি

উকি

চিঠি নিয়ে যাব।

তবে পা

রমেশ। তা রূপসী, আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি পানাউল্লার ঠাকুরদাদা। এখানে ত ডিসপেন্সারি চালাতে হবে, আর আর কাজ আছে, তোমায় দেব।

জগ। ডিসপেন্সারিও চলবে ?

রমেশ। চলবে না কেন, খুড়ো সকাল বিকেল নিকিরিপাড়া ঘুরে আসতে পারবে, দিনেরবেলা তুমি ওষুধ দেবে।

জগ। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। দেখলি ষ্টুপিড, মানুষ চিনিসনি ?

রমেশ। তবে আসি, কাল থেকে বেরোবেন, আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। রূপদি, চললুম।

কাঙ্গালী। এগারোটার সময় বেরুলে চল্‌বে ?

রমেশ। হ্যাঁ, তা চলবে। গুড বাই।

উভয়ে। গুড বাই।

[রমেশের প্রস্থান

কাঙ্গালী। জগ', এইবার বরাত ফিরল আর কি ! আবার যখন এটর্নি পেয়েছি, আর কিছু ভাবি না। এই পাশের জমিটে মাগীকে ঠকিয়ে দেড়শো টাকা করে কাঠা কিনে নেব। এই দিশী মিস্ত্রীকে দিয়েই একখানা বাড়ী তয়ের করে নেব ; আর চিৎপুর থেকে জুটো ঘোড়া। বাগান একখানি করতেই হবে। যা হোক, তরিটে তরকারিটে আসবে জগা, কথা কচ্ছিস নে যে ?

জগা। বল্ বল্, তোর আক্কেলের দৌড়টা শুনি। তুই মুখ্যু কি না, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল দিয়ে বসেছিস। ও দেখতে ছোঁড়া, বুদ্ধিতে বুড়োর বাবা। কোন রকম করে সুরেশটাকে হাত করে রাখ, ওদের ঘরোয়া বিবাদ বাধলো বলে। মোকদ্দমা বাধিয়ে দিয়ে সুরেশকে নিয়ে আর এক উকিলের কাছে যাস, টু-পাইস খরচা আদায় করতে পারবি।

কাঙ্গালী। তোর ত বুদ্ধি বড়, আমার নামে জালিয়াতির নালিশ করে চৌদ্দ বৎসর ঠেলুক। সেই মাগীর সব কাগজপত্র নিয়ে রেখেছে না?

জগ। আমি চ'খে দেখলুম, আর আমার পরিচয় চাচ্ছিস কি? মোকদ্দমা কি আজ বাধাতে পারবি? দু-বছরে বাধে ত ঢের। ও যে উকিল দেখছি, ততদিনে বিশটা জাল করবে। আর আমার কথা তুই দেখিস। যখন ডাক্তারখানা রাখতে বল্লে, কারুকে বিষ খাওয়ার মতলব যদি না থাকে ত কি বলেছি? ওকে আমি দুদিনে হাত করে ওর পেটের কথা বার করে নেব।

সুরেশের পুনঃ প্রবেশ

সুরেশ। বিদ্যাধরি, মেজদা এসেছিল কেন?

জগ। ওরে, তোর কপাল ফিরেছে। (পদধূলি প্রদান)

সুরেশ। আরে যাও বিদ্যাধরি, আমার সিঁথে খারাপ হবে।

জগ। পাঁচ-পাঁচশো টাকা! একটা সই কল্লেই বাস!

সুরেশ। পাঁচ-পাচশো টাকা চাইনি, আমায় দশ টাকা দাও— আমি হাণ্ডনোট লিখে এনেছি দেখ।

জগ। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিসনি—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিসনি।

কাঙ্গালী। তাই ত হে খুড়ো, তুমি অমন বোকা কেন?

সুরেশ। শোন কাঙ্গালী-খুড়ো, বিদ্যাধরি তুমিও শোন, এযে দু'শ টাকা ধার করি, এ দিতে দাদা মারা যাবেন না, আর দেবেনও। পাঁচশো টাকা দিতে যাচ্ছ বাবা, পঞ্চাশ হাজারে ঘা দেবে তবে। ভাবছো বোকারাম টাকার লোভে একটা সই করে দেবে এখন। আমার নিজের টাকা থাকতো, ঠকিয়ে নিলে আপত্তি ছিল না—দাদার

যে সর্ব্বনাশ করবে, তা রূপসী বিদ্যাধরি পারছো না। চিরকাল দাদার খেলুম, দাদা বল্কেন আমার গুণে, কিন্তু অমন দাদা কারুর হবে না।

জগ। আমি আর টাকা দিতে পারব না। যে টাকা ধার নিয়েছিস দে, নইলে আমি নালিশ করব।

সুরেশ। আমি ত তোমায় দুবেলা সাধছি বিদ্যাধরি, নালিশ কর, নালিশ কর। জজসাহেবও ইন্দ্রের অপ্সরী দেখবে, আর আমারও টাকা কটা শোধ যাবে। শুধু তাই না, আমার একটা বাজারে নাম বেরুবে, বিদ্যাধর খুড়োর মতন মহাজনও দু-একটা জুটবে। তোমার চন্দ্রবদন যত না দেখতে হয়—ততই ভাল। বুঝলে বিদ্যাধরি, টাকা দেবে কি না বল?

জগ। না, আমার টাকাকড়ি নেই।

সুরেশ। তবে চললুম, সেলাম পৌঁছে বিদ্যাধর খুড়ো, বিদেয় হ'লুম। একগুণ দিয়ে চারগুণ লিখে দিলে তোমার মত মহাজন ঢের পাব।

[সুরেশের প্রস্থান

জগ। বুঝলি পোড়ারমুখো? একে সোজা দিক দিয়ে হবে না, একে উল্টো প্যাঁচ কসতে হবে। সই করে দিলে ওর দাদার উপকার হবে যদি বুঝতে পারে, তখনই সই করবে।

কাঙ্গালী। কি রকম—কি রকম?

জগ। রোস, আমি মনে মনে ঠাওরাই। খাইগে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

দরদালান

প্রফুল্ল ও সুরেশের প্রবেশ

সুরেশ। হ্যাঁরে মেজো, দাদার নাকি বড় অসুখ করেছে?

প্রফুল্ল। ঠাকুর পো, আমার হাত-পা পেটে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। মা কাঁদছেন। বট্‌ঠাকুরকে কে কি খাইয়েছিল।

সুরেশ। এখন দাদা কোথায়?

প্রফুল্ল। ব্যস্ত হয়ো না। এখন ভাল হ'য়েছেন, ঘরে শুয়ে আছেন। তোমায় তাড়াতাড়ি আমি ঝিকে পাঠিয়ে দিলুম খুঁজতে। যদি সে বাড়াবাড়ি দেখতে তুমি স্থির থাকতে পারতে না। ডাক্তার এল, মাথায় জল টল দেওয়া হ'ল, তবে ভাল হ'ল। ছেলেটাও কাঁদে, আমিও তত কাঁদি। এমন সর্ব্বনেশে জিনিষও খাইয়ে ছিল। দাদাকে লাথি মেরেছেন, ছেলেটাকে চড় মেরেছেন, মাকে গালাগালি দিয়েছেন।

সুরেশ। দাদা খেয়েছেন?

প্রফুল্ল। ডাক্তার পাঁঠার ঝোল খেতে বলেছিলেন, তাই খেয়েছেন। এবেলা মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত খাবেন। ঠাকুরপো, অমনি করে আবার যদি কেউ কিছু খাওয়ায়? মা বলেন, চারিদিকে শত্তুর। কি হবে ঠাকুরপো?

সুরেশ। এখন ভাল আছেন তো?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ। সরকার মশাইকে ডেকে কি কাজ বলেছেন, চিঠি লিখেছেন। কিন্তু আবার যদি কেউ কিছু খাওয়ায়? আমার তাই কান্না পাচ্ছে।

সুরেশ। হাতে টাকা নেই, তা নইলে একটা মাদুলী আনতুম। জান বৌদি, সেই মাদুলী পরলে আর কেউ কিছু করতে পারতো না।

প্রফুল্ল। এমন মাদুলী?

সুরেশ। সে মাদুলীর কথা বলব কি, ওই সরকার বাড়ীর অমনি একজনকে কে যেন কি খাওয়াতো—সরকারদের বৌ মাদুলী যেই পরলে, আর কেউ কিছু করতে পারলে না। কি খাওয়ায় জান? রাঙ্গা জলপড়া। ভাগ্যিস্ ভালয় ভালয় কেটে গেল, নইলে লোক পাগল হয়। এমন জলপড়া যে তুমি যদি খাও ত, অমনি ধেই ধেই করে নাচতে থাকবে।

প্রফুল্ল। ওমা, সে নাচাই বটে, সে যে হাত পা ছোঁড়া! তুমি ভাই সে মাদুলী এনে দাও, আমি দিদিকে বলে টাকা দেওয়াব এখন।

সুরেশ। তা হলে আর ভাবনা ছিল কি? বৌদিদির টাকায় আনলে, ওষুধ ফলবে না।

প্রফুল্ল। তবে কি হবে? আমার কাছে মোটে আট গণ্ডা পয়সা আছে।

সুরেশ। আর সেই যে মাকরীগুলো আছে, তাতো তুমি আর পর না।

প্রফুল্ল। না সে তুলে রেখেছি, দিদি বলেছে কানবালা গড়িয়ে দেবে।

সুরেশ। সেইগুলো পেলেই ত হয়ে যেত।

প্রফুল্ল। তাই নাও, আমি দিচ্ছি। দুটো মাদুলী এনো, আমিও একটা চুপি চুপি পরে থাকব, যদি ওকে কেউ কিছু খাওয়ায়!

[প্রস্থান

সুরেশ। দেখি কতদূর হয়। (লিখন) 'মেজদাদা, মেজ বৌদিদির মাকৃরী লইয়া অন্নদা পোদ্দারের দোকানে দশ টাকায় বাঁধা দিয়েছি।' উকিল বাবুর দেখে অঙ্গ শীতল হবে! বলবেন, খুব করেছ। ফিরে যেদো, কাঁদছিস কেন?

যাদবের প্রবেশ

যাদব। কাকাবাবু, বাবার অসুখ করেছে।

সুরেশ। অসুখ করেছিল। দেখগে যা, ভাল হয়ে গিয়েছে। এরজন্য কান্না কেন রে পাগলা? তোর অসুখ করে না?

যাদব। বাবা আমায় রোজ ডাকেন, আজ ডাকেন নি।

সুরেশ। ডাকবেন এখন, যা তুই, কাছে যা দেখি।

যাদব। তুমি বাইরে যেওনা, যদি আবার অসুখ করে।

সুরেশ। আর অসুখ করবে না।

প্রফুল্লর পুনঃ প্রবেশ

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, এই নাও। (মাকরী প্রদান)

সুরেশ। মেজ বৌদিদি, যাদবকে দাদার ঘরে দিয়ে এস ত. আর এই চিঠিখানা মেজদাকে দিও।

যাদব। কাকিমা, আমার কান্না পাচ্ছে, আবার যদি বাবার অসুখ হয়?

প্রফুল্ল। না, বালাই! আর অসুখ হবে কেন? চল্, তোকে আমি নিয়ে যাই।

সুরেশ। যেদো, যা তোর বাপের কাছে যা, কাঁদিসনি। আমি কাল তোকে গড়ের মাঠে খেলতে নিয়ে যাব।

[যাদবকে লইয়া প্রফুল্লর প্রস্থান

এই যে, আমার বুদ্ধিমান মেজদা আসছেন, সগিসের মাথায় যে ব্রাণ্ডির কেস দেখছি। এর জন্যেও মাদুলী গড়াতে হবে। দাদা যখন কানেসতারা থেকে বার ক'রে একটু একটু খান, তখনি আমি জানি। আমি আর যা করি তা করি, এ জলপড়া ছোঁব না। ইস্! আমায় দেখে বামাল সামলাচ্ছেন!

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। সুরেশ, এখানে দাঁড়িয়ে কি কচ্ছিস?

সুরেশ। তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছিল, তাই দিতে এসেছি।

রমেশ। কৈ, দে।

সুরেশ। মেজ বৌদির হাতে দিয়েছি।

রমেশ। তোর হাতে কি?

সুরেশ। সুপুরি। মুটের মাথায় করে কি আনলে মেজদা?

রমেশ। ও কৌন্‌সুলি সাহেবকে ভেট পাঠাতে হবে।

সুরেশ। পাঠাও না ভেট যত খুশী পার। তাই বলে এগুলোকে বাড়ীতে এনে ঢোকালে কেন মেজদা? শুনেছ ক, বড়দা টাকার শোক ভোলবার জন্যে মদ খেয়ে ঢলাঢলি কচ্ছেন? বাড়ীতে এ অমূল্য সম্পদ আছে জানলে আর কি রক্ষে আছে?

রমেশ। তুই বড় বেশী বুঝিস।

সুরেশ। না মেজদা। তোমার কাছে বড়দা পর্য্যন্ত শিশু, আমি ত কোন ছার! তবে একটা কথা বলে যাই; সংসারে যে বেশী বোঝে, সেই বেশী ঠকে।

রমেশ। তোর সাহস ত কম নয়। তুই আমাকে উপদেশ দিতে আসিস?

সুরেশ। তোমাকে যে উপদেশ দেবে, সে এখনও জন্মায় নি। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল পড়েছে। শুধু বাড়ী কখানা বাদে বড়দার সর্ব্বস্ব অথৈ জলে তলিয়ে গেছে। সেই শোকে বড়দা মদ খেয়ে আত্মহত্যা করতে বসেছেন। বাড়ীর সবারই মুখ অন্ধকার। কিন্তু তোমার মুখে

ত বিষাদের লেশমাত্র নেই। এমন হাসি হাসি মুখ আর ত তোমার কখনও দেখি নি। কি দাঁও মারবার মৎলবে আছ বল দেখি।

রমেশ। এতবড় কথা বলিস তুই হতভাগা? ছোটলোকদের সঙ্গে মিশে তোমার এত বিদ্যে হয়েছে যে, তুমি গুরুজনদের টিকি ধরে কথা বল শূয়ার? বেরিয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে! আমি তোর মুখ দেখতে চাইনে।

সুরেশ। তোমাকে মুখ দেখাবার জন্যে আমিও হাঁপিয়ে উঠি নি। আমি বাঘকে তত ভয় করি না, যত ভয় করি উকীলকে।

[প্রস্থান

রমেশ। হতভাগাকে যত বোকা মনে করেছিলুম, তত বোকা ত নয় দেখছি। দাঁড়াও, তোমার ব্যবস্থা কচ্ছি। যাতে পরের অপকার তাতে নিজের উপকার। ভাইয়ের চেয়ে পর কে? প্রথমে মা বখরা, তারপর বাপের বিষয় বখরা, ভাইপো হবেন জ্ঞাতি শত্রু! এই মদে দাদার অপকার, আমার উপকার। এ বিষয়গুলো যে ব্যাপারীরা বেচে নেবে, তা ত প্রাণে সইচে না। দাদাকেও ফাঁকি দেওয়া চাই, ব্যাপারীগুলোকেও ঠকানো চাই। যখন মদ ধরেছে, আজ হোক আর কাল হোক, মর্টগেজ সই করিয়ে নেবই। ভাবনা রেজেষ্ট্রির—তা তখন দেখা যাবে। মদ আমার সহায়, জুড়ুতে দেওয়া হবে না, আজই দাদাকে মদ খাওয়াতে হবে, একবার দাদার কাছে যাই।

প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। এই যে তুমি এসেছ। আমি তোমার জন্যে দুপুর থেকে ঘর বার কচ্ছি।

রমেশ। বল কি প্রফুল্ল? আমার বিরহে কাতর হতে কোনদিন ত তোমায় দেখি নি।

প্রফুল্ল। কি তুমি ঠাট্টা কর? আমার লজ্জা কচ্ছে।

রমেশ। লজ্জা করলে তোমায় বেশ ভালই দেখায়। ঘর বার কচ্ছিলে কেন, তাই বল। থিয়েটার দেখতে যাবে নাকি?

প্রফুল্ল। দূর ঠিয়াটার। ওসব আবার মানুষে দেখে? ঠাকুর দেবতার কথা নেই, কেত্তন গান নেই। এই দেখছি পাহাড়, খানিক পরেই পাহাড় দুভাগ হয়ে দুদিকে সরে গেল, বন-জঙ্গল বেরিয়ে পড়ল। আর ওই মেয়েগুলো কি নাকিস্বরে প্রাণনাথ প্রাণনাথ বলে ইনিয়ে বিনিয়ে বলে, আমার ভারি বিশ্রী লাগে। কেষ্টযাত্রা দেখেছিলুম; সে কি সুন্দর! রাধা যখন গাইতে গাইতে ফুটো কলসী নিয়ে জল আনতে গেল, চোখ ফেটে জল এল। ক্যাওরাদের হাবুল রাধা সেজেছিল।

রমেশ। হাবুল দীর্ঘজীবী হোক। কি বলতে চাও, তাই বল।

প্রফুল্ল। বট্‌ঠাকুর বড নেতিয়ে পড়েছেন, জানলে?

রমেশ। তা ত যাবেনই। সাতলাখ টাকা এমন করে মাঠে মারা গেল।

প্রফুল্ল। টাকার শোকে কাল সারাদিন কি যে করেছেন, সে তোমাকে কি বলব? ছেলেটাকে মেরেছেন, দিদিকে ধমকেছেন, মাকে পর্য্যন্ত কাঁদিয়েছেন।

রমেশ। Very deplorable.

প্রফুল্ল। তুমি একবার বট্‌ঠাকুরের কাছে যাও।

রমেশ। গিয়ে—?

প্রফুল্ল। গিয়ে তাকে বল, টাকা গেছে. তাতে এত ভেঙ্গে পড়বার কি আছে? তুমি ত উকীল হয়েছ, মুঠো মুঠো টাকা রোজগার কচ্ছ। এতকাল উনি তোমাদের খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছেন। এবার সংসার চালাবার ভাবনা তোমার। বট্‌ঠাকুরকে তুমি সাহস

দিয়ে বল, তুমি ভেঙে পড়ো না। সংসারের জন্যে তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। আমি সব ম্যানেজ করব।

রমেশ। ম্যানেজ করতে আমি পারব কি?

প্রফুল্ল। কেন পারবে না? এতদিন দুবেলা খেয়েছি, এখন না হয় একবেলা খাব। ভাবনা কি? তোমার পসার বাড়বে, ঠাকুরপো রোজগার পাতি করবে, যেদো বড় হয়ে জজ হবে।

রমেশ। যেদোর জজ হওয়া কি ঠিক হয়ে গেছে?

প্রফুল্ল। তুমি বল কি গো? সে যে ফোর ক্লাসে ফাষ্ট্ হয়েছে।

রমেশ। তবে ত চিফ জাষ্টিস হয়ে বসে আছে।

প্রফুল্ল। দুটো টাকা দাও দেখি।

রমেশ। কেন, টাকা কি হবে?

প্রফুল্ল। ঠাকুরপোকে দেব।

রমেশ। জুয়া খেলতে, না সিগারেট খেতে?

প্রফুল্ল। ওই তোমার দোষ। ঠাকুরপোর কোন ভাল তুমি চোখে দেখতে পাও না। বট্‌ঠাকুরের জন্যে কিরকম দুঃখু কচ্ছিল জান? দুটো টাকা পেলে এমন মাদুলী এনে দেবে যে বট্‌ঠাকুর একদিনে আরাম হয়ে যাবে।

রমেশ। আর ব্যাঙ্কটাও জলের তলা থেকে ভুঁস করে ভেসে উঠবে। টাকা দিয়েছ নাকি সুরেশকে?

প্রফুল্ল। কোথায় পাব? তুমি কি আমায় টাকা দাও? দুটো মাকড়ী ছিল, তাই দিয়ে দিয়েছি।

রমেশ। মাকড়ী বেচে মাদুলী আনবে?

প্রফুল্ল। বেচবে কেন? পোদ্দারের দোকানে বাঁধা দেবে। টাকা দুটো দাও, ঠাকুরপোকে দিয়ে মাকড়ীটা ফিরিয়ে আনি।

রমেশ। সে এতক্ষণে পোদ্দারের দোকানে বসে সিগারেট ধরিয়েছে। হাতে কি তোমার?

প্রফুল্ল। তোমার চিঠি গো। এই নাও।

রমেশ। (চিঠি পড়িয়া) বটে। আচ্ছা। টাকা দিয়ে আমি মাকরী খালাস করে আনব এখন। তুমি যেন সুরেশকে কিছু বলো না। আমি একটু কাজ সেরে আসছি। তারপরই দাদার কাছে গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করব।

প্রফুল্ল। কি বলবে বল ত শুনি।

রমেশ। বলব—তোমার কোন ভয় নেই দাদা। তুমি সংসারের জন্যে ভেবো না; সংসার আমি ম্যানেজ করব।

প্রফুল্ল। আর দেখ। মা কাশী যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছিলেন। এই সর্বনাশটা হয়ে গেল বলে তাঁর যাওয়া হল না। তুমি তাঁকে কাশী পাঠিয়ে দাও।

রমেশ। আচ্ছা, মা যদি যেতে চান, যাবেন। তবে দুচার দিন পরে। দাদা আগে ঠাণ্ডা হন, তার আগে ত যাওয়া হয় না। আচ্ছা· আমি ঘুরে আসছি।

[প্রস্থান·

প্রফুল্ল। দুর্গা—দুর্গা।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

যোগেশের ঘর

যোগেশ ও জ্ঞানদা

জ্ঞানদা। ছেলেটাকে বড় মেরেছিলে, কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে, একবার ডাক।

যোগেশ। ডাকবো কি? আমার ছেলের কাছেও মুখ দেখাতে লজ্জা হ'চ্ছে। এই সর্ব্বনাশ, তার উপর এই ঢলাঢলি!

জ্ঞানদা। ওসব আর মনে করো না। ও ছাই আর ছুঁয়ো না। একবার যাদবকে ডাক।

যোগেশ। যাদব! এদিকে এস।

যাদবের প্রবেশ

যোগেশ। কাঁদছ কেন? কেঁদ না বাবা, মেরেছিলুম, লেগেছে?

যাদব। না বাবা, তোমার যে অসুখ করেছে।

যোগেশ। অসুখ করেছিল, ভাল হয়ে গিয়েছে।

যাদব। আর অসুখ করবে না বাবা?

যোগেশ। না, আর অসুখ করবে না। আবার কাঁদছ?

যাদব। বাবা, আর অসুখ কর না—মা কাঁদবে, ঠাকুরমা কাঁদবে, কাকীমা কাঁদবে।

যোগেশ। না, আর অসুখ করবে না, তুমি ঠাকুরমার কাছে গল্প শোন গে।

যাদব। না বাবা, আমি গল্প শুনব না, তোমার কাছে বসব।

জ্ঞানদা। না-না, গল্প শো'ন্‌ গে, ও ঘুমুক। হ্যাঁগা, খানকতক রুটি গড়ে আনি না, দুধ দিয়ে খাও। কাল থেকে ত প্রায় কিছুই খাওনি। কি বল, আনব?

যোগেশ। না-না, পোড়ারমুখে আজ আর কিছুই উঠবে না।

জ্ঞানদা। তবে শোও গে।

যোগেশ। এই যাই, রমেশকে ডা'কতে পাঠিয়েছি। একটা কথা বলে শুই গে।

জ্ঞানদা। আয় যাদব, আয় খাবি আয়।

যাদব। হ্যাঁ মা, বাবার যদি আবার অসুখ করে?

জ্ঞানদা। আর অসুখ করবে কেন?

[যাদবকে লইয়া জ্ঞানদার প্রস্থান

যোগেশ। একদিনে কি কাণ্ড হয়ে গেল! মদের কি আশ্চর্য মহিমা! এই ঢলাঢলি করলুম, তবু মনে হচ্ছে, একটু খেয়ে শুলে হ'ত। এতবড় একটা সর্ব্বনাশ হয়ে গিয়েছে, বোধ হচ্ছে যেন স্বপ্ন। শেষটা কি দেনদার হব? মাগ-ছেলে তো পথে বসলই। ওঃ! এমন সর্ব্বনাশ কি মানুষের হয়!

রমেশের প্রবেশ

যোগেশ। ভাই, সব শুনেছ?

রমেশ। শুনেছি দাদা।

যোগেশ। ঢলাঢলি করেছি, শুনেছ?

রমেশ। তাতে কুণ্ঠিত হবার কি আছে? হঠাৎ এ সর্ব্বনেশে খবর এলে লোকে জলে ঝাঁপ দেয়; মদ খেয়ে তুমি বরং ভালই করেছিলে, নইলে—

যোগেশ। ভাল করেছি, ছাই! মার উপোস গিয়েছে, ছেলেটাকে মেরেছি, বাড়ীশুদ্ধ কান্নাকাটি, শত্রুর মুখ উজ্জ্বল।

রমেশ। না না, তুমি বুঝতে পাচ্ছ না, সাডন্ সকে (Sudden shock) একটা ব্যামো হতে পাত্তো। ব্রাণ্ডিই তোমাকে রক্ষে করেছে।

যোগেশ। যা হবার হয়ে গিয়েছে। এখন উপায় কি? কারবার ক্লোজ করেছি, ব্যাপারীর দেনা প্রায় দেড় লাখ টাকা। বাড়ী বেচেই দেনা শোধ করতে হবে। আমি ব্যাপারীদের কাছে সময় নিয়ে দালাল ধরিয়ে দিই।

রমেশ। মা একটা কথা বলছিলেন। বলেন, এখন বেচলে কি দাম হবে? আধা দরে যাবে। তিনি বলছিলেন, ওগুলো বৌয়ের নামে লিখে দিলে হয় না? তারপর ক্রমে ক্রমে বেচা যাবে।

যোগেশ। ছিঃ! তিনি যে স্ত্রীলোক তাই বলেছেন; তুমি ওকথা মুখে আনো কি করে রমেশ? লোকের কাছে জোচ্চোর হব? সুনাম থাকলে খেটে খাওয়া চলবে। চলুক আর নাই চলুক, আমায় বিশ্বাস করে যারা মাল ছেড়ে দিয়েছে, তাদের কাছে বিশ্বাসঘাতক হব!

রমেশ। তা ত বটেই, তা ত বটেই। তবে একটা কথা, দরে না বিকুলে ত সব দেনা শোধ যাবে না।

যোগেশ। আমি সকলকে ডেকে বলি যে, আমার এই আছে, তোমরা সব আপনারা যে যার রয়ে বসে বেচে কিনে নাও। না রাজী হয়, জেল খেটে শোধ দেব। এখন আর সম্পত্তি আমার নয়, পাওনাদারের; তাদের যেমন ইচ্ছে, তাই হবে। আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে বটে, কিন্তু বড় গলা ক'রে বলতে পারি, কখনো প্রবঞ্চনার দিক দিয়ে চলি নি। যারা প্রবঞ্চক, তারা কখনো ব্যবসাদার হতে পারে না। বিশ্বাস ব্যবসার মূল।

রমেশ। তা ত বটেই।

যোগেশ। দেখছ না, আমাদের জাতে পরস্পর বিশ্বাস নাই, ব্যবসাতেও প্রায় কেউ উন্নতিলাভ করতে পারে না। লোকের বিশ্বাস-ভাজন হয়েছিলুম, তাইতে যা মনে করেছি, তাই করেছি; সে বিশ্বাস কখনো ভাঙব না। এতে জেলে যাই, স্ত্রীকে রাঁধুনীগিরি করতে হয়, কি ছেলেকে অনাহারে মরতে হয়, আমি ভ্রূক্ষেপ করব না।

রমেশ। আমিও ত তাই বলি। তবে মা বলেছেন, এইজন্যই শোনালুম।

যোগেশ। মা বলুন; যিনি অধর্ম্মে মতি দেবেন, তিনি মাই হ'ন আর বাপই হ'ন, তাঁর কথা শুনতে নেই। তুমি আজ রাত্রিতেই ব্যাপারীদের ডাকাও। তাদের সঙ্গে আমি একটা বিলি ব্যবস্থা করি, তা নইলে হবে না।

রমেশ। কাল সকালে ডাকব। দাদা, ময়রাদের একটা ছেলের ওলাওঠা হয়েছে। ব্রাণ্ডি একটু দিলে হয় না? আমার কাছে ওষুধ চাইতে এসেছে। তুমি ডাকলে তাই চলে এসেছি।

যোগেশ। তা আমাদের ডাক্তারকে পাঠিয়ে দাও না।

রমেশ। কে ডাক্তার না কি একটু ব্রাণ্ডি খেতে বলেছে।

যোগেশ। তবে ডিস্পেন্সারিতে লিখে দাও;

রমেশ। লিখে দিতে হবে না, এই যে আমার কাছে আছে। তোমার বৌমার অসুখের সময় এনেছিলুম। (বোতল হইতে গেলাসে মদ ঢালিয়া) কি বল, এইটুকু দিই? না আর একটু ঢালব?

যোগেশ। বেশী না হয়।

রমেশ। দাদা, আজ আমি ব্যাপারীদের খবর পাঠাই। কাল সকালে সব আসবে। আজ হিসাবপত্র মিলুচ্ছে,- সকলে ত আসতে

পারবে না।

যোগেশ। তা বটে, কিন্তু আজ আমার ঘুম হবে না। দেনার জ্বালা বড় জ্বালা।

রমেশ। তুমি ভেব না দাদা, সব ভাবনা আমার উপর ছেড়ে দাও।

[মদের বোতল রাখিয়া প্রস্থান

যাদবের পুনঃ প্রবেশ

যোগেশ। কিরে যাদব, আবার এলি যে?

যাদব। বাবা, ঠাকুরমা কাঁদছে।

যোগেশ। কেন রে?

যাদব। ছোট কাকাবাবু চোর হয়েছে; কাকীমার মাকড়ী নিয়ে গিয়েছে।

যোগেশ। সেকি? এ আবার কি সর্ব্বনাশ! শেষ দশায় কি আমার এই হল? আমার মনে মনে স্পর্দ্ধা ছিল যে—পরিশ্রমে চেষ্টায় সকলই সিদ্ধ হয়। সে দর্প চূর্ণ হ'ল। চেষ্টায় ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া রোধ হয় না, দরিদ্র হওয়া রোধ হয় না, ভাই চোর হওয়া রোধ হয় না, মাকে বৃন্দাবনে পাঠানো হয় না; চেষ্টায় কোন কার্য্যই হয় না। আমি আজীবন চেষ্টা করেছি, কি ফল পেলাম? চিন্তা! চিন্তা! চিন্তায় চিরকাল গেল! (মদের বোতল টানিয়া নিলেন)

যাদব। বাবা, তুমি কি কচ্ছ? আমার মন কেমন করে।

যোগেশ। করুক, আমার কি? আর কোন কথার তত্ত্ব করব না, যা হয় হ'ক, আজ থেকে আমার চেষ্টা রহিত। এই যে সুরাদেবি, যখন কৃপা করে এসেছ, আমি পরিত্যাগ করব না; আজ থেকে আমি তোমারই দাস! (মদ্যপান)

যাদব। কি কচ্ছ তুমি বাবা? আমার মন কেমন করে। তুমি অমন ক'র না।

যোগেশ। তুমি যাও, আমি তোমার বাবা নই। বিস্মৃতি! বিস্মৃতি! আমায় বিস্মৃতি দান কর।

যাদব। বাবা, তোমার অসুখ হবে। ঠাকুরমা বলেছে, বোতল খেয়ে অসুখ হয়েছে, আর খেয়ো না বাবা।

যোগেশ। যা, তুই যা। আজ থেকে গা ঢেলে দিলুম; যে যা বলে বলুক। লোকনিন্দা, কিসের ভয়? Who cares for লোকনিন্দা?

সুরেশের প্রবেশ

সুরেশ। কি কচ্ছ দাদা? কি কচ্ছ তুমি?

যোগেশ। কে? ও সুরেশ! যা খুশী কর ভাই, তোমায় আমি কিছু বলব না। নেচে বেড়াও, খালি আমোদ করে বেড়াও, কিছু চেষ্টা ক'র না। আমি অনেক করে দেখেছি—কিন্তু না, কিছু না, ঠেকে শিখেছি। আর কি ভাবি? যা হবার হবে, ক'দিক ভাবব? সব দিক ফাঁক। খালি জমাট নেশা চলুক।

যাদব। বাবা!

যোগেশ। Shut up.

সুরেশ। ও মা! শীগগির এস, দাদা আবার মদ খাচ্ছে।

যোগেশ। মাকে ডাকছিস? ডাক, কিছু ভয় করিনে, আর মাকে ভয় করিনে। আমি যে লক্ষ্মীছাড়া! লক্ষ্মীছাড়ার ভয় কি? লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়। যা, আংটিটা নিয়ে যা, দু-বোতল মদ নিয়ে আয়। এক বোতল তুই নিস, এক বোতল আমায় দিস।

জ্ঞানদার প্রবেশ

জ্ঞানদা। ওগো, আবার কি সর্ব্বনাশ কচ্ছ ?

যোগেশ। কিচ্ছু না ; তুমি যাও বড়বৌ, ঘুমের ওষুধ খাচ্ছি। (মদ্যপান)

জ্ঞানদা। ও সুরেশ, দাঁড়িয়ে দেখছ কি ? কেড়ে নাও না।

যোগেশ। খবরদার—মার ডাণ্ডেগা।

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

জ্ঞানদা। ও ঠাকুরপো, তোমার দাদা কি সর্ব্বনাশ করে দেখ।

যোগেশ। ধর্ম্ম থাকলেই নাশ। কিছুই আর নেই, তার বিনাশও কিছু নেই। He that is down needs fear no fall. কি বল রমেশ ?

সুরেশ। তুমি কি দাদা ? মা কাঁদছে ; বৌদি যাদব সবাই কাঁদছে। তবু তোমার হুঁশ নেই ? এখানে মদের বোতল এল কি করে ? ও, এই সেই কৌঁসলিদের জন্যে আনা বোতল, নয় ? বা! মেজদা, তুমি ঠিক ভালে আছ!

রমেশ। Walk out idiot কোথাকার। বৌদি, তুমি সরে যাও, সরে যাও ; যত মানা করবে, তত বাড়বে। মদ্যপের ভয়ডর নেই।

যোগেশ। ভয় কিসের ? ত্রিশ বছর ভয় করে চলেছি। লোক-নিন্দে ? বড় বয়েই গেল!

রমেশ। ওরে, ও হতভাগা—বৌদিকে নিয়ে যা ; আমি দাদাকে ঠাণ্ডা কচ্ছি। যত ঘাঁটাবি, তত বাড়বে। যাদবকে নিয়ে যা।

যাদব। আর বোতল খেওনা বাবা।

যোগেশ। আলবৎ খাব।

সুরেশ। আয় যাদব আয়, বৌদি এস।

জ্ঞানদা। ওরে, আমার একি সর্ব্বনাশ হল?

রমেশ। চেঁচিও না, চারিদিকে শত্রু হাসছে।

সুরেশ। চল বৌদি, চল; মেজদাদা ঠাণ্ডা করবে এখন। তোমার উকিল দেওর থাকতে ভয় কি?

[সুরেশ, যাদব ও জ্ঞানদার প্রস্থান

রমেশ। দাদা, তুমি ত খুব মদ খেতে পার!

যোগেশ। হ্যাঁ, বিশ বোতল খাব। যা, আর দু বোতল নিয়ে আয়।

রমেশ। খেয়ে ঠিক থাক, তবে ত—

যোগেশ। ঠিক আছি, বেঠিক পাবে না। তবে কি জান, বড় সর্ব্বনাশ হয়েছে, প্রাণটা কেমন কচ্ছে, তাই খাচ্ছি। তা বলে আমি মাতাল হইনি।

রমেশ। হয়েছ বৈকি?

যোগেশ। চোপরাও!

রমেশ। চোপরাও? কই লেখ দেখি?

যোগেশ। আচ্ছা দাও, কাগজ কলম দাও।

রমেশ। অমনি লেখা নয়, ঠিক সই করতে পার, তবে ত বুঝি।

যোগেশ। ঠিক করব, দাও। সই করতে পারব না? আমি সই করতে পারব না ত পারবে কে? (রমেশের কলম ও কাগজ প্রদান)

যোগেশ। (সই করিয়া) বাঃ-বাঃ, কেয়া জবর সই হুয়া। শুধু সই? সই মোহর করে দি, আন।

রমেশ। কই দাও। (মোহর প্রদান)

(যোগেশের মোহর করণ)

রমেশ। (স্বগত) একটা কাজ ত হ'ল। এখন রেজিষ্টী করি কি করে? দেখা যাক্।

যোগেশ। কি—কি, কি ভাবছ? কাজ গুছিয়েছ? আমি বুঝতে পেরেছি। যা খুশী কর, আমায় মদ দাও। শুধু মদ, শুধু মদ।

জ্ঞানদার পুনঃ প্রবেশ

জ্ঞানদা। ও ঠাকুরপো, এখনও ঠাণ্ডা হ'ল না?

রমেশ। আবার এয়েছ? তোমরা যা জান কর, আমি চল্লুম।

[রমেশের প্রস্থান

জ্ঞানদা। ওগো দোহাই তোমায়, আর মদ খেও না।

যোগেশ। বড় বৌ, তুমি মানা করতে এয়েছ? আর মদ খাব না? কেন খাব না? এই যে ত্রিশ বৎসর খেটে মলুম—কি কাজ কল্লুম? তুমি স্ত্রী, সংসারে বাঁদীর মত খাটলে, তোমার কি কল্লুম? একটা ছেলে—তার হিল্লে করে কি রাখলুম? ভাইটে চোর হল, তার কি কল্লুম? রমেশ মাতাল দেখে সই করিয়ে নিয়ে গেল। কে জানে কিসে—চেষ্টা করে ত এই কল্লুম! মনে কচ্ছো মাতলামো কচ্ছি? না মনের দুঃখে বলছি, আগুন জ্বলে ওঠে, জল দিই (মদ্যপান)। বড়বৌ তুমি কিছু বলো না, তোমার স্বামী আজ মরেছে।

[প্রস্থান

জ্ঞানদা। মুখ তুলে চাও মা, মুখ তুলে চাও। আর যে আমি সইতে পাচ্ছি না।

শ্যামদাসের প্রবেশ

গীত

শবের বুকে শিব জাগা মা
আবার কালী শুভঙ্করী,

দেখুক ধরা, নয় মা আমার
সর্ব্বনাশী ভয়ঙ্করী।
এত করে ডাকছি তোরে
বুক ভাসায়ে নয়ন লোরে,
দূর করে দে এ কালো মেঘ
আলোর ঝলক দে শঙ্করী।
জিভ মেলে আর দাঁড়াস নে মা,
বিশ্ব ভয়ে কাঁপছে শ্যামা,
সংবর এ মূর্ত্তি মাগো
ভীষণা প্রলয়ঙ্করী।

জ্ঞানদা। ঠাকুর—

শ্যামদাস। কাঁদিস নে মা, কাঁদিস নে। এক অশুভ শক্তি তোর শান্তির পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। যদি পারিস, তাকে পথ থেকে সরিয়ে দে।

[প্রস্থান

জ্ঞানদা। কারও দোষ নয়, সব আমারই অদৃষ্টের দোষ। কোন জন্মে কার ভরাডুবি করেছিলাম মা? তারই কি এই শাস্তি? এ আগুন নিভিয়ে দে মা, এ আগুন নিভিয়ে দে।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যোগেশের বাটীর বহির্ভাগ

সুরেশ ও প্রফুল্ল

সুরেশ। এই নাও তোমার মাদুলী।

প্রফুল্ল। অ্যাঁ! তুমি সত্যি মাদুলী নিয়ে এলে?

সুরেশ। সত্যি মাদুলী না মিথ্যে মাদুলী, এখন কি করে বুঝবে? নাও ধর। শনিবার মঙ্গলবারে ধারণ করতে হয়। আরে, তুমি কাঁদছ কেন?

প্রফুল্ল। আমার যে কান্না পাচ্ছে গো।

সুরেশ। আমার যে কান্না শোনবার সময় নেই গো।

প্রফুল্ল। ও ঠাকুরপো—

সুরেশ। কি ঠাকুরঝি?

প্রফুল্ল। আমি যে মাকড়ির কথা বলে ফেলেছি।

সুরেশ। বেশ করেছ। তোমার পেটে যে কথা থাকে না, সে কথা কে না জানে?

প্রফুল্ল। হায় হায়, সবাই যে তোমায় চোর বলে হৈ চৈ বাধিয়ে দিয়েছে।

সুরেশ। দিক না। আমি সখি কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো। লোকে আমায় চোর বাটপাড় লম্পট যা খুশী বলুক। আমার তাতে Horse's egg ঘোড়ার ডিম। আর লোকও ত আমি খুব বেশী

ভাল নই। আমাকে যে যাই বলুক, কোন বিশেষণই আমার পক্ষে বেমানান নয়।

প্রফুল্ল। তাই বলে আমার জন্তে তুমি সবার কাছে চোর হবে?

সুরেশ। তুমি দুঃখ করো না মেজো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও লোকে চোর বলত।

প্রফুল্ল। তাই না কি?

সুরেশ। মহারাজ নন্দকুমারের ত ফাঁসীই হয়ে গেল। রামের ভাই লক্ষ্মণ মেঘনাদের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে সিঁধ কেটে ঢুকে পড়েছিল। চন্দ্র-দেব গুরু বৃহস্পতির বউকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। তস্কর-সংহিতায় চুরি বিদ্যাকে সব বিদ্যার উপরে স্থান দিয়েচে। এসব গভীর তত্ত্ব তুমি বুঝবে না। আসল কথা, দাদা'র ভাল হলেই হল। আজ কেমন আছেন?

প্রফুল্ল। কি জানি ভাই? এখন ত ঘুমোচ্ছেন।

সুরেশ। উকীলবাবু কোথায়?

প্রফুল্ল। তোমার মেজদা? কি জানি কোথায় গেছেন।

সুরেশ। দেখ মেজো। কলকাতার আদালত ত মেজদার কদর বুঝলে না। মফঃস্বলের কোন কোর্টে Practies করলে ওঁর ভাত কাক-চিলে খেত। বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে নিয়ে তুমি অন্য কোথাও চলে যাও না।

প্রফুল্ল। সে আমি পারব না। মার হাতের ভ'লবাটা না খেলে আমার পেট ভরে না, দিদি চুল বেঁধে না দিলে আমার মাথা ধরে, যাদবকে একদিন না দেখলে আমি পৃথিবী অন্ধকার দেখি।

সুরেশ। দূর নেকি। তুমি আমাকে নিয়ে চল না। আমি তোমার ডাল বেটে দেব, খোঁপা বেঁধে দেব, বাসন মাজব, ঘুঁটে দেব, everything complete করে দেব, from জুতো সেলাই to চণ্ডীপাঠ। এই রে, উকীলবাবু আসছেন। ঘরে যাও মেজো; চোরের সঙ্গে তোমায় কথা

বলতে দেখলে কম্বল চাপা দিয়ে তোমায় লাঠিপেটা করবে। Beware of that dangerous vokil.

[প্রস্থান

প্রফুল্ল। শুধু শুধু লোকটাকে এরা চোর বানালে। যত সব—ও মা, কে গো?

[ঘোমটা টানিয়া প্রস্থান

দেওয়ানের প্রবেশ

দেওয়ান। যোগেশবাবু আছেন বাড়ীতে? ও যোগেশবাবু—

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। কে?

দেওয়ান। আমি ইউনিয়ান ব্যাঙ্কের দেওয়ান। আপনি—?

রমেশ। আমি যোগেশবাবুর ভাই রমেশচন্দ্র ঘোষ।

দেওয়ান। রমেশবাবু, আপনার দাদা কোথা?

রমেশ। তাঁর ভারি অসুখ, তিনি শুয়ে আছেন।

দেওয়ান। ডাকুন, ডাকুন, শুন্‌লে অসুখ ভাল হয়ে যাবে; আই ব্রিং গুড নিউস।

রমেশ। ডাক্‌বার জো নেই; কাল মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন। ডাক্তার বিশেষ করে বারণ করে দিয়েছে, কোনরকম এক্‌সাইটমেণ্ট না হয়।

দেওয়ান। বটে, তা হতেই তো পারে, বড্ড শক্‌টা লেগেছে। তা আপনাকেই বলে যাচ্ছি, আপনারা হতাশ হবেন না। কাল্‌কে লেটেষ্ট প্রাইভেট টেলিগ্রাম এজেণ্টের কাছে এসেছে, ব্যাঙ্ক হয়ত আবার খুলবে। বোধ করি, দিন পনেরোর ভেতর ফের পেমেণ্ট আরম্ভ হবে। কেউ এ খবর জানে না, সেক্রেটারি, আমি, আর আপনি এই শুনলেন। আপনার

দাদা আমার ইণ্টিমেণ্ট ফ্রেণ্ড। তাঁর মাইণ্ডটা কতকটা রিলিভ করবার জন্যে এসেছিলাম।

রমেশ। বড়ই আনন্দ দিলেন। কিন্তু এ খবর তো তাঁকে এখন দিতে পারবো না। বেশী এক্‌সাইটমেণ্ট হ'লে তাঁর হার্ট অ্যাফেক্ট করতে পারে।

দেওয়ান। নেভার মাইণ্ড। আপনি জেনে থাকুন, দিন পনের না দেখে কিছু নূতন অ্যারেঞ্জমেণ্ট করবেন না। ইট ইজ অলমোষ্ট সারটেন্ দ্যাট উই উইল রিকভার।

রমেশ। থ্যাঙ্ক ইউ, মাচ্, ওব্লাইজড্ ফর্ ইয়োর ইন্‌ফরমেশন্।

দেওয়ান। আমি বড় ব্যস্ত আছি, সকাল সকাল বেরুতে হবে। চল্লুম, গুড্ বাই।

রমেশ। গুড বাই! ইস। আজ না রেজেষ্টারি করে নিতে পারলে তো নয়। দাদার সঙ্গে দেওয়ান ব্যাটার দেখা হলেই সংদিক মাটি। আজ যদি রেজেষ্টারি না করতে পারি, আর ব্যাঙ্ক যদি লেন-দেন শুরু করে তবেই ত মুশকিল। সুরেশের ওয়ান্-থার্ড শেয়ার তো বাগিয়ে নিতেই হবে। যদি দাদা টের পায়? টের পায়, পাবে। আমার ওয়ান-থার্ড কে ঘুচাবে? আমি মাকড়ি চুরির নালিশটে আঁধারে ঢিল ফেলেছিলুম। দেখছি, এটা কাজে আসবে; ওর কাছ থেকে শেয়ারটা লিখিয়ে নেবার সুবিধে হতে পারে, জেলের ভয়ে লিখে দিলেও দিতে পারে। দিক্ না দিক, নাড়া দেওয়া উচিত। এই যে কাঙ্গালী—

কাঙ্গালীর প্রবেশ

কাঙ্গালী। আমায় ডেকেছেন কেন?

রমেশ। দেখ, আমি মাকড়ি চুরি গিয়েছে ব'লে পুলিশে জানিয়ে এসেছি। কে করেছে, কি বৃত্তান্ত, তা কিছু বলিনি। তুমি এখন

গিয়ে ইন্‌ফরমেশন্ দাও যে অন্নদা পোদ্দারের দোকানে মাল আছে, পুলিশ সন্ধান ক'রে বার করবে। আর অন্নদাও সুরেশের নাম করবে। তুমি আজ তোমার স্ত্রীকে দিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে সুরেশকে বাড়ীতে আটক কর।

কাঙ্গালী। সব সম্পত্তি ত মর্টগেজ ক'রে নিচ্ছেন, আর সুরেশকে আটক করার কি দরকার? মর্টগেজ হ'লে তো আর ওর ওয়ান্-থার্ড শেয়ার থাক্‌ছে না যে ভয় দেখিয়ে লিখিয়ে নেবেন।

রমেশ। না, তবুও লিখিয়ে নেওয়া ভাল। (স্বগত) শালাকে ব্যাঙ্কের কথা না বলাই ভাল।

কাঙ্গালী। মর্টগেজ যদি ষড়যন্ত্র প্রমাণ হয়?

রমেশ। কি করে হবে? এ তো আমি নিজের নামে করিনি।

কাঙ্গালী। তবে কার নামে?

রমেশ। তবে আর তোমায় অ্যাসাইনমেণ্ট কপি করতে বলেছি কেন? এ সব হ্যাঙ্গাম মিটে যাক্, তারপর এক ব্যাটাকে শালের জোড়া টোড়া পরিয়ে অ্যাসাইনমেণ্ট সই করিয়ে রেজেষ্টারি করিয়ে নেব।

কাঙ্গালী। কার নামে মর্টগেজ করলেন, রেজেষ্টারি করে দেবে কে?

রমেশ। এটা আর বুঝতে পারলে না? মর্টগেজ রাখছে মুলুক-চাঁদ ধুধুরিয়া, বাড়ী এলাহাবাদ। যে হয় এক ব্যাটা খোট্টা একশো টাকা পেয়ে মুলুকচাঁদ ধুধুরিয়া হবে এখন, সে জন্যে ভাবছি না, যা হয় করবো। এখন আজকে রেজেষ্টারি করে নিতে পার্‌লে যে হয়। একটা ব্রাণ্ডি, পোর্টের মতন লাল রঙ করে রাখবো, একটু লাল রঙ পাঠিয়ে দিও তো। কাছে থাক একটা, দাদার খোঁয়ারির মুখে পোর্ট ব'লে দিলে চল্‌তে পার্‌বে।

কাঙ্গালী। আপনি বেশ ঠাউরেছেন। আমার একটা বয়াটে

ভাগনে পশ্চিমে ছিল, ঠিক হিন্দুস্থানীর মতন চাল-চলন! সে কিছু টাকা পেলেই আবার পশ্চিমে চ'লে যায়। তাকেই মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া সাজান যাবে।

রমেশ। সে পরের কথা পরে, মাকড়ির কথা পুলিশে জানিয়ে এস গে।

কাঙ্গালী। যে আজ্ঞে।

[কাঙ্গালীর প্রস্থান

রমেশ। এখন পীতাম্বর ব্যাটাকে হাত করতে পার্‌লে হয়।

পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতাম্বর। ছি-ছি-ছি! কি আক্কেল। মেজবাবু, কোথায় ঘরের কলঙ্ক ঢাকবেন, ব্যাপারীদের সাম্‌নে বল্লেন কি না, বাবু মদ খেয়ে পড়ে আছেন।

রমেশ। ও সব না ব'ল্লে কি রফায় রাজী করাতে পারতুম? ব্যাপারীরা যদি দেখে, দাদা ঘর বাড়ী বেচে দেনা দিতে রাজী, তাহলে কি এক পয়সা কমাতে চাইবে? মর্টগেজ দেখেও নরম হ'ত না, পাকা কলা পেয়ে বস্‌তো। তুমি তো বোঝ না, ব'ল্‌তো টাকা দাও, নইলে জেলে দেব। দাদাও বিষয় বেচে দিতেন। ও কথা না বললে সব দিক রক্ষা হত কিসে বল দেখি?

পীতাম্বর। তাই বলে কি দেশ জুড়ে বাবুর কলঙ্ক রটাবেন? এ ছাইয়ের বিষয় থাক্‌লেই বা কি, না থাক্‌লেই বা কি, যখন মান গেল, জোচ্চোর বলে গেল, মাতাল জেনে গেল! আমি বড়বাবুকে খুলে বলি যে মেজবাবু এই করে বিষয় বাঁচাচ্ছেন।

রমেশ। পীতাম্বর, তুমি দেখছি দাদাকে না মেরে নিশ্চিন্ত হবে

না। তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, দাদা টাকার শোকে মদ খাচ্ছেন। আমি বিষয় বাঁচাচ্ছি সাধে? আজ দেখছ এই;—যেদিন বাড়ী বেচে ভাড়াটে বাড়ীতে যাবেন, সেইদিন গলায় দড়ি দেবেন। লোকে মাতাল বলে,—মদ ছাড়লেই হুজুর হুজুর করবে। জোচ্চোর বলে, দেনা দিলেই মিটে গেল; সব ফিরে পাওয়া যায়, প্রাণ গেলে তো আর প্রাণ ফির্‌বে না। তুমি ধর্ম্মতঃ বল দেখি, দাদাকে অমন বেহেড্‌ কখন দেখেছ কি? এ কি টাকার শোকে নয়?

পীতাম্বর। আপনি মাতাল ব'লে পরিচয়টা দিলেন কেন?

রমেশ। মনের দুঃখে কথাটা বেরিয়ে গেল পীতাম্বর। আমাতে কি আর আমি আছি? আমি মর্ম্মে মরে গেছি। তোমায় বল্‌ছি, কথা শুন,—দাদা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বল্‌বো, সবাই কিস্তিবন্দীতে রাজী হ'য়ে গিয়েছে। তুমি বল, হ্যাঁ!

পীতাম্বর। আজ যেন বল্লুম, তারপর?

রমেশ। আজ বিকেলে সব বেটাকে রাজী করাবো—কেন ভাব্‌ছ?

পীতাম্বর। যা ভাল হয় করুন। দেড় লাখ টাকা ওদের পাওনা, আপনি মোটে পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাচ্ছেন, এতে কেউ রাজি হয়?

রমেশ। আলবাৎ হবে, পীতাম্বর, তোমার কাছে এই ভিক্ষা, আমি যা ব'লি, শুনো;—দাদার প্রাণটা রক্ষা কর, দাদাকে বাঁচাতে পার্‌লে সব বজায় থাক্‌বে।

পীতাম্বর। তা সত্য, টাকার শোকেই এ ঢলাঢলিটা হ'ল। তা মেজবাবু, ও কথাগুলো না বল্লেই হ'ত। বড়বাবুকে ওরা মাতাল জেনে গেল, কথাটা ভাল হল না।

রমেশ। তুমি একটি উপকার কর। ঐ মদনা পাগ্‌লার কথা মা শোনেন; ওকে দিয়ে মাকে বলাও, যেন দাদাকে বলেন, রেজেষ্টারি

করে দিতে। একবার রেজেষ্টারিটে করতে পার্‌লে বুঝ্‌তে পারি, ব্যাপারী ব্যাটারা রাজী হয় কি না।

পীতাম্বর। আমি বলাচ্ছি, কিন্তু গিন্নীমা বল্লেও বড়বাবু রাজী হবেন না।

রমেশ। চেষ্টা তো কত্তে হয়।

পীতাম্বর। বেশ, যাচ্ছি।

[পীতাম্বরের প্রস্থান

রমেশ। বৌদি, ও বৌদি,—

জ্ঞানদার প্রবেশ

জ্ঞানদা। ডাকছ ঠাকুরপো ?

রমেশ। হ্যাঁ বৌদি। তুমি ত অবুঝ নও। কথাটা বুঝে দেখ।

জ্ঞানদা। কি কথা ?

রমেশ। দেখ বৌদি, বিষয় যাক্, সব যাক্, আমি ভাবি না। সংসারের জন্যেও ভাবনা নেই। আমি মোট বয়ে সংসার চালাব। কিন্তু দাদাকে বাঁচাই কি করে ? দেখছ তো, শিবতুল্য মানুষ !—টাকার শোকে মদ খেয়ে কি কেলেঙ্কারীটাই কচ্ছেন। দাদা বলছেন, বাড়ী বেচে দাও। কিন্তু বৌদি, বাড়ী বেচ্‌লে আর দাদাকে পাব না ; দম ফেটেই মারা যাবেন।

জ্ঞানদা। তা ঠাকুরপো, আমি কি করবো বল ? আমার তো ভাই আর হাত-পা আস্‌ছে না।

রমেশ। ভেঙ্গে পড়লে ত চলবে না, এই সময় বুক বাঁধ। তুমি অমন ক'র্‌লে আমরা ভেসে যাব।

জ্ঞানদা। আমি কি ক'রব বল ? ঠাকুরপো, আমার ডাক ছেড়ে

কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। কাল সমস্ত রাত দুটি চক্ষের পাতা এক করি নি। ছেলেটা সমস্ত রাত ফুলে ফুলে কেঁদেছে। আর যদি ভাই ওর সে ছট্‌ফটানি দেখ্‌তে,—জল দাও, বুক যায়। এই ভোরবেলা এক গেলাস জল খেয়ে ঘুমিয়েছে।

রমেশ। এক উপায় আছে, যদি দাদাকে রেজেষ্টারি করে দিতে রাজী করাতে পার, তাহলে সবদিক্ বজায় থাকবে।

জ্ঞানদা। রেজেষ্টারি কি?

রমেশ। বিষয়টা বেনামী বর্‌ছি; সইও করেছেন, রেজেষ্টারী করে দিতে নারাজ হচ্ছেন। এ না করলে পাওনাদারেরা সব বেচে নেবে।

জ্ঞানদা। দেনা শোধ হবে কি করে?

রমেশ। রয়ে বসে বন্দোবস্ত বর্‌বো। এই নূতন রাস্তাটা যাচ্ছে, অনেক বাড়ী পড়্‌বে; বাড়ীর দর দ্বিনগুণ হবে। খান দুই বাড়ী ছেড়ে দিলেই সব শোধ যাবে।

জ্ঞানদা। ও, দেনা রাখ্‌তে রাজী হবে না।

রমেশ। সেও উনি বলছেন, আবার টাকার শোকে মদও তো খাচ্ছেন। বাড়ী বেচে তারপর গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলুন।

জ্ঞানদা। আর বলো না ঠাকুরপো, আর বলো না।

রমেশ। আঁতকে উঠলে কি হবে? বাড়ী বেচ্‌লে একটা না একটা কাণ্ড হবেই। মা অনুরোধ করুন, তুমি অনুরোধ কর, আমি অনুরোধ করি—

জ্ঞানদা। মাকে দিয়েই বলাই, আমায় ধম্‌কে তাড়িয়ে দেবেন।

রমেশ। মা থাক্‌বেন, তুমিও থাক্‌বে। যাও, মাকে বুঝিয়ে বল গে। দাদা উঠলে মাকে নিয়ে যেও, আমিও থাক্‌ব এখন।

[জ্ঞানদার প্রস্থান

[নেপথ্যে ইন্সপেক্টার। রমেশবাবু, রমেশবাবু—]

রমেশ। কে হে, হাবুল ? এদিকে এস।

মঙ্গলসিং জমাদার ও ইন্সপেক্টারের প্রবেশ

রমেশ। কি ? মাকড়ির কিছু তদন্ত হ'ল ?

ইন্সপেক্টার। ওহে, সর্ব্বনাশ হয়েছে।

রমেশ। সর্ব্বনাশ কি ?

ইন্সপেক্টার। অন্নদা পোদ্দারের দোকানে মাল ধরা পড়েছে, তাকে অ্যারেষ্ট ক'রে এনে তদন্ত ক'রে দেখলুম, তোমার গুণধর ভাই সুরেশ চুরি ক'রেছে।

রমেশ। সেকি ! সুরেশ চুরি করেছে ?

ইন্সপেক্টার। এ যে সাপের ছুঁচো ধরা হ'ল। কি করি বল দেখি ? পোদ্দার ব্যাটাকে ছেড়ে দিলে তো ডেপুটি কমিশনারের কাছে রিপোর্ট করবে।

রমেশ। সেকি ! সুরেশ চুরি করেছে ? এ পোদ্দার ব্যাটার দম-বাজি।

ইন্সপেক্টার। না হে না, মঙ্গল সিংয়ের সামনে বাঁধা দিয়েছে। এ আজ কলুটোলার থানা থেকে এসেছে, নালিশের কথা কিছু শোনেনি। শুনেই বললে, সুরেশবাবু বাঁধা দিয়েছে সুরেশবাবু না হ'লে যখনই বাঁধা দিতে গিয়েছিল, তখনই ধরতো। গায়ে ইউনিফরম্ ছিল না কি না, দাঁড়িয়ে শুনেছে, সুরেশ বলছিল, দাদার মাকড়ি মেজ বৌয়ের কাছ থেকে এনেছি।

জমাদার। হাঁ বাবু, সব সাচ হ্যায়, হাম্ শুনা।

রমেশ। অ্যাঁ ! সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ ! সুরেশ চোর হ'ল !

ইন্সপেক্টর। ভেঙে পড়ো না রমেশ। এখন কিছু খরচ কর।

রামা স্যাকরা ব'লে এক ব্যাটা চোর আছে, টাকা-পাঁচ-চার-পাঁচ পেলে কবুল দেবে, বাক্স ভেঙ্গে চুরি করেছি। বলতো, আমি সেই ব্যাটাকে চালান দিয়ে মকদ্দমা সাজিয়ে দি।

রমেশ। বল কি হাবুল? আমি একজন নির্দ্দোষী লোককে সাজা দেওয়াব! আমার প্রাণ থাকতে তা হবে না। আই হ্যাভ টেকেন্ মাই ওথ টু এড জষ্টিস।

ইন্সপেক্টর। তবে উপায় কি?

রমেশ। লেট্ জষ্টিস্ টেক ইট্‌স্ কোর্স। ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা কর। আমায় কিছু জিজ্ঞাসা ক'র না, আইনে যা বলে, তাই কর। ওঃ—

ইন্সপেক্টর। সেকি হে? মেয়াদ হ'য়ে যাবে যে।

রমেশ। লেট্ জষ্টিস বি ডন্। ওঃ—হেল্প মি মাই গড্।

জমাদার। (জনান্তিকে) বাবু, শালে লোককো মতলব হ্যায়!

ইন্সপেক্টর। (জনান্তিকে) তাই বটে।

রমেশ। আর কি বলবো? ওহো—হো-হো-হো!

[প্রস্থান

জমাদার। (জনান্তিকে) বাবু, শালে বদ্‌মাস হ্যায়!

ইন্সপেক্টর। মরুক গে। সুরেশকে arrest ত করে আনি। তারপর যা হয় হবে।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

যোগেশের ঘর

যোগেশ ও জ্ঞানদার প্রবেশ

জ্ঞানদা। অসুখ করেছে, শোবে এস না, উঠে এলে কেন? চলে এস।

যোগেশ। দাঁড়াও, দাঁড়াও। অত ব্যস্ত হলে কি চলে? রমেশ ডাক্তার আনতে গেল। বারণ করলুম, শুনলে না। দশ-পনর টাকা বেরিয়ে যাবে এখন।

জ্ঞানদা। থাক। তুমি বড় না টাকা বড়? পথে ত বসনি। বাড়ী ক'খানা ত এখনও আছে।

যোগেশ। বাড়ী যেমন আছে, দেনাও তেমনি আছে।

জ্ঞানদা। ওসব ঠাকুরপো বুঝবে এখন। তুমি এখন সব ছেড়ে দিয়ে বিশ্রাম কর দেখি। ভেবে ভেবে কি শেষকালে পাগল হবে?

যোগেশ। বড়বৌ, কাছে এস; আমার যেন ভয় ভয় কচ্ছে, যেন কে আশেপাশে রয়েছে।

জ্ঞানদা। ও মা! সেকি গো?

যোগেশ। ঝিম ঝিম্ ঝুম ঝুম এসব কি এ! এখনও কি নেশা রয়েছে? মাথা টক্‌ছে, বুকটায় হাত দাও। বড়বৌ, কাল কিছু হাঙ্গাম করেছিলুম? কিছু মনে নাই।

জ্ঞানদা। না, কিছু কর নি, তুমি শোবে এস।

যোগেশ। না, চোখ বুজলে ভয় হয়, আমি বসে থাকি। শরীর ঝিমুচ্ছে! শরীর ঝিমুচ্ছে—

রমেশ (নেপথ্যে)। বৌদি সরে যাও, ডাক্তারবাবু যাচ্ছেন।

[জ্ঞানদার প্রস্থান

কাঙ্গালীকে লইয়া রমেশের প্রবেশ

যোগেশ। ও বাবা! এ কে ?

রমেশ। দাদা, আমি ডাক্তার এনেছি। মশাই, দেখুন দেখি, ঘামও হচ্ছে শীতও কচ্ছে।

কাঙ্গালী। কিছু মনে করবেন না রমেশবাবু, ইনি কি অ্যাল্‌কোহল ব্যবহার করে থাকেন ?

রমেশ। আজ্ঞে, তা একটু করে থাকেন।

কাঙ্গালী। তারই রি-অ্যাক্‌সান, আর কিছু না। ভয় নেই। আপনি যে রকম করে গিয়ে পড়লেন, আমি মনে করলুম, অ্যাপোপ্লেক্‌সি কি কি হয়েছে, একটু মাইলড ডোজে ব্রাণ্ডি খেতে দিন।

যোগেশ। না, মদ আর ছোঁব না।

কাঙ্গালী। হ্যাঁ, তা আপনাকে একবার পরিত্যাগ করতে হবে বৈকি ? রমেশবাবু, বাড়ীতে কুইনাইন থাকে তো পোর্টের সঙ্গে একটু একটু দিন। রি-অ্যাকসানটা বড় বেশী হয়েছে মশাই। একটু ভয় ভয় কচ্ছে কি ?

যোগেশ। আজ্ঞে, শরীরটে কেমন যেন ছমছমে হয়েছে।

কাঙ্গালী। হ্যাঁ, কোলাপ্স আনতে পারে। এক কাজ করুন, বারো আউন্স পোর্ট, তিন গ্রেন কুইনাইন, সোডা ওয়াটারের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু একটু দিন। বড্ড রি-অ্যাকসানটা হয়েছে। ভয় পাবেন না, সেরে যাবে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করুন, আর ব্রাণ্ডি স্পর্শও করবেন না!

রমেশ। তা ঔষধটা আপনার ঐখান থেকেই পাঠিয়ে দিন।

কাঙালী। আচ্ছা, আপনার একজন লোক যেন এখনি আসে।

রমেশ। আসুন।

[রমেশ ও কাঙালীর প্রস্থান

যোগেশ। একটু পোর্ট খেলে বোধ হয় উপকার হবে। গা-গতর যেন লাঠিয়ে ভেঙেছে! এক ডোজ খেয়ে শুয়ে পড়ব। মানুষটা বিজ্ঞ, ঠিক ধরেছে।

জ্ঞানদার প্রবেশ

জ্ঞানদা। হ্যাঁ গা, ডাক্তার কি বলে গেল?

যোগেশ। ওষুধটা পাঠিয়ে দেবে।

জ্ঞানদা। কোন ভয় নেই তো?

যোগেশ। না।

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

রমেশ। দাদা, ওষুধটা আমার কাছেই আছে, একটু কুইনাইন আর সোডা ওয়াটার দিয়ে খাও। দু'ডোজ হবে, তারপর পাঠিয়ে দিচ্ছে। (জনান্তিকে) বৌদি, মাকে এইবেলা ডেকে আন।

যোগেশ। কি বলছো?

রমেশ। বলছি, ভয় নেই।

[জ্ঞানদার প্রস্থান

যোগেশ। (পান করিয়া) হ্যাঁ হে, এ ব্রাণ্ডির গন্ধ যে?

রমেশ। এখানকার ঐ বেষ্ট পোর্ট। দেখছ না, একটু রঙেরও তফাৎ। এডভোকেট জেনারেলের জন্যে ফ্রান্স থেকে এসেছিল। আমি একটা নিয়ে এসেছিলুম। দু'একজন চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আর এইটুকু আছে।

যোগেশ। খেতে একটু নেশাও হল, কিন্তু ইমিডিয়েট রিলিফ বোধ হচ্ছে, টেষ্টও ব্রাণ্ডির মতন।

রমেশ। ব্রাণ্ডির ওরকম রঙ হয় কি?

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ ও ঔষধ দিয়া প্রস্থান

যোগেশ। কি রকম খেতে বলেছে?

রমেশ। মাঝে মাঝে একটু একটু খাও। এই যে দু'শিশি ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছে। দেখ, ঠিক এক রকম রঙ, এই এখন চলিত হয়েছে।

যোগেশ। ব্যাপারীদের কি হ'ল?

রমেশ। আজ সেকথা থাক, তোমার শরীর অসুস্থ।

যোগেশ। না, সে কথা না শুনলে আমার আরও অসুখ বাড়বে।

রমেশ। ব্যাপারীদের কথা তো—টাকা চায়। তোমার অসুখ, আমরা তো এখনও ঘরোয়া একটা পরামর্শ করি নি।

যোগেশ। আর পরামর্শ কি, বেচে কিনে তো দিতে হবে, একটা সময় নাও।

জ্ঞানদা ও উমাসুন্দরীর প্রবেশ

রমেশ। বৌদি, দাদা বলছেন সব বেচে কিনে ব্যাপারীদের দাও। মাস দুই বাদে বেচলে তিন গুণ দর হ'ত, চাই কি, খানদুই বাড়ী বেচেই সব দেনা শোধ হয়ে যেতো। তা ওঁর সম্পত্তি উনি বেচতে চাইলে আমি কি বলব বল।

জ্ঞানদা। হ্যাগা, দুদিন সবুর সয় না তোমার? সব তাড়াতাড়ি? সাত গুষ্টীকে পথে বসাবে কেন বল দেখি?

উমা। বাবা যোগেশ, আমারও ইচ্ছে, রয়ে-ব'সে বেচা। ছেলেটা

পুলেটা হয়েছে। ঐ হতভাগা ভাইটে, আমি বুড়ো মা—এ বয়সে কোথায় বাড়ী ভাড়া করে থাকব বল ?

যোগেশ। মা, তুমিও ঐ কথা ব'লছ ?

উমা। সাধে কি বলছি বাবা ? দু'দিন বাদে যদি দর হয়, ভদ্রাসনটি থাকে, তাই কর। ব্যাপারীদের টাকার সুদ ধ'রে দিলেই হবে।

রমেশ। তা বৈকি, আমি শতকরা বারো টাকা হিসাবে সুদ দেব।

যোগেশ। রমেশ, তোমারও কি ঐ মত ?

রমেশ। সাধে কি মত কচ্ছি দাদা ? কোথায় যাই বল দেখি। বুড়ো মাকে নিয়ে আজ কার দ্বারস্থ হবো ? যাদবের কি হবে ? ঐ সুরেশটার কি হবে ? এমন নয় যে আমরা কারুকে বঞ্চিত কচ্ছি, দু'দিন আগু আর পিছু।

যোগেশ। ব্যাপারীরা থামবে ?

রমেশ। কৌশল ক'রে থামাতে হবে।

যোগেশ। কৌশল কি ? সোজা কথায় বল। থামে আমার আপত্তি নেই, আমি কৌশল করতে চাই না।

রমেশ। তবে মা, আমি কি করব বল ? ব্যাপারীরা যদি টের পায়, দাদা বেচে দিতে বলছেন, তারা বলবে আজই বেচ। আর বেচতেই যে যাচ্ছেন, তাও কিছু একদিনে হয় না। কেউ কেউ বদমায়েসী ক'রে একটা বাগড়া দিয়ে বসতে পারে, তারপর তাকে বোঝাও সোঝাও, তার মন নরম কর, না হয় ডিক্রী করে কোর্ট থেকে আধাকড়িতে বেচে নেবে।

যোগেশ। কি কৌশল করতে চাও, বল ?

রমেশ। আমি পীতাম্বরের সঙ্গে পরামর্শ করেছি, সে ঠিক ঠাউরেছে। সে বলে, বেনামী করুন।

যোগেশ। কি, বেনামী? এ তো জুচ্চুরি!

রমেশ। দাদা, জুচ্চুরি না করলে কিসের জুচ্চুরি। এই যে বৌদির নামে বাড়ী করেছ, বৌদি কি টাকা দিয়েছিল, না তোমার রোজগার? এও তাহলে জুচ্চুরি। তুমি বলবে, আমি রোজগার করে দিয়েছি। ঐ সুরেশটা বদমায়েস, ও যদি বলে, জয়েণ্ট ফ্যামিলি, দাদা আমাদের ফাঁকি দেবার জন্য করেছেন। বল, এতদিন আমাদের খাওয়ালে পড়ালে, বল তুমি জুচ্চুরি করেছ।

যোগেশ। হুঁ! (মদ্যপান)

উমা। ও কি খাচ্ছ?

রমেশ। ও ওষুধ। তা দাদা, আমায় জেলে দিতে হয় দাও, সর্ব্বস্ব যাবে, আমি তা প্রাণ থাকতে দেখতে পারব না। যেদো ভিখিরী হবে, বৌদি রাঁধুনী হবে, মাকে আবার মামার বাড়ী রেখে আসব, তা আমার প্রাণ থাকতে হবে না। আমি বলছি, কাল রাত্রে তোমার কাছ থেকে মর্টগেজ লিখিয়ে নিয়েছি। রেজিষ্ট্রার ডাকিয়ে আনি—তুমি বল মিছে, আমায় বাঁধিয়ে দাও, আপদ চুকে যাক; দ্বীপান্তর যাই, এসব দেখতেও আসব না, বলতেও আসব না। দেখ দেখি মা, ত্রদিন সবুর সইছে না! উঁর মা বলছে, পুরনো চাকর পীতাম্বর সে বলছে, আধা কড়িতে সর্ব্বস্ব বেচবেন, আর দেনাদার হয়ে থাকবেন।

যোগেশ। রমেশ, রমেশ, শোন শোন—আমি সই করেছি?

রমেশ। তুমি করনি—আমি সই করিয়ে নিয়েছি, আমি তো বলছি।

যোগেশ। তবে জোচ্চোর হয়েছি ?

জ্ঞানদা। বসো, বসো। কেন ওরকম কচ্ছ।

উমা। বাবা যোগেশ, আমার এই কথাটি রাখ। আমি তোকে গর্ভে ধরেছি, তোর মাতৃঋণ শোধ হবে, এই কথাটি রাখ। রমেশ যা বলছে শোন, তোমার ভাল হবে। এই দেখ দেখি বাবা, তুমি টাকার শোকে মদ খেয়েছ ; যখন বাড়ী বেচে খাবে, তখন কি আর তোমায় তুমি থাকবে ? তুমি জান, আমি ঋণ কত ডরাই ! আমি তোমার ভালর জন্যেই বলছি, সুদে আসলে কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিও। আজ দিচ্ছ, না হয় কাল দেবে।

রমেশ। ঋণ শোধ যাচ্ছে কৈ মা ? তাহলেও তো বুঝতুম, মোট বয়ে সংসার চালাতুম।

যোগেশ। মর্টগেজ কি ব্যাপারীদের দেখিয়েছ ?

রমেশ। দেখিয়েছি, না দেখালে আজ একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে দিত।

যোগেশ। তবে তো কাজ অনেক এগিয়েই রয়েছে। ভাই, একটা কথা আছে, 'বিষম সমস্যা' তার মানে, আমি বুঝতুম না। আজ বুঝলুম, আমার ভীষণ সমস্যা ! মার অনুরোধ, স্ত্রীর অনুরোধ, হয় ভাই জোচ্চোর, নয় আমি জোচ্চোর, তা একজনের উপর দিয়েই সব হোক ! কুনাম রটতে দেরি হয় না। মাতাল নাম রটেছে, এতক্ষণ জোচ্চোর নামও বাজলো। মা, তুমি জান, ছেলেবেলা থেকে আমার ওপর দিয়ে অনেক সয়েছে ; আজও স'ক।

জ্ঞানদা। অমন কচ্ছ কেন ?

যোগেশ। বড় বৌ, খুব কোমর বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছ, জুচ্চুরি ক'রে বিষয় রাখ্‌বে। পার ভাল, আমি বাধা দেব না। আমার—

আমার সব ফুরিয়েছে। যখন সুনাম গেছে, আর কিসের টানাটানি? আর মমতাই বা কিসের? তারা তো রেজেষ্টারি কর্‌বার জন্য দাঁড়িয়ে আছে; চল, 'শুভস্য শীঘ্রম্'। আমি কাপড় ছেড়ে আসি, পথে শিখিয়ে দিও, কি বল্‌তে হবে। মা, তোমার না ওষুধ নিয়ে ছেলে হয়েছিল? বেশ ওষুধ নিয়েছিলে—একটি মাতাল, একটি জোচ্চোর, একটি চোর।

জ্ঞানদা। চুপ চুপ।

রমেশ। কি বলছ দাদা?

যোগেশ। ভয় নেই—আর আমি কথা ফেরাচ্ছিনি, রেজিষ্টারি করে দেব, ভয় নেই। বড় বৌ, আমি বলেছিলুম, দিনকতক নিশ্চিন্ত হব, তার দেরি ছিল, কিন্তু তোমরা আজ আমায় নিশ্চিন্ত ক'রলে।

জ্ঞানদা। এমন করছো কেন? তোমার যদি মত হয়, বেচেই দাও।

যোগেশ। আর গোড়া কেটে আগায় জল কেন? সুনাম খুইয়েছি! সুনাম খুইয়েছি! জীবনের সার রত্ন হারিয়েছি। পিতৃবিয়োগে দরিদ্র হয়েছিলুম, কিন্তু পরশমণি সুনাম ছিল; সেই পরশমণি যাতে ঠেকেছে, সোনা হয়েছে—সে রত্ন আর আমার নেই। চল রমেশ।

[প্রস্থান

উমা। না বাবা রমেশ, ও বেচে কিনেই দিক।

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো, ও যখন অমন ক'র্‌ছে—

রমেশ। মা, ছেলেটির মাথা না খেয়ে আর নিশ্চিন্ত হ'চ্ছ না। বেচে কিনে দিয়ে গলায় দড়ি দিক্, এই তোমার ইচ্ছে। যাও, তোমাদের কথা আমি শুনব না, যেলোকে আমি ভাসিয়ে দিতে পার্‌ব না। আমি পই পই ক'রে বারণ করেছিলুম, দাদা,—ও ব্যাঙ্কে টাকা রেখো না, শুন্‌লেন না। ওঁর কি এখন বুদ্ধি শুদ্ধি আছে যে ওঁর কথা শুন্‌তে

হবে? কত দুঃখে রোজগার হয়, তাত কেউ জান না, তাহ'লে বুঝ্‌তে, মানুষটার প্রাণে কি ঘা লেগেছে! ডাক্তার বলে গেল, 'রমেশবাবু সাবধান! যে ঘা লেগেছে, হঠাৎ একটা খারাপ হ'তে পারে।' সর্ব্বস্ব খোয়াবেন, আবার জেলে যাবেন, আবার ঋণকে ঋণ রইলো, এই কি তোমাদের ইচ্ছে? আঃ! আমার মরণ নেই!

উমা। বাবা, রাগ করিস্‌নি, রাগ করিস নি।

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো, দেখ, ও বড় অভিমানী।

রমেশ। আমিও তাই বলি, উঁচু মাথা হেট হবে, পাঁচজন হাস্‌বে, তাহ'লে কি বাঁচ্‌বে? কিচ্ছু ভেবো না। আমি যা করি, শুধু দেখে যাও।

[প্রস্থান

জ্ঞানদা। বোধহয় হিতে বিপরীত হল মা।

উমা। ডাক ডাক, যোগেশকে ডাক। কাজ নেই বেনামী করে।

জ্ঞানদা। ঠাকুরপোকে ফেরাও মা। নইলে সর্ব্বনাশ হবে।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কাঙ্গালীর বাড়ীর উঠান

সুরেশ ও শিবনাথ

সুরেশ। বিদ্যাধরি, বিদ্যাধার, দোর খোলো—

জগমণির প্রবেশ

জগ। কে ও—সুরেশ! আমি এই বিল সেধে টাকা নিয়ে এলুম। এই নাও, পাঁচ টাকার নোটখানা নাও।

শিব। কে বাবা, তোমার এ মহাজন, কে বাবা! (জগমণির প্রতি) লক্ষ্মী, আপনি অপ্সরী কি কিন্নরী? আ মরি মরি! চাপকানের কি [illegible]র হ'য়েছে। আবার এই যে তকমা দেখ্‌ছি। বিবি, পাগড়ীটে পর, কি বাহার দেখি। সুবেশ, এ হিজড়ে বেটীকে পেলি কোথা?

সুরেশ। চল্ চল্, মজা আছে, মদন দাদা এসেছে।

জগ। সে অনেকক্ষণ ব'সে আছে।

সুরেশ। শিবে, সে বেটিরা পেছিয়ে পড়লো নাকি?

শিব। পেছিয়ে পড়বে কেন? ঐ যে সিদ্ধেশ্বরীর বাচ্ছা দেখা দিয়েছে! কিন্তু বাবা, তুমি যে পেটেণ্ট বার ক'রেছ, বলিহারি যাই।

জগ। কি বল্‌ছ, পাঁঠা? আমি পাঁঠা রেঁধে রেখেছি।

সুরেশ। বিদ্যাধরি, আজ ব্যাপারটা কি? না চাইতে চাইতেই টাকা, তার উপর পাঁঠা রেঁধে রেখেছ,—আজ গলায় ছুরি দেবে, না বাঁধিয়ে দেবে?

জগ। চোপ শুয়ার! এ ইষ্টুপিট্ কে?

শিব। আমি শিবনাথ বাবা, সুরেশের বন্ধু।

জগ। বেশী বকবে না বলছি। কাণ মলে দেব।

শিব। এ কে বাবা? —'দিনেতে অশ্বিনী হ'ত, রেতে কামিনী!'

জগ। যা যা, ভেতরে যা, আমোদ করগে যা।

শিব। রূপসি, তুমি না এলে রাজযোটক হবে না।

জগ। আমি যাচ্ছি, তোরা যা, আমার একটু কাজ আছে।

শিব। এস কিন্তু রূপসি, মাথা খাও। তা নইলে এক তিল আমোদ হবে না।

সুরেশ। আরে আয় না, এর চেয়েও মজা হবে, আয়।

শিব। এর চেয়ে মজা! আমি আধ ঘণ্টায় ভঙ্গী ঠাওর করতে পারলুম না। যেন কামিখ্যের হিজড়ে ভ'গান। রূপসী, গাছচালা জানো?

সুরেশ। আয় না, আর এক চেহারা দেখবি, আয় না।

শিব। রূপসি, ভু'লে থেকো না, আমোদ হবে না। তোমার নাচ দেখতে হবে।

[জগমণি ব্যতীত সকলের প্রস্থান

জগ। মড়ারা সব মরেছে! কারুর দেখাটি নেই। ওদের ইয়ারের মন, এ কোটরে যদি না ট্যাঁকে, তাহ'লে তো ফস্কালো। কাজ করে, তার বাঁধন নেই।

জনৈক দরোয়ানের প্রবেশ

জগ। তোম্ কে হায়?

দরোয়ান। বাবু ঘরমে আছে?

জগ। কেন?

দরোয়ান। ভিতর যাব, একঠো কথা আছে।

জগ। কি কথা আছে, হাম লোককে বল।

দরোয়ান। আরে, এতো বড় ঝামিল! তোম্ নোকর হ্যায়, তোম্‌সে ক্যা বোলে?

জগ। নোকর হ্যায় তো কি হুয়া হ্যায়? কোন্ বাবুসে কথাবাত্রা হ্যায়?

দরোয়ান? জগ বাবুসে।

জগ। হাম লোক হ'চ্ছি জগবাবু।

দরোয়ান। আরে! এ আওরাৎ ক্যা চাপরাসী!

জগ। তুমি তো সন্ধান নিতে আয়া হ্যায়, সুরেশবাবু আয়া কি না?

দরোয়ান। আরে, এ তো ঠিক হুয়া। আওরাৎ তো বাবু বন্ গিয়া। বাঙ্গালা কা বহুৎ তামাসা। সেলাম বাবু, সেলাম!

জগ। বাত্ কা জবাব পার্‌তা নেই?

দরোয়ান। হাঁ হাঁ, ওহি বাত।

জগ। তুমি যাও, পোড়ারমুখো মিন্‌সেকে জল্‌দী করকে পাহারা-ওয়ালা নিয়ে আস্‌তে বল।

দরোয়ান। সেলাম বাবুসাব।

[দরোয়ানের প্রস্থান

মদন ঘোষ, সুরেশ, শিবনাথ ও ঘোম্‌টাওয়ালীর প্রবেশ

শিব। ছিঃ বিদ্যাধরি! এমন ফাঁকা জায়গা থাকৃতে অমন কোটরে জায়গা ক'রেছ?

জগ। এইখানেই ব'স। আমি একটু কাজ সেরে আসছি।

[প্রস্থান

সুরেশ। মদন দাদা, এই তো ক'নে এনে হাজির ক'রেছি, পছন্দ ক'রে নাও।

মদন। তা ভাই, তোমরা ক'রবে না তো ক'রবে কে? কি জান, বংশরক্ষা, বংশরক্ষা—

মদন। তবে দাদা, আজকে বে' হলে হয় না?

সুরেশ। তা হবে না কেন, পুরুত ডাকাই।

শিব। বিদ্যাধরী আসুক, যুগল দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা করবো।

মদন। ভায়া, এ যে ওড়না গায়ে দিয়ে এসেছে। এ ত বেশ্যা নয়?

সুরেশ। মহাভারত! এর চৌদ্দপুরুষ কুলীন। ঘটকের কাছে কুলুজী আছে।

মদন। তাই বল্‌ছি ভাই, তাই বল্‌ছি। কি জান দাদা, দত্ত-পুকুরের ছোঁড়ারা একটা বেশ্যার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। আমি দাঁতে কুটো ক'রে তবে জাতে উঠি।

সুরেশ। দাদা, ক'নের একবার গান শোন।

মদন। ক'নে গাইবে?

সুরেশ। গাইবে না? একি যেমন তেমন ক'নে? গাও ভাই, গাও।

ঘোমটাওয়ালী।

গীত

(ও আমার) ঘরে থাকা এই চোটে মুস্কিল।
ড্যাগ্‌রা নাগর বরণ দু-পোড়, বদনখানি বাদার বিল॥
মরি কি আঁকা-বাঁকা, চেপ্টা নাকে নয়ন ঢাকা,
আকর্ণ হাঁ, দু'মেড়ে কাঁকা,
গজে গেছে বাহার দাড়ি, উল্‌টো ঠোঁটে মজায় দিল॥

মদন। হ্যাঁ দাদা—

শিব। কি ব'লছো?

মদন। বলি, যাত্রাওয়ালার ছেলে নয় ত?

শিব। রামঃ!

মদন। তাই বল্‌ছি, তাই ব'লছি। কি জান, বোসেরা একটা যাত্রাওয়ালার ছোঁড়ার সঙ্গে বে' দিয়েছিল। সেই অবধি আশঙ্কা আছে—

জগমণির পুনঃ প্রবেশ

শিব। না, কাজ নেই, তোমার সন্দেহ হয়, এই ক'নে বে' কর।

খেমটা। সেই ভাল।

[প্রস্থান

মদন। এ কে? এ যে সেই চাপরাশী!

শিব। চাপরাশী কিসের?

মদন। তবে কে বহুরূপী?

শিব। বহুরূপী কেন? ক'নে দেখছো, আ মরি মরি! (মদনের প্রতি) গায়ে হাত দিয়ে কি দেখ্‌ছো?

মদন। কি জান ভাই, আশঙ্কা হয়। দেখছি, গোঁফ টোপ তো কামায় নি?

শিব। চল্, সুরে চল্, তোর দাদার পছন্দ হবে না।

সুরেশ। তাই তো দেখ্‌ছে, এমন বিদ্যাধরী ছেড়ে দিলুম—

মদন। পছন্দ হবে না কেন? তা তোমার পছন্দ হল না? যেমন হয় হ'লেই হ'ল, কি জান, বংশরক্ষা—বংশরক্ষা!

সুরেশ। এস বিদ্যাধরি, আমার দাদার বাঁয়ে এস।

জগ। (স্বগতঃ) আঁটকুড়ীর ব্যাটা ম'রেছে!

সুরেশ। কি বিদ্যাধরি, চুপ ক'রে আছ যে? বর পছন্দ হচ্ছে না নাকি?

জগ। (স্বগতঃ) আ মর্!

শিব। কি বাবা ডাকিনী, কি মন্তর আওড়াচ্ছ ?

সুরেশ। দাদা, ক'নের সঙ্গে কথা কও।

মদন। ভায়া, এই তো আমোদ-প্রমোদ হ'ল, এখন বাসরঘর হবে না ?

সুরেশ। সে কি দাদা ? আগে বে' হ'ক্।

মদন। হ্যাঁ-হ্যাঁ, পুরুত ডাক।

সুরেশ। ক'নে পছন্দ হ'য়েছে তো ?

মদন। তা হ'য়েছে। কি জান ? বংশরক্ষা, বংশরক্ষা।

কাঙ্গালীর প্রবেশ

কাঙ্গালী। জগা, সর্ব্বনাশ ক'রেছিস্! ঘরে চোর পুষে রেখেছিস্! পাহারাওয়ালা জমাদারে বাড়ী ঘেরোয়া ক'রে রেখেছে।

জগ। ও মা! সে কি গো ?

কাঙ্গালী। এই ছাখ, এই সাজ্জন আস্‌ছে।

ইন্সপেক্টর, জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণের প্রবেশ

ইন্সপেক্টর। সুরেশবাবু, এ মাকড়ী কার ?

সুরেশ। এ মাকড়ী আমার মেজ বৌ'দির।

ইন্সপেক্টর। আপনি কোথায় পেলেন ?

সুরেশ। আমি তার কাছ থেকে নিয়ে এসেছি।

ইন্সপেক্টর। ভুলিয়ে, না বাক্স ভেঙ্গে ?

জমাদার। (জগার প্রতি) আরে, তোম্ লোক খাড়া রহো।

ইন্সপেক্টর। কি, বাক্স ভেঙ্গে ?

জমাদার। আপ্ চালান দিজিয়ে, বহু র‍্যায়সা পাওয়া দে।

সুরেশ। কি! বৌকে সাক্ষী দিতে হবে?

জমাদার। নেই তো ক্যা, পুলিশমে সব কইকো চালান দেগা।

সুরেশ। তবে আমি বলছি, বৌ কিছু জানে না, আমি বাক্স ভেঙ্গে চুরি ক'রেছি।

জমাদার। কবুল দেতা?

ইন্সপেক্টর। সুরেশবাবু, সত্যি কথা বলুন। আপনার তাতে ভাল হবে। শুনুন, আপনি আপনার বৌদিকে জড়ান, বেঁচে যেতে পারেন।

সুরেশ। সেকি ইন্সপেক্টারবাবু? আমার প্রাণ যায় সেও কবুল, আমি আমাদের কুলবধুকে পুলিশে হাজির ক'রবো? আমি কবুল দিচ্ছি, আপনি লিখে নিন, দাদার বাক্স দাদার বাইরের ঘরে ছিল, আমি ভেঙ্গে চুরি ক'রেছি।

জমাদার। আরে বাবু, শুনিয়ে তো, মারা যাওগে কাহে?

সুরেশ। মারা যাই যাব, আমার এই কথা জমাদার সাহেব। আমি আমোদ ক'রে বেড়াই, কিন্তু কাপুরুষ নই। আমার যদি সাজা হয় তবু আমার এই কথা।

ইন্সপেক্টর। আপনি আপনাদের বৌকে বাঁচাবার চেষ্টা ক'চ্ছেন। কিন্তু আপনি ছেলেমানুষ, বুঝতে পারছেন না। আপনার বৌদি আর আপনার মেজদাদা ষড়যন্ত্র ক'রে আপনাকে ধরিয়ে দিচ্ছে। বলেন তো, রিপোর্ট লিখে নিই—আপনাদের বৌ আপনাকে বাঁধা দিতে দিয়েছিল।

সুরেশ। কি, মেজদাদা আমায় বাঁধিয়ে দেবেন? মিথ্যা কথা। আর যদিও দাদা আমার ভালর জন্যে কিছু করে থাকেন, বৌদি যে

সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! ইন্সপেক্টার সাহেব, তুমি সে স্বর্গীয় মূর্ত্তি দেখনি, তাই ও কথা বলছো।

কাঙ্গালী। অ্যাঁ, আমার চিঠি ছিঁড়ে কে পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে নিয়েছে? (শিবুকে ধরিয়া) দেখি, তোর হাতে কি দেখি? এই আমার নোট, এই আলপিন গাঁথা! ইন্সপেক্টর সাহেব, ধর এ চোর!

শিব। কি? আমি চোর?

সুরেশ। সে কি বিদ্যাধরি, চুপ ক'রে রইলে যে? তুমি যে ধার দিলে?

কাঙ্গালী। ধার দিলে বৈকি? আবার জবরদস্তি! এই দেখ জমাদার সাহেব, ভাইপোকে পাঠাব ব'লে গালা-টালা এঁটে সব ঠিক ক'রে রেখেছিলুম, ছিঁড়ে বার ক'রে নিয়েছে।

সুরেশ। শিবে, তুই ভাবিসনি, আমি মজেছি না মজতে আছি! দেখছি ষড়যন্ত্রই বটে। জমাদার সাহেব, আমার বন্ধুর কিছু দোষ নেই, যা দোষ সব আমার, আমি ওকে ডেকে এনেছি।

জমাদার। বাহার গিয', চিঠি লেকে গিয়া নেহি? রেজেষ্টারি নেই করকে ঘরমে রাখকে গিয়া কাহে?

কাঙ্গালী। আমার কম্পাউণ্ডারকে ব'লে গিয়েছিলুম, রেজেষ্টারি ক'রতে।

জমাদার। আচ্ছা নালিশ কিয়া, হামলোক চালান দেতা। খোদা-বক্স, লে চলো।

সুরেশ। ইন্সপেক্টার সাহেব, আমি সত্য বলছি, আমার বন্ধুর কোন অপরাধ নেই। এই মাগী আমায় ঐ নোট ধার দিয়েছিল, আমি বন্ধুর কাছে রেখেছি, এ চুরি নয়। যদি চুরির দাবী হয় সে দাবী আমার উপর দিন, ওকে ছেড়ে দিন। ও আসতে চায়নি; আমি ওর মা'র

কাছ থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছি। ইন্স্‌পেক্টার সাহেব, এ ভদ্রলোকের ছেলেকে খাম্‌কা অপমান ক'রবেন না। চোর ধরা আপনাদের কাজ, আপনি অনায়াসে বুঝতে পারছেন, আমি সত্য বলছি কি মিথ্যা বলছি। আপনাকে মিনতি ক'চ্ছি, একে ছেড়ে দিন, আমাকেই দুই চুরির দাবী দিয়ে চালান দিন।

ইন্সপেক্টার। কাঙ্গালীবাবু, মামলা সাজিয়াছেন বটে, টেঁকবে না।

কাঙ্গালী। (জনান্তিকে) ইনস্পেক্টারবাবু, ওর মা'র হাতে ঢের টাকা, কিছু আদায় ক'রে নিন না। একবার ওর বাড়ীর সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেই কিছু পাবেন। আর নালিশ করতে মানা ক'রেন, আমি চেপে যাচ্ছি।

ইন্সপেক্টার। চল, এন্ লোককে লে চল, আওর্‌ৎ লোককো ছোড় দেও।

মদন। বাবা আমি নই আমায় বে' দিতে এনেছিল।

সুরেশ। হায় হায়, আমি এত লোককে মজালুম, এই পাগলটাকেও মজালুম। কাঙ্গালী-খুড়ো, রাগ থাকে, আমার উপর দাবী দাও। শিবু, ভয় ক'রো না, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আমি সব সত্য কথা বলবো।

মদন। হায় হায়, বে' ক'ত্তে এসে মজলুম।

ইন্সপেক্টার। এ আবার কে? একে ছেড়ে দাও।

জমাদার। শিবুবাবু, ইন্সপেক্টার সাবকো কুচ্ বকশীয়কে ছুটি লেও।

শিব। যা বলেন, আমি মা'র থেকে নিয়ে দেব।

জমাদার। তোম্‌ভী আও, রিপোর্ট লিখ্‌নে হোগা।

[জগমণি ও কাঙ্গালী ব্যতীত সকলের প্রস্থান

জগা। তুই ভারি গাধা! সুরেশকে ফাঁসাবার কথা, ওকে নিয়ে টানাটানি ক'রলি কেন?

কাঙ্গালী। আরে জানিস নি, ও বড় পাজী। ওর মা'র হাতে ঢের টাকা আছে। সে দিন বল্লুম, হ্যাণ্ডনোট সই ক'রে দে। তা আমায় বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চ'লে গেল।

জগা। আ মুখ্যু! যখন ওর মা'র হাতে টাকা আছে ব'লছিস, ওকে, অমনি ক'রে চটাতে হয়? দেখ দেখি, আলাপ হ'য়েছিল, আমায় ও পছন্দ ক'রেছিল—আজও রাগ বরদাস্ত ক'ত্তে পারলি নি,—কাজ করবি? দূর! য', রমেশবাবুকে খবর দিগে য', আমি রাঁধিগে।

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

যোগেশের বাটীর দরদালান

যোগেশ ও পীতাম্বর

পীতাম্বর। বাবু সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, সুরেশবাবু চুরির দাবীতে গ্রেপ্তার হ'য়েছে। জামিন নিলে না, মেজবাবুকেও খুঁজে পাচ্ছি নি। কি হবে, কি করি? বাবু, বাবু—

যোগেশ। কি, কা'কে ডাকছো?

পীতাম্বর। আজ্ঞে,—

যোগেশ। আমায়?—আমায় কি ব'লতে এসেছ? যাও, মেজবাবুর কাছে যাও, মা'র কাছে যাও, বড় বৌ'র কাছে যাও। যারা বিষয় রক্ষা ক'চ্ছে, তাদের কাছে যাও—আমি রেজেষ্টারি অফিসে এককলমে বিষয়,

মান, মর্য্যাদা তোমাদের মেজবাবুকে দিয়ে এসেছি। বাকী প্রাণ, তা'র ওষুধ এই! (বোতল প্রদর্শন)

পীতাম্বর। আজ্ঞে, সুরেশবাবু ফৌজদারীতে প'ড়েছেন।

যোগেশ। আমি তা শুনেছি, এ আর বিচিত্র কি? জুচ্চুরি বাট্-পাড়ী, দাগাবাজী যে পুরে বিরাজমান, সেথায় ফৌজদারী হওয়া আশ্চর্য্য কি? আমায় আর কিছু শুনিও না, আমার কাছে কেউ এস না; আমি কিছু শুন্‌বো না ব'লে মদ খাচ্ছি। আমার মহাজন শুঁড়ী, কারবার মদখরিদ, লাভ জ্ঞান বিসর্জ্জন, এইতে যদ্দিন যায়। যখন ম'রবো, ইচ্ছে হয় টেনে ফেলে দিও। যাও ততদিন আর আমার কাছে এস না।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। ও বাবা, সুরেশকে নাকি পাহারাওয়ালায় ধ'রেছে।

যোগেশ। শুনেছি, আর দু'বার শোনাতে চাও, শোনাও। আমার উত্তর শুন্‌বে? আমি কি ক'রবো? যা সেদিন ছিল, যেদিন আমার এক কথায় লাখ টাকা আসতো; বোধ হয়, খুনী আসামীও আমি জামিন হ'লে ছেড়ে দিত। সে দিন ছিল, যে দিন জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর আমার অনুরোধ রক্ষা ক'রত। সে দিন ছিল, যখন আমি সত্যবাদী ছিলাম, যখন আমি বাঙ্গালীর আদর্শ ছিলাম, যখন সচ্চরিত্রের প্রতিমূর্ত্তি আমায় লোকে জানতো। আজ সে দিন নেই,—আজ মদ আমার প্রিয়সঙ্গী, জোচ্চোর আমার খেতাব!

উমা। ও বাবা, সুরেশের অদৃষ্টে যা আছে হবে, তুই মদ বন্ধ কর। আমি বুড়ো মা, আর আমায় দগ্ধাস্ নি।

যোগেশ। তুমি মা? তোমার ঋণ তো শোধ দিয়েছি, রেজেষ্টারি

ক'রে দিয়েছি। আর তোমার অনুরোধ কি? যা কারুর হয় না, তা আমার হ'য়েছে, মাতৃঋণ শোধ গিয়েছে।

উমা। আমার কপালে কি মরণ নেই! যম কি আমায় ভুলে র'য়েছে! যোগেশ, তুই একথা বললি? তোর যে আমি বড় পিত্তেস্ করি।

যোগেশ। মা, তুমি মাতালের পিত্তেস্ কর? এমন পিত্তেস্ রেখো না; যাও, তোমার মেজ-ছেলের কাছে যাও! যে বিষয় রক্ষা ক'চ্ছে, সে সবদিক রক্ষা ক'র্‌বে। মা, বড় প্রাণ কাঁদছে, তাই একটা কথা তোমায় বল্‌ছি। মনে ক'রে দেখ, যখন আমি কাজকর্ম্ম ক'রে সন্ধ্যার পর ফিরে আসতুম, আমার মন উৎসাহে পরিপূর্ণ হ'ত, মনে হ'ত আবার মাকে প্রণাম ক'রবো, আবার ভায়েদের মুখ দেখবো, আবার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ ক'র্‌বো, আবার ছেলের মুখচুম্বন ক'রবো। সমস্ত দিন কাজে ভুলে থাকতুম, আসবার সময় মনে হ'ত যে, আমার জুড়ি চল্‌তে পারছে না, আমি উড়ে বাড়ীতে যাই।

উমা। যোগেশ!

যোগেশ। গাড়ী থেকে নেবে দোরে ছেলেকে দেখতেম্, উপরে উঠে ভায়েদের দেখতেম, বাড়ীর ভেতরে তোমাদের দেখতেম। বাড়ী আসতেম্—স্বর্গে আসতেম্! আজ সেই বাড়ী আমার নরক। বাড়ী আমার না, জুচ্চুরি ক'রে এ বাড়ীতে র'য়েছি। মা আমায় চান না, বিষয় চান। পরিবার দেখেন না, বিষয় দেখেন। ভাই আমায় দেখেন না—বিষয় বাগিয়ে নেন। বাঃ, কি সুখের সংসার! তবে আমায় কা'কে দেখতে বল? আমার আর শক্তি কই? জোচ্চোর, জোচ্চোর, জোচ্চোর! মা, আমি জোচ্চোর! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ।

উমা। বাবা, আমায় তুমি কেন তিরস্কার ক'চ্ছ? আমি তোমার

বিষয় দেখিনি, আমি প্রাণরক্ষার জন্য অনুরোধ ক'রেছিলাম। তুমি টাকার শোকে মদ ধ'রলে, সকলে বললে, তুমি বাড়ী বেচ্‌লে প্রাণে মারা যাবে।

যোগেশ। প্রাণের জন্য, তুচ্ছ প্রাণ যেতই বা! মা, তুমি কাঞ্চন ফেলে কাচে গেরো দিয়েছ, মান খুইয়ে প্রাণের দরদ ক'রেছ! সমস্ত বেচে যদি আমার দেনা শোধ না হ'ত, যদি আমি জেলে যেতেম, যদি টাকার শোকে আমার মৃত্যু হ'ত, আমার মনে এই শান্তি থাকতো, এ জীবনে আমি কারুর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিনি। সে শান্তি আজ বিদায় দিয়েছি, আর ফির্‌বে না, বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রে তা'র দোর খুলে দিয়েছি।

পীতাম্বর। বাবু, আপনি প্রতিপালক, অন্নদাতা, আপনার সঙ্গে কথা কইতে ভয় হয়। আপনি বিবেচক, বিবেচনা ক'রে দেখুন, সপরিবারে ডোবাবেন না।

যোগেশ। সপরিবারে ডোবাব না ব'লেই রেজেষ্টারী ক'রে দিয়েছি। পরিবার রক্ষা হ'ক, অন্যায় ছেড়ে দাও। মান গিয়েছে—বুঝেছ পীতাম্বর, দুর্নাম র'টেছে!

পীতাম্বর। বাবু, একটু ঠাণ্ডা হন, সব ফির্‌বে, সব পাবেন।

যোগেশ। কি ফির্‌বে, কি পাব? স্বীকার করি, টাকা ফিরে পেতে পারি, কিন্তু কলঙ্ক কখনই ঘুচবে না; কারুর কখনও ঘোচেনি। রাজা যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যাবাদী বলে। এ দুঃখের সংসারে ভগবান একটি রত্ন দেন, সে রত্ন যা'র আছে সেই ধন্য! সুনাম! রাজার মুকুট অপেক্ষাও সুনাম শোভা পায়, দীন-দরিদ্র এ রত্নের প্রভাবে ধনী অপেক্ষাও উন্নত, বিজ্ঞের পরম বিজ্ঞতার পরিচয়, মূর্খ বিদ্বান অপেক্ষাও পূজ্য হয়! সে রত্ন আমার ছিল, আজ নাই।

[প্রস্থান

উমা। ওরে, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল।

পীতাম্বর। গিন্নি-মা, থানায় শুন্‌লেম, মেজবাবু ছোটবাবুকে ধরিয়ে দিয়েছেন।

উমা। অ্যাঁ! বল কি! রমেশ কোথায়? তা'কে ডাক।

পীতাম্বর। আমি তাঁ'কে খুঁজে পাচ্ছি নি।

উমা। দেখ—খুঁজে দেখ; শিগ্‌গির আমার কাছে নিয়ে এস! দীনবন্ধু! এ আবার কি শুনলুম।

[পীতাম্বরের প্রস্থান

প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। ও মা, ঠাকুরপোকে আন্‌তে পাঠিয়ে দাও মা—শীগগির আন্‌তে পাঠিয়ে দাও।

উমা। তুই ব'ছা, আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিসনি।

প্রফুল্ল। ও মা, তোমার পায়ে প'ড়ি মা, বট্‌ঠাকুরকে ব'লে ঠাকুর-পোকে আন, ঠাকুরপো খেয়ে যায়নি।

উমা। আন্‌তে পাঠিয়েছি, তুই চুপ কর্।

প্রফুল্ল মা, তুমি আমাকে ভাঁড়িও না, তোমরা পরামর্শ ক'রেছ, ঠাকুরপোকে শাস্তি দেবে। আমি ভুল্‌বো না আমি এইখানেই ব'সে রইলেম। আমি খাব না, কিছু না।

উমা। তুই আয়, এখানে একলা ব'সে কি করবি?

প্রফুল্ল। না, আমি যাব না, ঠাকুরপোকে না দেখে উঠবো না। আমার মাকড়ির জন্যে ঠাকুরপোকে ধ'রেছে, আমি সব গহনা খুলে বাক্সয় পুরেছি। যদি ঠাকুরপো না ফিরে আসে, বাক্সশুদ্ধ জলে ফেলে দেব, আর আমিও জলে ঝাঁপ দেব।

[উমাসুন্দরীর প্রস্থান

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। তুমি এখানে ব'সে যে ?

প্রফুল্ল। ওগো, ঠাকুরপোকে ধ'রেছে, তুমি শীগ্‌গির ঠাকুরপোকে নিয়ে এস।

রমেশ। আমি সেইখান থেকেই আসছি, কাল যদি কেউ সাহেব-টায়েব জিজ্ঞাসা ক'রতে আসে—

প্রফুল্ল। ওমা! সাহেব আসবে কি গো ? আমি সাহেবের সামনে বেরুব কেমন ক'রে ?

রমেশ। দোরের পাশ থেকে কথা কইতে হ'বে।

প্রফুল্ল। আমি বাপু তা পারবো না।

রমেশ। ন্যাকামো ক'রো না। তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে যে, সুরেশকে মাকড়ী তুমি দিয়েছিলে ? তুমি বল্‌বে—না, বাক্স ভেঙ্গে নিয়েছে।

প্রফুল্ল। না, তা'তো না, আমি মাদুলী আন্‌তে দিয়েছিলুম।

রমেশ। চেপে যাও না। বলবে, বাক্স ভেঙ্গে নিয়েছিল।

প্রফুল্ল। ও মা, কি ক'রে ব'ল্‌বো ?

রমেশ। কি ক'রে ব'লবে কি ? যেমন ক'রে কথা বলছ, তেমনি ক'রে বলবে। এই সোজা কথা বলতে আর পারবে না ?

প্রফুল্ল। না, আমি তা পারবো না।

রমেশ। তবে তোমাকে সাহেব ধ'রে নিয়ে যাবে।

প্রফুল্ল। আমি মিছে কথা বলতে পারবো না। দিদি বলেন, মিছে কথা কইলে নরকে যায়।

রমেশ। তবে সুরেশ জেলে যাক্।

প্রফুল্ল। না গো, তুমি নিয়ে এস।

রমেশ। আমার কথা শুনবে না। আমি তোমার স্বামী, মা তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন মনে নেই, যে স্বামী গুরুলোক, স্বামীর কথা শুনতে হয়।

প্রফুল্ল। আমি মাকে জিগ্যেস করি।

রমেশ। খবরদার। কেটে ফেলবো, দূর ক'রে দেব। শোন্, যা শিখিয়ে দিলুম বলিস্ তো বলাব, নইলে তোর মুখ দেখবো না।

[প্রফুল্লর প্রস্থান

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। ভ্যালা মোর ভাই রে! পরীক্ষায় তোমায় পাঁচ-পাঁচ বছর ফেল করিয়ে দিয়েছিল! কি অবিচার—কি অবিচার! এতদিন যে বাড়ীটে শ্মশান ক'রতে পারতে! কার মুখ চেয়ে দেরী ক'চ্ছ? সুরেশকে জেলে দাও, যেদোর গলায় পা দাও, আমার জন্য ভেব না—আমি মদ খেয়েই থাকবো।

রমেশ। কি মাতলামো ক'রছো?

যোগেশ। সাবাস্—সাবাস্, উকীল কি চিজ! দেরী ক'রো না উকীলবাবু, দেরী ক'রো না। শুভকর্ম্মে বিলম্ব না সয়। যেদোর গলায় পা দাও, বুড়ো মাকে, ভাজকে চুলের মুঠি ধ'রে পাথরে আছাড় মার। আহা, মা আমার রত্নগর্ভা, একটি মাতাল, একটি উকীল, একটি চোর!

রমেশ। মাতলামোর আর জায়গা পেলে না!

[প্রস্থান

যোগেশ। যেদো, ধর্—ধর্, তোর কাকাবাবুকে ধর্।

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জেলখানা

রমেশ ও সুরেশ

রমেশ। সুরেশ রে, ভাই আমার, তো'র এই হাল হ'য়েছে? আমার যে চোখ ফেটে জল আসছে ভাই। তোর গায়ে এ কিসের দাগ?

সুরেশ। মারের দাগ। ভাল ক'রে পাথর ভাঙ্গতে পারিনে বলে মেট প্রায়ই মারে। সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা মেজদা। আরও দশদিন বাকী। দশদিন বোধহয় আর কাটবে না, তা'র আগেই আমায় মরতে হ'বে।

রমেশ। আহা হা!

সুরেশ। তুমিও আহা বলছ? কা'র জন্যে আমার এ দুর্গতি? তোমার জন্যে নয়? কি করেছিলাম আমি তোমার? বাক্স ভেঙ্গে মাকড়ী চুরি করেছিলাম? মেজবৌদি তোমায় বলেনি যে, মাকড়ী সে আমায় দিয়েছে? বলেনি যে মাদুলী আমি সত্যিই তা'কে এনে দিয়েছি?

রমেশ। আগে ত ভয়ে বলেনি। এখন ব'লেছে। তাই ত আমি ছুটে এসেছি ভুল সংশোধন করতে। যা হ'য়ে গেছে, হ'য়ে গেছে। আমারও কেমন রাগ হ'য়ে গেল। ওই আমার দোষ। হঠাৎ দপ ক'রে জ্ব'লে উঠি, পরে আবার নিজেই কেঁদে মরি। কর্ম্মভোগ, কর্ম্মভোগ! এখন যা বলছি শোন, তুই যদি কথা শুনিস তো আমি কালই খালাস ক'রে নিয়ে যাই।

সুরেশ। আমায় যা বলবে, শুনবো। দেখো, আর আমি কখনো কিছু অন্যায় ক'রব না।

রমেশ। আচ্ছা, এইটেতে সই ক'রে দে দেখি, আপীল ক'রে তোকে ছাড়িয়ে নিতে হ'বে। কৌশুলির টাকা যোগাড় কত্তে হবে, সই কর্।

(সুরেশের সহিকরণ)

রমেশ। কাঙ্গালী, কোথায় গেলে? সাক্ষী হও।

সুরেশ। দাদা, তোমার সঙ্গে কাঙ্গালী কেন?

রমেশ। সাক্ষী হবে।

সুরেশ। কিসের সাক্ষ্য? রমেশ, যাতে কাঙ্গালী আছে, তাতে অবশ্যই জুচ্চরি আছে। আমায় জেল দিয়েছ, বোধ করি ট্রান্সপোর্ট দেবার চেষ্টা কর্‌ছো।

রমেশ। না-না, কাঙ্গালীকে না সাক্ষী হ'তে বলিস, নেই—নেই। দে, আর একজনকে সাক্ষী ক'রবো এখন।

সুরেশ। আগে তুমি বল, এ কিসের লেখাপড়া?

রমেশ। আর কিছু না, তোর বখরা বাঁধা রেখে টাকা তুলতে হ'বে। সেই টাকা কৌশুলিকে দিয়ে আপীল ক'রবো।

সুরেশ। আমার বখরা কি?

রমেশ। তুই জানিস নি, দাদা আমাদের দু'ভাইকে ফাঁকি দিয়ে বিষয় ক'রেছে। এ বিষয়ে তোরও বখরা আছে, আমারও বখরা আছে।

সুরেশ। দাদা ফাঁকি দিয়েছেন! তোমার মিথ্যা কথা। মেজদা, আমার ক্রমে চক্ষু খুলছে, তোমায় কাঙ্গালীর সঙ্গে দেখে, তোমায় আর এক চক্ষে দেখছি। তুমি আমায় জেলে দিয়ে মাকে কি ব'লে বোঝালে? দাদাকে কি ব'লে বোঝালে? মেজ-বৌকে কি ব'লে বোঝালে? বড় বৌকে কি ব'লে বোঝালে? না, তুমি আপনি ষড়যন্ত্র ক'রে আমায় জেলে দিয়েছ; তুমি আমার ভাই নও—শত্রু। বোধ হয় দাদা বেঁচে নাই,

কিম্বা তোমার ষড়যন্ত্রে কোন বিপদে প'ড়েছেন, তা নইলে আপীলের টাকার জন্য আমার বখরা বাঁধা দেবার কোন আবশ্যক হ'ত না। তুমি সত্য বল, তাঁ'দের কি হ'য়েছে ?

রমেশ। সুরেশ, তুই কি পাগল হ'য়েছিস ? দে—দে, কাগজখানা দে।

সুরেশ। ক্রমে আরও আমার চক্ষু খুলছে। তুমি আমায় জেল থেকে খালাস ক'ত্তে আসনি, আপনার কাজ ক'ত্তে এসেছ, আমার বখরা লিখে নিতে এসেছ। কিন্তু আমার তো বখরা নেই। যদি থাকে তার এক কড়াও তুমি পাবে না। আমি জেলে পচে মরি, দ্বীপান্তর যাই, ফাঁসী যাই, সেও স্বীকার—তবু যে কাঙ্গালীর বন্ধু, তা'কে আমি বখ্‌রা লিখে দেব না। এ কাগজও তুমি পাবে না।

রমেশ। সুরেশ ভাই, তুমি কি শোননি, যে আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে. ব্যাঙ্ক ফেল হ'য়ে গিয়েছে ? দাদার হাতে টাকা নাই, আমার হাতে টাকা নাই।

সুরেশ। চমৎকার বোঝাচ্ছ ! দাদার টাকা নাই, তোমার টাকা নাই—তোমরা কৃতী ! আর আমি, যে কখনও এক পয়সা রো'জগার করিনি, আমার সইয়ে টাকা পাবে ? মেজদা, তুমি আমার চেয়ে মিথ্যে-বাদী। আমার চেয়ে কেন, বোধ করি কাঙ্গালীর চেয়েও মিথ্যাবাদী। তুমি যে দাদার মার পেটের ভাই, এই আশ্চর্য্য।

কাঙ্গালীর প্রবেশ

কাঙ্গালী। বাবাজী, অবুঝ হ'য়ো না, অবুঝ হ'য়ো না, তোমার দাদা তোমার ভালর জন্যে এসেছে।

সুরেশ। বুঝেছি কাঙ্গালীচরণ, আমার ভালর জন্য পুলিশে নালিশ ক'রেছিলেন, আমার ভালর জন্য আমায় বাড়ী পুরে গ্রেপ্তার করিয়ে দিয়ে

ছিলেন, আমার ভালর জন্য মিথ্যা সাক্ষী দিতে গিয়েছিলেন, আমার ভালর জন্য জেলে দিয়েছেন, আমার ভালর জন্য বখরা লিখে নিতে এসেছেন। আর ভালয় কাজ নেই, আমি কাগজ ছিঁড়ে ফেল্লুম, তোমাদের পদার্পণে জেলও কলুষিত।

রমেশ। তবে জেলে প'চে মর্।

সুরেশ। দাদা, বড় নিরাশ হ'লে। জোচ্চোর, জোচ্চোরের বন্ধু! জেলে জুচ্চুরি ক'র্ত্তে এসেছ? তোমার জেল হয় না কেন, তা জান? আজও তোমার যোগ্য জেল তয়ের হয়নি।

[প্রস্থান

রমেশ। বটে! আচ্ছা। ওই পীতাম্বরটা আসছে বুঝি। ভাল ক'রে বোঝাও। আমি কাছেই আছি।

[প্রস্থান

পীতাম্বরের প্রবেশ

কাঙ্গালী। প্রাতঃপ্রণাম পীতাম্বরবাবু!

পীতাম্বর। আপনি এখানে যে?

কাঙ্গালী। সুরেশকে দেখতে আগমন করেছিলাম। আপনাকে দর্শন করে দণ্ডায়মান হ'লাম।

পীতাম্বর। আমার সৌভাগ্য।

কাঙ্গালী। আপনাকে আমি যেদিন অবধি প্রদর্শন করেছি, সেইদিন অবধি আপনার প্রতি মন আড়ষ্ট হয়েছে, আপনি অতি সজ্জন ও প্রশান্ত অজ্ঞ

পীতাম্বর। মশায়ের আমার নিকট প্রয়োজন?

কাঙ্গালী। আপনার বন্ধুত্ব যাজনা করি, আপনার সৌহৃদ্য জন্য আমি একান্ত সুললিত, আপনি ভদ্রলোক এবং বিশিষ্ট ধৃষ্ট।

পীতাম্বর। এবার কাজের কথা হোক।

কাঙ্গালী। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, রাজলক্ষ্মী আপনার ঘরে বিচল হ'ন।

পীতাম্বর। যে আজ্ঞে। তারপর?

কাঙ্গালী। আপনি তো বহুদিন—বহুদিন বিষয়কার্য্য করে মাথায় কেশ অসিত করলেন। এখন যাতে আপনি খোসমেজাজে নিরুদ্বেগে কিঞ্চিৎ অর্থ সংযম ক'রে প্রদেশে গিয়ে বসতে পারেন, আর নিরুদ্বেগে কাল কর্ত্তন হন, তার উপায় আপনাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'ত্তে এসেছি।

পীতাম্বর। কি উপায় উদ্‌ভ্রান্ত করলেন?

কাঙ্গালী। আপনি আপনার ভবনে পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রস্তুত?

পীতাম্বর। প্রস্তুত অপ্রস্তুত পরে বলছি। আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।

কাঙ্গালী। উত্তম—উত্তম, আমি অভিপ্রায় বিখ্যাত করছি। আপনাকে আমি পাঁচশত টাকা প্রাপ্ত করাতে পারি।

পীতাম্বর। প্রাপ্ত করান।

কাঙ্গালী। শাদা কাজ, কোন কষ্ট হবে না। আপনার প্রতি আড়ষ্ট হয়েছি, এই নিমিত্তই প্রস্তাব করা।

পীতাম্বর। পাঁচশো টাকা কে দেবে?

কাঙ্গালী। আমি আপনাকে দিব। আপনি আমার বন্ধু হলেন, আপনার সহিত প্রবঞ্চনা করবো না, আমার কথা সর্ব্বথাই অনটল পাবেন।

পীতাম্বর। কাজটা কি বলুন না।

কাঙ্গালী। আপনি আপনার প্রদেশে পর্য্যবেক্ষণ করুন আর কিছুই না। জায়গা-জমি কিনুন, ভোগ দখল করিতে রহুন।

পীতাম্বর। কথাটা তো এই, যোগেশবাবুকে ছেড়ে চ'লে যাই? তা

হচ্ছে না, আমি তাঁর পরিবারকে নিয়ে নালিশ রুজু করাচ্ছি। রমেশ-বাবুকে বলবেন—কিছু না পারি, তাঁর জুচ্চুরি আমি আদালতে প্রকাশ ক'রে দিচ্ছি।

কাঙ্গালী। এই কথাটি আপনি বিভীষিকার মতন বলেন।

পীতাম্বর। আবার বিভীষিকা কেন? ঘোরতর বিভীষিকা সামনে দেখছি।

কাঙ্গালী। এ কার্য্যে আপনার লাভ কি?

পীতাম্বর। লাভ এই, আমার অন্নদাতা প্রতিপালককে রক্ষা করবো দুর্জ্জনকে সাজা দেব।

কাঙ্গালী। ভাল, পাঁচশত টাকায় না রাজী হন, হাজার টাকা দেওয়া যাবে।

পীতাম্বর। আপনি অন্যত্র 'পর্য্যবেক্ষণ' করুন, এখানে মতলব খাটবে না।

কাঙ্গালী। মশ'য় মোচড় দিচ্চেন মিছে, আর বাড়বে না। যে টাকা মকর্দ্দমায় পড়তো, সেইটে না হয় আপনাকে দেওয়া যাবে। দুশো একশো বলেন, তাতে আটক খাবে না।

পীতাম্বর। কেন ব্যাজ ব্যাজ কচ্ছেন, চলে যান না।

কাঙ্গালী। আচ্ছা চল্লুম। দেখে নেন, উকীলের সঙ্গে লেগেছ, শেষটা বুঝবে।

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। কি বল ডাক্তার?

কাঙ্গালী। রমেশবাবু, লোকটা নাছোড়বান্দা।

রমেশ। পীতাম্বর, তুমি কি ক'রে বেড়াচ্ছ? শুনছি নাকি বড়

বৌকে দিয়ে আমার নামে নালিশ করাবে? তুমি যে মার চেয়ে দরদী দেখতে পাই! দাদা মদে-ভাঙ্গে উড়িয়ে দিক্, তারপর ছেলেটা পথে বসুক।

পীতাম্বর। ম'শায়, যার বিষয়, সে ওড়াবে, আপনি কেন ফিরিয়ে দিন না।

রমেশ। ফিরিয়ে নিতে চাও, নাও, ওয়ান থার্ড পাবে বৈ তো না। আমি রিসিভার অ্যাপয়েণ্ট ক'রেছি। যেদো সাবালক হ'লে রিসিভারের হাত থেকে বিষয় নিয়ে নেবে।

পীতাম্বর। মেজবাবু, ভাল চান তো সম্পত্তি ফিরিয়ে দিন, নইলে আপনার ব্যাভার আমি আদালতকে জানাব। আপনি অতি দুর্জ্জন, নইলে ভাইকে মেয়াদ খাটান?

রমেশ। শোন, কাঙ্গালী শোন, আমি দুর্জ্জন, ভাইকে মেয়াদ খাটিয়েছি।

পীতাম্বর। রমেশ বাবু, আপনি লোকালয়ে মুখ দেখান কেমন ক'রে, আমি তাই ভাবি। এক ভাইকে জেলে দিলেন, বড় ভাই যে বাপের মতন প্রতিপালন ক'রে এল, তাকে দরোয়ান দিয়ে বাড়ী ঢুকতে দিলেন না।

রমেশ। তোমার এমনি আক্কেলই বটে। বাড়ীর ভেতর মাতলামো ক'রবেন, আর আমি কিছু বলবো না? আর বাড়ীতে ওঁর অধিকার কি? উনি তো বন্ধক ক'রে দিয়েছেন, আমি আমার মক্কেলের পক্ষে দখল নিয়েছি।

পীতাম্বর। টাকা দিলেন না, অমনি বন্ধক হ'য়ে গেল?

রমেশ। টাকা দিইনি—তুমি অমন কথা বল? তোমার নামে ডিফামেশন স্যুট হ'তে পারে। রেজেষ্টারি অফিসে মর্টগেজের কপি

দেখে এস, বরাবর হ্যাণ্ডনোট কেটে এসেছেন, তাই হ্যাণ্ডনোটের টাকা জড়িয়ে মর্টগেজ দিয়েছেন।

পীতাম্বর। আপনার সঙ্গে আমার তর্কের দরকার নেই, আপনি যা জানেন করুন, আমি যা জানি ক'রবো।

রমেশ। পীতাম্বর, শোন, আমি তোমায় পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি।

পীতাম্বর। লাথি মারি আপনার টাকায়। নরাধম্ কোথাকার!

[পীতাম্বরের প্রস্থান

কাঙালী। আপনি এর এত খোসামোদ করছেন কেন? শুনছি তো আপনাদের বড়বৌ আপনার মাকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে গেছেন। এখন তো আপনার দখলে সব, দখল ক'রে ব'সে থাকুন, তারপর যা হয় হবে। ভড়'টে-বাড়ীর খাজনা কষে আদায় করুন, দখলে তো থাক। আপনার দাদার দফা নিশ্চিন্ত করুন তিনি দিনরাত মদ খাচ্চেন; এক নাবালক, আর বৌ। এক পীতাম্বরকে যে পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাচ্ছেন, সেই টাকা খরচ ক'রে ওর জ্ঞাতকে দিয়ে ওর দেশে এক মামলা রুজু ক'রে দিন। আমি খবর নিয়েছি, ওর মাসতুতো ভায়েদের সঙ্গে ভারি বিবাদ।

রমেশ। বটে! আচ্ছা, চল, দেখা যাক কি করা যায়।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

জ্ঞানদার বাসাবাড়ী

প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। দিদি, ও দিদি—

জ্ঞানদার প্রবেশ

জ্ঞানদা। কে রে? ও মা, তুই?

প্রফুল্ল। এ তোমার কি বেশ দিদি?

জ্ঞানদা। সে কথা থাক, মেজবৌ, কি ক'রে এলি? পালিয়ে আসিস্ নি তো?

প্রফুল্ল। না দিদি, তোমার শ্বশুর আমায় পাঠিয়েছে। ব'লেছে ঠাকুরপোকে ছাড়িয়ে আন্‌বে। একবার মা গেলেই নাকি ছেড়ে দেয়।

জ্ঞানদা। মা যাবে জেলের ভেতর?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপো একখানা কাগজ সই করলেই হয়। ওর উপর নাকি রেগে আছে, যদি ওর কথায় না সই করে, মা সই ক'র্ত্তে ব'ল্লেই সই ক'রবে। তা হ'লেই ঠাকুরপো আসবে। দিদি গো, তোমরা চ'লে এলে, আমার ঠাকুরপোর জন্যে মন কেমন ক'রছে গো! ছাই খেয়ে যেন আমি মাকড়ী দিয়েছিলেম গো, মাদুলীতেও ত কিছু হল না। কেন আমার এ দুর্ব্বুদ্ধি হ'লো?

জ্ঞানদা। কাঁদিস্ নি, কাঁদিস্ নি, চুপ কর, মা শুনতে পেলে অনর্থ হবে।

প্রফুল্ল। মাকে ব'ল্‌বো না?

জ্ঞানদা। না না, খবরদার বলিস্‌নি। মা জানে না যে ঠাকুরপো জেলে গেছে।

প্রফুল্ল। কিন্তু মাকে না বললে ঠাকুরপো কেমন ক'রে আসবে?

জ্ঞানদা। উপায় নেই। মা একথা শুনলেই ম'রে যাবে।

প্রফুল্ল। মা ম'রে যাবে! ভাগ্যিস দিদি তোমায় ব'লছিলুম। তোমার স্বামী আমায় চুপি চুপি মাকে ব'লতে ব'লেছিল, তোমায় বলতে বারণ ক'রেছিল। সত্যি দিদি আমায় ব'লেছে, ঠাকুরপোকে ছেড়ে দেবে। আমায় ভুলিয়ে রাখতো, আজ আনবো কাল আনবো। আমি কাল পরশু দু'দিন ঘরে দোর দিয়ে উপোস ক'রে রইলুম। আমায় ব'ল্লে ঠাকুরপোকে এনে দেবে, তবে আমি খেয়েছি—এখনও কিছু খাইনি, ঠাকুরপো না এলে আমি না খেয়ে মরবো। দিদি, মাকে তেল মাখাতে পাইনি, তোমায় দেখতে পাইনি, যেদোকে দেখতে পাইনি, এ আর আমি সইতে পাচ্ছি নে।

জ্ঞানদা। একি মানুষ না পশু? ছি-ছি, আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও প্রতারণা!

প্রফুল্ল। ও দিদি, তুমি ওর নিন্দে ক'রো না। মা যে বলেন, ওর নিন্দে শুন্‌তে নেই। হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপোর কি হবে?

জ্ঞানদা। তুই খাবি আয়, আমি ঠাকুরপোকে আন্‌তে পাঠিয়েছি।

প্রফুল্ল। সত্যি? তবে আর কি? ঠাকুরপো এলে তোমরা সকলে ও-বাড়ী যাবে ত? ও আমায় বাপের বাড়ী না পাঠিয়ে দিলে আমি তোমাদের আসতে দিতুম না, যেদোকে কোলে নিয়ে মায়ের দু'টো পা জড়িয়ে ব'সে থাক্‌তুম। কবে যাবে দিদি?

জ্ঞানদা। আর যাব কেমন ক'রে ভাই? আমাদের তাড়িয়ে দিলে, আর কোথায় যাব?

প্রফুল্ল। তোমাদের তাড়িয়ে দিলে ? তবে যে ব'ল্লে, তোমরা চলে এলে—ও কি সব মিছেকথা কয় ? তবে আমি ওর কথা শুন্‌বো কেমন ক'রে ? দিদি, আমি খাব না, কিছু করবো না, আমি ম'র্‌বো।

জ্ঞানদা। না, তুই খাবি আয়। আমরা আবার সে বাড়ীতে যাব।

প্রফুল্ল। তাড়িয়ে দিয়েছে, তবে যাবে কেমন ক'রে ?

জ্ঞানদা। তামাসা ক'চ্ছিলেম।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই বল। দিদি আমি এখন খাব না, আমি মাকে তেল মাখিয়ে দিয়ে যেদোকে খাইয়ে দেব, তারপর খাব।

জ্ঞানদা। মা'র এখন ঢের দেরি, তুই আয়।

প্রফুল্ল। না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, মাকে তেল না মাখিয়ে আমি যেতে পারব না।

যাদবের প্রবেশ

যাদব। কে এসেছে মা ?

প্রফুল্ল। এই যে আমার সোনা, আমার মাণিক। আমি এসেছি যাদু। তুমি কেন চলে এলে বাপ ? তুমি বাড়ীতে নেই, সোনার গোকুল অন্ধকার। এ কাপড় কেন পরেছ বাবা ? খেলতে গিয়েছিলে বুঝি ? জামা বদলে এস, আমি এ দেখতে পাচ্ছি না।

যাদব। কাকীমা—

প্রফুল্ল। কাঁদছ কেন মাণিক ? এই যা, বটঠাকুর আসছেন, আমি যাই। [প্রস্থান

যোগেশের প্রবেশ

যাদব। বাবা, ছোট কাকাবাবু কখন আসবে বল না ?

যোগেশ। তুই স্কুলে যাস নি ?

যাদব। না বাবা, আমি পড়া ভুলে যাই, মাষ্টারম'শাই মারেন। ছোট কাকাবাবু না এলে আমার পড়া মুখস্থ হবে না। বল না বাবা, কখন আস্‌বে ?

যোগেশ। রাত্রে আস্‌বে।

যাদব। বাবা, আমি ঘুমিয়ে পড়ি যদি, তুলে দিও। ও বাবা, কাঁদছ কেন বাবা ?

যোগেশ। না-না, তুই যা। ওই দেখ, তোর কাকীমা তোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন।

যাদব। যাই কাকীমা।

[প্রস্থান

যোগেশ। মেজ বৌমা কেন এসেছেন ?

জ্ঞানদা। তোমার গুণধর ভাই মাকে খবর দিতে পাঠিয়েছেন।

যোগেশ। কারণ ?

জ্ঞানদা। মতলব ক'রেছেন, মাকে জেলে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরপোকে দিয়ে কি সই করিয়ে নেবেন।

যোগেশ। এই কথা বলতে এসেছেন বৌমা ? বাঃ বাঃ, ওঁকেও বেশ শিখিয়ে পড়িয়ে তৈয়ের করেছে দেখছি।

জ্ঞানদা। রাম রাম, এমন কথা মুখেও এনো না। চাঁদে কলঙ্ক আছে, তবু মেজ বৌয়ের কলঙ্ক নেই। ঠাকুরপোর জন্যে ও তিনদিন খায় নি। ছেলেমানুষ,—বুঝিয়েছে ঠাকুরপো আসবে—আহ্লাদে আটখানা হয়ে বল্‌তে এসেছে।

যোগেশ। তুমি জান না, জান না, ছেলেকে বিষ খাওয়াতে এসেছে।

জ্ঞানদা। ছি-ছি ! অমন কথা বলতে নেই। আবার সকালে সুরু ক'রেছ নাকি ?

যোগেশ। উঃ! সব ভুলতে পারছি, সুরেশটাকে ভুলতে পারছি নি।

জ্ঞানদা। তা সুরেশের একটা উপায় কর।

যোগেশ। কি উপায় ক'র্‌বো? আমা হতে কোন উপায় হবে না। পীতাম্বর আছে, যা জানে করুক, উকীলবাবু যা ভাল বোঝেন করতে বল। তুমি আছ, মা আছে, আমার চেয়ে তোমরা ত অনেক বেশী বোঝ! আমার সুনাম গেছে, মহার্ঘ মণি অথৈ জলে হারিয়ে গেছে। আজ আমার কথা প্রলাপ, আমার উপদেশ মূল্যহীন। অথচ একদিন ছিল, যখন—যাক যাক, কি হবে অতীতের জাবর কেটে? সুরেশ জেলে গেছে, যাদবও একদিন যাবে। থাকবে শুধু একজন অচল অটল, মৃত্যুর মত নিশ্মম। সে ওই উকীল রমেশচন্দ্র ঘোষ।

জ্ঞানদা। সত্যি তোমার কোন দোষ নেই। সব আমাদেরই দোষ। আমরাই তোমাকে ওই সর্ব্বনেশে দলিল রেজেষ্ট্রি করিয়ে দিতে বলেছিলাম।

যোগেশ। আজ সব সম্পত্তির মালিক রমেশ ঘোষ। আমি কেউ নই, তুমি কেউ নও, মার কোন অধিকার নেই। জান বড়বৌ, জান? যে বাড়ী আমার, তারই দেউড়ীতে দাঁড়িয়ে আমি রমেশকে ডেকে ডেকে সারা হয়ে গেলাম। দারোয়ান আমায় ঢুকতে দিলে না।

জ্ঞানদা। ঢুকতে দিলে না—তোমাকে?

যোগেশ। আমি যে মাতাল! বাবু দো'তলা থেকে মুখ বাড়িয়ে দারোয়ানকে বললে, মাতালটাকে রাস্তায় বের করে দে।

জ্ঞানদা। হা ঈশ্বর, এও আমায় শুনতে হ'ল?

যোগেশ। কাঁদ, ভাল করে কাঁদ। এই ত আরম্ভ, এখনও অনেক বাকী। সব ভুলতে পারি, পারি না ওই সুরেশটাকে ভুলতে। ঘোষ

বংশের ছেলে পাথর ভাঙছে, এ দুঃখের আগুন মনে চাপা পড়ে না। কি করব? উপায় নেই।

[প্রস্থান

জ্ঞানদা। যাঁর বাড়ী, তাকেই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে? এই ভাইদের মানুষ করতে চেখে ওঁর ঘুম ছিল না আর আমি? নিজের হাতে কাপড় কেচেছি, বাসন মেজেছি, ইস্কুলে কলেজের ভাত দিতে একটুকু দেরী করিনি। না না, আমি নিঃশ্বাস ফেলব না, ওদের অকল্যাণ হবে। মা-কালি, ঠাকুরপোকে ক্ষমা কর মা! সে জানে না কত বড় অপরাধ সে করেছে।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

গরাণহাটার মোড়—শুঁড়ির দোকানের সম্মুখ

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। এই ত শুঁড়ির দোকান। আঃ, পথে বেরুলেই কি এই মহাপাপগুলো চোখে পড়বে? যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। দূর দূর, এখানে আবার মানুষ ঢোকে?

পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতাম্বর। বড়বাবু, আবার আপনি এখানে এসেছেন?

যোগেশ। তাতে হয়েছে কি?

পীতাম্বর। বাবু, এসে যত মদ খেতে পারেন খাবেন, শুদ্ধ একবার যাবেন আর একটা এফিডেবিট ক'রে আসবেন, চলুন। আমি বলছি, আসবার সময় চার কেশ মদ নিয়ে আস্‌বেন।

যোগেশ। ব্যাঙ্কে আবার কি ক'ত্তে যাব ?

পীতাম্বর। চেক্ বইখানা ছিঁড়ে ফেলেছেন কি না; একখানা চেক্ বই নিয়ে আসবেন। আমাদের দেবে না, আর রমেশবাবুর নামে যে টাকা জমা দেবার অ্যাডভাইস ক'রেছিলেন, সেইটে ক্যান্‌সেল ক'রে আসবেন। আর হাজার দুচ্চার টাকার একখানা চেক্ কেটে দেবেন, দেখি, যদি জেলে কিছু সুবিধা ক'ত্তে পারি।

যোগেশ। কিছু সুবিধা ক'ত্তে পারবে ? ঐটে হ'লে আমি আর কিছু চাইনি, সুরেশটাকে ভুল্‌তে পারছি নি। ও ছেলেবেলা থেকে আমাকে ছাড়া কাউকে আর জানে না। কত মেরেছি ধরেছি, কখনও একবার মুখ তুলে চায়নি। কি দুর্ব্বুদ্ধিই ওর ঘটলো! কাকেই বা দুষছি, আমারই বা কি ? গাড়ী আন, ওখানে ব্যাপারীরা র'য়েছে, আমি যাব না।

পীতাম্বর। আপনি এইখানে দাঁড়ান, আমি গাড়ী ক'রে নিয়ে আসছি।

শিবনাথের প্রবেশ

শিব। পীতাম্বরবাবু, শুনেছি নাকি জেলে ঘুস্ দিলে খাটা বন্ধ হয় ?

পীতাম্বর। আপনি কে ?

শিব। আমি সেই শিবনাথ, যাকে সুরেশ বাঁচিয়েছিল। আমি হাজার টাকা নিয়ে দু'দিন জেলের দোরে ফিরেছি। কাকে দিতে হয় জানিনি। আপনি যদি এই টাকা নিয়ে ঘুস্ দিতে পারেন।

যোগেশ। তুমি শিবনাথ? সুরেশের বন্ধু? ঘুসের টাকা নিয়ে এসেছ বন্ধুর খাটুনি বন্ধ করার জন্যে? তোমার বুঝি উকীল ভাই নেই? যে সংসারে ভাই ভাইয়ের মাংস চিবিয়ে খায়, সে সংসারে বন্ধু এসেছে বন্ধুর উপকারের প্রতিদান দিতে! ছেলেটা কি পাগল না কি পীতাম্বর?

শিব। আপনি জানেন না, সুরেশের সঙ্গে আমারও জেল হয়ে যেত। সুরেশ সব দোষ নিজের কাঁধে তুলে দিলে। কিন্তু আমি ত নির্দ্দোষ ছিলাম না। আমারও জেল হওয়া উচিত ছিল। এ অন্তর্দ্দাহ আমি আর সইতে পাচ্ছি না। টাকা নিন পীতাম্বরবাবু।

পীতাম্বর। তুমি দীর্ঘজীবী হও বাবা। টাকা তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। দেখি, আমরা কি করতে পারি।

শিব। দোহাই আপনার। এ টাকা না নিলে আমার ঘুম হবে না। সে জেলে পাথর ভাঙ্গছে, আর আমার ঘরে বসে মৃত্যুযন্ত্রণা হচ্ছে। আমার মা সব শুনে নিজে এ টাকা বের ক'রে দিয়েছেন। নিন পীতাম্বরবাবু।

যোগেশ। সংসারটা বোধহয় এখনও বাসের অযোগ্য হয়নি পীতাম্বর। কি কর তুমি শিবনাথ? পড়ছ? দেখ, আর যাই কর, উকীল হ'য়ো না।

পীতাম্বর। টাকা লাগবে না বাপু, আজ বুঝি গাড়ীর দুর্ভিক্ষ হয়েছে। এস ত, একখানা গাড়ী পাওয়া যায় কিনা দেখি।

[শিবনাথকে লইয়া প্রস্থান

যোগেশ। সর্ব্বনাশ! ব্যাপারীরা এই দিকেই আসছে।

ব্যাপারীদ্বয়ের প্রবেশ

১ম ব্যাপারী। এই যে যোগেশবাবু। লুকুবেন না—লুকুবেন না,

আমরা দেখেছি। খুব কৌশলটা শিখেছেন বটে! এমন জুচ্চুরিটে ক'র্ত্তে হয়? ঘর থেকে মাল দিয়ে আমরা চোর? আপনি রইলেন বাড়ীতে দোর দিয়ে, ভাইকে আমাদের ঠেকিয়ে দিলেন।

যোগেশ। কথা শোন ব্যাপারী। আমি—

২য়। থা—থামেন ম'শায়। কি কথা শুনুম আপনার? আপনি ধা—ধা ধাপ্পাবাজ!

১ম। আপনি জোচ্চোর।

২য়। আমাগো বা-কাঁচক্যালা দেখাবার জন্যে ভা-ভাইয়ের নামে সব রেখে ফ্রিরি কইর‍্যা দিছেন।

যোগেশ। না-না, তোমরা বিশ্বাস কর—

১ম। আরও বিশ্বাস করব?

২য়। বি-বিশ্বাস করুম তোমারে? তুমি তস্কর, তুমি ভ-ভ—

১ম। ভয়ঙ্কর শয়তান।

২য়। আরে দেহ। বলছ ভ-ভণ্ড! আমাগো কোন্ ছা-ছাতা করবা তুমি? আমাগো হকের ধন মা-মারা যাইব না। তুমি হালাই কু-কুষ্ঠরোগ হইয়া গ-গইল্যা পইচ্যা মরবা।

১ম। যেমন দাদা, তেমনি ভাই। আমার দশ হাজার টাকা পাওনা, পাঁচশো টাকা দিয়ে রমেশবাবু কিনে নিতে চায়। ওই যে শুনেছে ব্যাঙ্ক খুলবে। এই তালে দাঁও মারবার মৎলব। জোচ্চোরের ভাই জোচ্চোর।

২য়। হা-হালার ভাই হালা। [উভয়ের প্রস্থান

যোগেশ। এও অদৃষ্টে ছিল! রাস্তায় গালাগালগুলো দিয়ে গেল! ওদেরই বা দোষ কি? জুচ্চুরি ক'রেছি। দূর হ'ক, আর মুখ দেখাবো না, চলে যাই।

গণিকার প্রবেশ

গীত

মা তোমার এ কোন দেশী বিচার ?
আমি কেঁদে বেড়াই পথে পথে, দেখা দাও না একটিবার ॥
মদ খেয়ে বেড়াস ধেয়ে, কে জানে কেমন মেয়ে,
কোলের ছেলে দেখলি না চেয়ে,
আমিও মাতবো মদে, মা ব'লে ডাকবো না আর ॥

গণিকা। কি ইয়ার, আড় নয়নে চাচ্ছ যে ? এক গ্লাস মদ খাওয়াবে ?

যোগেশ। যা যা, সরে যা, দেক্ করিস্ নি।

গণিকা। স'রে যাব ? কেন বল দেখি ? জোর ? জোর না কি ? বটে ! ঢের দেখেছি। জুচ্চুরির আর জায়গা পাওনি ? আঃ খেলে যা।

[প্রস্থান

যোগেশ। ধিক্ আমায় ! এ ছোটলোক মাগীও সব জেনেছে, এও আমায় জোচ্চোর ব'লে গেল। আর কারুর মুখ চাইব না, যার যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে। কে কার জন্য মরে, কে কার জন্য বাঁচে ? যে মরে মরুক, আমার আর পেছু ফেরবার দরকার নাই। যে পথে চ'লেছি সেই পথেই যাব। এই যে কাছেই শুঁড়ীর দোকান। কিসের লজ্জা ? টাকা তো সঙ্গে নেই—বাঃ, এই যে ঘড়ি ঘড়ির চেন্ রয়েছে ! ও দোকানি, শুনছ ?

শুঁড়ীর প্রবেশ

শুঁড়ী। কি বলছেন বাবু ?

যোগেশ। এই ঘড়িটা রেখে এক বোতল ব্রাণ্ডী ছাড় ত বাপু। বিকেলে এসে ছাড়িয়ে নিয়ে যাব।

শুঁড়ী। হবে না মশায়, যান। আমরা জিনিষ বাঁধা রেখে মাল দিইনে।

যোগেশ। দাও না এক বোতল। বলছি ত বিকেলে নিয়ে যাব।

শুঁড়ী। না মশায়। কি ফ্যাসাদে পড়ব, তার ঠিক নেই।

যোগেশ। কোন ফ্যাসাদ হবে না। শুধু ঘড়িতে না হয় এই চেইনটাও নাও।

শুঁড়ী। দে রে ও ক্যাবলা, এক বোতল ব্রাণ্ডী দিয়ে যা। মশায়, নগদ খাবার বেলা অন্য দোকানে যান, আর ঝুঁকির বেলা আমার এখানে? ভদ্রলোক অত ক'রে বলচেন, ফেরাব না। এখানেই খেয়ে নিন, কাউকে বলবেন না যেন।

[প্রস্থান

মদ লইয়া ক্যাবলার প্রবেশ

ক্যাবলা এই লাও, ধর।

যোগেশ। তুমি একটু খাবে না কি?

ক্যাবলা। আমি এ ছাইপাঁশ খাই না। এসব যে বেচে, সেও শালা, যে খায়, সেও শালা।

[প্রস্থান

যোগেশ। ঠিক।

মাতালগণের প্রবেশ ও মদ খাইতে খাইতে গীত

রাণী মুদিনীর গলি, সরাপের দোকান খালি,
যত চাও তত পাবে পয়সা নেবে না।
ঠোঙা ক'রে শাল পাতাতে, চাট দেবে হাতে,
তেলমাখা মটরভাজা মোলাম বেদানা।

দে ইয়ার গলায় ঢেলে
চুমুকে স্বর্গ মেলে
পরীরা তুলে নেবে, ফেলে দেবে না।
কে কাঁদে চাসনে পিছে,
মায়াময় জগৎ মিছে,
যা খুসী বলুক লোকে কোস্কা পড়বে না।

[মাতালগণের প্রস্থান

পীতাম্বরের পুনঃ প্রবেশ

পীতাম্বর। কি সর্ব্বনাশ। এও দেখতে হ'ল। হাড়ী-বাগদীদের সঙ্গে বাবু নাচ্চেন? বাবু, বাবু, কি ক'চ্ছেন? আসুন।

যোগেশ। পীতাম্বর, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না, আমোদ হবে না—

পীতাম্বর। চলুন বাবু, শীগগির চলুন।

[যোগেশকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

জ্ঞানদার বাড়ীর উঠান

জ্ঞানদা ও প্রফুল্ল

জ্ঞানদা। মধুস্থদনের ইচ্ছায় আজ সকালটা মানুষের মতন আছেন, পীতাম্বরের সঙ্গে বেরুলেন, আবার কাজ-কর্ম্ম দেখবেন বলছেন। যদি এই ছাই না খান, তাহলে কি ওঁর তুল্য মানুষ আছে?

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি খেতে দাও কেন দিদি?

জ্ঞানদা। আমি কি করবো বোন? সহরে অলিতে গলিতে শুঁড়ির দোকান, কিনে খেলেই হ'ল। আহা। কোম্পানীর রাজ্যে এত হচ্ছে, যদি মদের দোকানগুলো তুলে দেয়, তাহলে ঘরে ঘরে আশীর্ব্বাদ করে, আর লোকে ভাতার পুত নিয়ে স্থখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করে।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, কোম্পানী কেন দিক না?

জ্ঞানদা। ও বোন, তোমার আমার কথায় কি তুলে দেবে? শুনেছি, শুঁড়ি পোড়ারমুখোরা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেয়, অত টাকা কি ছাড়বে বোন?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, আমরা যদি টাকা দিই, তুলে দেয় না?

জ্ঞানদা। পাগল, কত টাকা দেব বোন?

প্রফুল্ল। কেন দিদি, তুমি বল তো গয়না বেচে দিই। একশো ছশো টাকায় হবে না?

জগমণির প্রবেশ

জগ। কি গো মায়েরা, কি হ'চ্ছে গো?

প্রফুল্ল। তুমি কে গো?

জগ। আমায় চেন না বাছা? আমি যে তোমাদের খুড়ী হই। আহা, বাছাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।

প্রফুল্ল। ও দিদি, কে এয়েছে দেখগো। মেয়েছেলে না ব্যাটাছেলে!

জ্ঞানদা। কে গা তুমি? তোমার কেমন আক্কেল গা, পুরুষ-মানুষ মেয়ে সেজে বাড়ীর ভেতর এসেছ? ভাল চাও তো স'রে যাও।

জগ। সেকি বাছা, আমি যে তোমাদের খুড়ী হই।

জ্ঞানদা। তুমি লোকটা কে তাই বল।

জগ। আমার বাছা বাড়ী এইখানে। আহা, তোমাদের সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেল, তাই দেখ্‌তে এলুম।

প্রফুল্ল। ও দিদি, এ ডা'ন! তুমি স'রে এস।

জ্ঞানদা। যাও বাছা, আর এক সময় এস, এখন আমরা বড় ব্যস্ত আছি।

জগ। মা, বাড়ী এসেছি, অমন ক'রে বিদায় ক'ত্তে আছে কি? আহা, সুরেশ আমায় জান্‌তো, আমার বাড়ীতে যেতো, কত আবদার ক'রত। আহা, বাছা আমার কোথায় রইলো!

জ্ঞানদা। ও বাছা, চুপ কর, চুপ কর, মা শুনতে পাবে।

জগ। চুপ কর্‌বো কি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। অমন ভব্‌কো ছেলে, তা'র কপালে এই হ'ল!

জ্ঞানদা। ওগো, তুমি চুপ কর।

প্রফুল্ল। ও দিদি—ও দিদি, ওকে তাড়িয়ে দাও।

জগ। হ্যাঁ বাছা, সুরেশের কি ক'র্‌লে? বাছাকে আন্‌তে পাঠালে না? তোমরা পেটে অন্ন দিচ্ছ কেমন ক'রে? বাছা জেলে র'য়েছে, আর তোমরা নিশ্চিন্তি আছ?

জ্ঞানদা। আছি ত আছি। তুমি বেরোও দাঁড়িয়ে রইলে যে, তুমি কেমন মানুষ?

জগ। আহা, সুরেশ রে!

জ্ঞানদা। বেরুবে তো বেরোও, নইলে অপমান হবে। ঝি—ঝি, মাগীকে তাড়িয়ে দে ত।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। কি বড় বৌমা!

জগ। কে, দিদি? আমায় চিন্‌তে পার্‌বে না, সুরেশ আমায় খুড়ী খুড়ী ব'ল্‌তো।

জ্ঞানদা। তা ব'ল্‌তো ব'ল্‌তো, দূর হবি ত হ'। ঝি মাগী কোথায় গেল, দূর ক'রে দিক্ না গা।

উমা। ছি মা, ছি, দুর্ব্বাক্য কারুকে ব'ল্‌তে নাই। মানুষ বাড়ীতে এসেছে। এস দিদি এস, মেজ বৌমা একখানা পিঁড়ে এনে দাও।

প্রফুল্ল। ওমা, ও ডা'ন! ওকে তাড়িয়ে দাও মা।

উমা। চুপ কর্ আবাগী, পিঁড়ে নিয়ে আয়। এস দিদি, এস।

জগ। আহা দিদি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে; তোমাদের সোনার সংসার কি হ'য়ে গেল!

উমা। আর দিদি, সব গোবিন্দজীর ইচ্ছা। আমার তো হাত নেই।

জগ। দিদি, তোমায় একটা কথা ব'ল্‌তে এসেছিলুম, নিরিবিলি বল্‌তুম।

জ্ঞানদা। (জনান্তিকে) ওগো বাছা, তোমায় আমি পাঁচ টাকা দেব, তুমি কোন কথা ব'লো না।

জগ। না, আমি কি সুরেশের কথা বলি! আমি আর একটা কথা ব'লতে এসেছিলুম। গিন্নীর সঙ্গে দেনা পাওনা আছে, তাই ব'লতে এসেছিলুম। দিদি, শুনছো—একটা কথা বলতে এসেছিলুম।

উমা। তা বল না।

জগ। নিরিবিলি ব'লবো, বৌমাদের যেতে বল।

জ্ঞানদা। কেন গা, আমরা রইলুমই বা।

জগ। না বাছা, সে একটা গোপন কথা।

উমা। বৌমা, একটু সরে যাও তো, কি ব'লছে শুনি।

প্রফুল্ল। ও দিদি, তুমি যেয়ো না, এ মাগী ডা'ন, মাকে খাবে।

উমা। দাঁড়িয়ে রৈলে কেন গা? তোমরা এস, একটা কি ব'লছে মানুষ, শুনে যাই।

জ্ঞানদা। আয় মেজবৌ, মা কালীর মনে যা আছে হবে।

প্রফুল্ল। ও দিদি, লুকিয়ে থাকি এস, মাগী মাকে ধ'রে নিয়ে যাবে।

জ্ঞানদা। ব'লছো কিছু মিছে না, মাগী যেন রাক্ষসী!

[প্রফুল্ল ও জ্ঞানদার প্রস্থান

জগ। আমি তো দিদি বড় মুস্কিলে প'ড়েছি। সুরেশ মাঝে মাঝে এর চুরি ক'রত, ওর চুরি ক'রত। আমি কি ক'রবো? চৌকিদারকে ঘুষ দিয়ে, জমাদারকে ঘুষ দিয়ে, কত রকম ক'রে বাঁচিয়ে দিতুম। এই ক'রে প্রায় শ-পাঁচেক টাকা খরচ ক'রে ফেলেছি।

উমা। বল কি গো, সুরেশ চুরি ক'রে বেড়াতো? বাবা তো আমার তেমন নয়।

জগ। ও দিদি, সঙ্গগুণে হয়। ঐ যে শিবে ব'লে একটা ছোঁড়া, সে সব শিখিয়েছে।

উমা। তারপর?

জগ। আমি দিদি, এ টাকার কথা ধরিনি। কিন্তু কর্ত্তা, সে পুরুষ মানুষ, বড় টাকার মায়া। আমায় খালি ধমকাচ্ছে, 'টাকা কি ক'রেছিস্?' আমি ভয়ে ব'লে ফেল্লেম, 'সুরেশকে দিয়েছি।' এই সুরেশের কাছ থেকে হ্যাণ্ডনোট লিখে নিয়েছে। আমি দিদি এ্যাদ্দিন চেপে রেখেছিলুম, আর তো চাপতে পারিনি। সে বলে, 'নালিশ ক'র্‌বো' বলে,—'কেন? ওর ভায়েরা রয়েছে, টাকা দেবে না কেন? কি কর্‌বো দিদি, বড় দায়ে প'ড়ে এসেছি।

উমা। দেখ বোন, তুমি আর দিন-কতক রাখ, আমি সুরেশের দেনা এক কড়া রাখবো না, যেমন ক'রে পারি, শোধ দেব। আমি বড় বিপদে পড়েছি, গোবিন্দজীর ইচ্ছায় শুনছি, একটু হিল্লে লাগ্‌ছে। একটা কিছু সুবিধা হ'লেই সুদ শুদ্ধ চুকিয়ে দেব। ওর ভায়েরা না দেয়, আমি যাদের ধার দিয়েছি, আদায় হ'লেই তোমায় ডেকে চুকিয়ে দেব।

জগ। কর্ত্তা তো আর রাখ্‌তে চায় না। সে বলে, কেন ওর মেজ ভাই চুকিয়ে দিক না, ও একটা সই ক'রলেই চুকে যায়।'

উমা। কিসের সই? আবার সই কিসের?'

জগ। কে জানে, রমেশবাবু নাকি ব'লেছে।

উমা। আর সই টই্যে কাজ নাই, আমি সবই চুকিয়ে দেব। বেটা তো নয়, আমার পেটের কণ্টক! কি একটা সই ক'রে নিয়ে আমার যোগেশকে উন্মাদ ক'রেছে। সুরেশ ফিরে আসুক। কত টাকা শুনি, হিসেব ক'রে সব চুকিয়ে দেব।

জগ। দিদি, সে কথাও ব'ল্‌তে এসেছি, অমন ডব্‌কা ছেলে, এখনও দশদিন রয়েছে।

উমা। দশদিন নয় বোন, চিঠি লিখেছে, পরশুদিন আস্‌বে।

জগ। কে চিঠি লিখেছে গো?

উমা। পীতাম্বরের ভাই নবদ্বীপ থেকে তাকে আনতে গিয়েছে।

জগ। নবদ্বীপ কি গো?

উমা। তবে কোথা গিয়েছে?

জগ। ও মা, তুমি কিছু শোননি? না বোন, বল্‌বো না; আমায় বৌমায়েরা বারণ ক'রেছে।

উমা। তুমি বল, শীগ্‌গির বল। সে কি নেই?

জগ। বালাই! —কর্ত্তা তে ঠিক বলেছে, মাগী জানে না, সোকেসে মানুষ, ভুলিয়ে রেখেছে।

উমা। কি, কি, আমায় শীগ্‌গিরী বল।

জগ। ও বোন, তুমি কারুর কথা শুনো না, তুমি তোমার মেজ বেটার সঙ্গে চল। সুরেশকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সই ক'র্ত্তে ব'লবে চল। কথা শুন না, ছেলে যদি বাঁচে, সব পাবে।

উমা। শীগ্‌গির বল, আমার সুরেশ কোথায়।

জ্ঞানদা ও প্রফুল্লর প্রবেশ

জ্ঞানদা। মা, মা, অমন ক'চ্ছো কেন মা? তুমি চ'লে এস; দূর হ মাগী, দূর হ—

উমা। বল—বল, শীগ্‌গির বল, সুরেশের কি হ'য়েছে। আমার সুরেশকে পাবো তো?

জগ। কি ব'ল্‌বো বল, তার যে জেল হয়েছে; সে পাথর ভাঙছে।

উমা। অ্যাঁ! জেল হ'য়েছে! পাথর ভাঙ্‌ছে? মধুসূদন! (মূর্চ্ছা)

জ্ঞানদা। ও মা। কি হলো গো! কি সর্ব্বনাশ হ'ল! মা, মা, মিছে কথা। মা, শোন মা—দূর হ মাগী।

জগ। (স্বগত) না, কিছু হ'ল না; কাল আবার আস্‌বো। মাগী যেন ন্যাকা, মূর্চ্ছো যাবার আর সময় পেলেন না। কাজের কথা শোন, তবে তো মূর্চ্ছো যাবি। দূর হোক্‌গে ছাই। মাগী গঙ্গা নাইতে যায় না? সেইখানে গিয়ে ধরবো।

[প্রস্থান

প্রফুল্ল। ও মা, ওঠো মা, ওঠো।

উমা। আ মর্‌ ঘুমুচ্ছি, ঘুম ভাঙ্গাচ্ছিস কেন? গোল ক'চ্ছিস কেন? আমি উঠবো না।

প্রফুল্ল। ও দিদি, মা কি বলে গো!'

জ্ঞানদা। মা, মা, ওঠো মা।

উমা। যা পোড়ারমুখী, আমি এখন খাব না।

জ্ঞানদা। ও মা, কি ব'ল্‌ছো মা। ওঠো মা!

উমা। আ মর্‌! ঘুমুতে দেবে না। বাবাকে গিয়ে বল্‌বো, এমন ঝিও সঙ্গে দিলে, আমায় ত্যক্ত ক'রে মার্‌লে।

জ্ঞানদা। হায়, হায়,! মেজবৌ রে, সর্ব্বনাশ হ'ল! মা বু'ঝি পাগল হয়ে গেল!

উমা। কৈ রে, সুরেশ আমার কৈ? তোকে কি আমি পাথর ভাঙ্‌তে পেটে স্থান দিয়েছিলাম? আমি বুক চিরে মা কালীকে রক্ত দিয়ে তোকে পেয়েছি। আমার সেই সুরেশ পাথর ভাঙ্‌ছে? ও মা, বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়।

প্রফুল্ল। ও মা, ওঠো মা, অমন ক'চ্ছো কেন? ঠাকুরপো আবার ফিরে আস্‌বে, তাকে পাথর ভাঙ্‌তে হবে না। আমি টাকা দিয়ে

পাঠিয়েছি, তাকে পাথর ভাঙতে হবে না। মা, মা, শুন্‌ছো মা? আমি জল নিয়ে আসছি দিদি। জলের ঝাপটা দিলেই ভাল হয়ে যাবে।

[প্রস্থান

উমা। হ্যাঁ মা, তোমার পায়ে পড়ি মা, আমি শ্বশুরবাড়ী যাব না মা।

জ্ঞানদা। ও মা, কাকে কি ব'লছো? আমি যে তোমার বড়বৌ।

উমা। ও বাবা, তোমায় ধ'রে রেখেচে বাবা? তাই আস্‌তে পার্‌ছ না বাবা? তুমি যে মা নইলে থাক্‌তে পার না। বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়।

যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ

যোগেশ। ছেড়ে দে শালা, আমি নাচ্‌বো। এই যে বড়বৌ, ও প'ড়ে কে, মা? তুল্‌ছো কেন? তুল্‌ছো কেন? ঘুমুক, হয় মদ খাও, নয় ঘুমোও, ব্যস্‌! বড়বৌ, তুমি মদ খাও, আমি মদ খাই, পীতাম্বর মদ খাও—

পীতাম্বর। বড় মা, একি গো?

জ্ঞানদা। সর্ব্বনাশ হয়েছে। এক মাগী এসে মাকে খবর দিয়েছে।

যোগেশ। পীতাম্বর, মদ নিয়ে এস।

পীতাম্বর। বাবু, একেবারে উচ্ছন্ন গেলে? গিন্নীমা যে মূর্চ্ছা গিয়েছেন, দেখছো না?

যোগেশ। তোর কি? তুই কেন মূর্চ্ছা যা না।'

পীতাম্বর। বড় মা ধরুন, গিন্নীমাকে বিছানায় নিয়ে যাই। গিন্নীমা গিন্নীমা—

উমা। কেরে, রূপো? ঠাকরুণ এদিকে আসছেন নাকি? রান্না-ঘরে যাই, রান্নাঘরে যাই।

[উমাসুন্দরী ও তৎপশ্চাৎ জ্ঞানদার প্রস্থান

জ্ঞানদা (নেপথ্যে) ও পীতাম্বর, ও পীতাম্বর, এদিকে এস, এখুনি আছাড় খেয়ে পড়্‌বে।

[পীতাম্বরের গমনোদ্যোগ

যোগেশ। (পীতাম্বরের হাত ধরিয়া) কোথা যাস্ শালা? মেয়েদের পেছনে পেছনে কোথা যাচ্ছিস?

পীতাম্বর। যান্ঃ শালা মাতলামীর সময় আছে।

যোগেশ। চোপরাও শয়ার, আমি মাতাল? দেখ, বাড়ীর ভেতর থেকে যা' বলছি; ভাল চাস তো বাড়ীর ভেতর থেকে বেরোও। শালা অন্দরে ঢুকে মেয়েদের পেছনে ফির্‌চো?

পীতাম্বর। বাবু, গিন্নীমা যে মরে।

যোগেশ। মরে মরুক, তোর বাবার কি?

জ্ঞানদা (নেপথ্যে)। ও পীতাম্বর, শীগগির এস, শীগগির এস।

পীতাম্বর। যাচ্ছি বড়মা, এখানে এক আপদে ঠেকেছি।

যোগেশ। শালা তবু যাবি? (ইট লইয়া পীতাম্বরকে প্রহার)

পীতাম্বর। ওরে বাপ্ রে! খুন কর্‌লে রে, খুন করলে রে!

[প্রস্থান

যোগেশ। ধর্ শালাকে! চোর, চোর চোর—

[পশ্চাদ্ধাবন

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাঙ্গালীর কম্পাউণ্ডিং রুম

রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণি

কাঙ্গালী। এখন নিশ্চিন্ত, রা-রাজ্য ভোগ করুন। কেমন বাবু ব'লেছিলেম, ও অপগণ্ড কুষ্মাণ্ড পীতাম্বর, ওকে আপনি টাকা দিতে গিয়েছিলেন। পাঁচ হাজার টাকাও লাগলো না, দু'হাজার টাকাতেই ফৌজদারীতে গ্রেপ্তার ক'রে দিলাম। ওর জাস্‌তুতো ভাইটে বড ভদ্রলোক, ওটার মতন নয়। যখন টেনে নিয়ে যায়, সে যে তামাসা! আমি হাস্‌তে হাস্‌তে বাঁচিনি।

রমেশ। কি রকম, কি রকম?

কাঙ্গালী। সেই তো আপনার দাদা মেরেছিল; বেটা এমন পাজী, বিছানায় প'ড়ে জ্বর, তবু সুরেশের খালাসের দিন গাড়ী ক'রে চল্লো।

রমেশ। সেইদিনেই ব্যাটা মিটতো, চৌরঙ্গীর মাঠ না পেরুতে পেরুতে মারা যেতো। কোত্থেকে শিবে ব্যাটা জুটলো।

কাঙ্গালী। হ্যাঁ, ঐ এক বেটা চামার। ব্যাটা দু'জনকে বাড়ী নিয়ে গেল।

জগ। হুঁ হুঁ, আমি তো বলেছিলাম যে শিবেকে চটাস নি, হাতে রাখ। তাহলে তো একাজ হয় না। সকলকে হাতে রাখা ভাল, সকলের সঙ্গে মিষ্টি কথা বলা ভাল। ওই যে তুই মদনাকে পাগল ব'লে অগ্রাহ্য করেছিলি, কতবড় কাজটা পেলি বল্ দেখি? পাগল বল্‌লে হয় না।

দলিলের বাক্স .তুই চুরি ক'ত্তে পারতিস্, না আমি পারতুম? বড় বৌটা যে খাণ্ডারনী, তোকে জায়গা দিত; না আমায় জায়গা দিত?

কাঙ্গালী। পাগলাটা খুব হুঁসিয়ার। কেমন সন্ধান ক'রে করে সিন্ধুক ভেঙ্গে নিয়ে এসেছে।

জগ। রোজ কেন ওর কাছে যেতুম, এইবার বোঝ। রমেশবাবু, তুমি উকীলই হও আর যেই হও, আমার বুদ্ধি একটু একটু নিও। বেটাছেলে, ভয়েই সারা হও। মিছে ডিক্রী ক'রে যদি তোমার দাদাকে না ধরতে, তাহলে কি তোমাদের বৌ হাজার টাকায় বাড়ী বেচে? গেছলো, গেছলো দলিল চুরি, রেজেষ্টারী আ'ফসে তো নকল পেতো।

রমেশ। বাবা! তুমি তো মেয়ে নও, পুরুষের কান কাটো। মিথ্যা যোগেশ সাজিয়ে এক তরফা ডিক্রী ক'রে দাদাকে ওয়ারেণ্ট ধরান আমার বুদ্ধিতে আস্তো না। বুদ্ধিতে এলেও সাহস হ'ত না। যদি ফল্‌স্ পারসনিফিকেশনএর চাজ্জ আন্‌তো, তাহলে সর্ব্বনাশ হ'ত।

জগ। চার্জ্জ আনলেই হ'ল? তবে পয়সা খরচ ক'রে মাতাল লাগিয়েছ কি কত্তে? পয়সা খরচ ক'রে মদ দিচ্চ কি হ'ত্তে? দিনে রাতে চোখ চাইতে পা'র্‌লে তো আদালতে গিয়ে দাঁড়াবে, তবে তো চার্জ্জ আন্‌বে।

রমেশ আচ্ছা, বড়বৌ বাড়ী বেচে টাকা দেবে, কি ক'রে ঠাওর পেলে?

জগ। আমরা সব এক আঁচড়ে মানুষ চিনি। ওরা সব পতিপ্রাণা।

কাঙ্গালী। বাড়ীটের খুব দর হয়েছিলো, যদি দলিলগুলো হাত না হ'ত, ফ্যাসাদে ফেলেছিল। হাতে কতক টাকা পেতো। তোমাদের বড়বৌ যে দাপ্তি, স্বচ্ছন্দে মকদ্দমা চালাতো। আপনার হাতে দলিল দেখে খদ্দের বেটা ভারী দম খেয়ে গেল।

জগ। তা নইলে বাড়ী হাজার টাকায় বাগাতে পার্‌তেন না। পাগ্‌লাকে দিয়ে তো দলিল আনিয়েছি, আরও কি কাজ করি দেখ। বড়বৌ মনে ক'রেছে, চোরে চুরি করেছে, পাগলার পেটে পেটে এত, তা ধ'ত্তে পারেনি। এখনও আন্দাজ হয়, মাগীর হাতে দু'তিনশো টাকা আছে। আর মদে খরচ ক'রো না, মদ বন্ধ করে দাও, ঘরের টাকায় টান পড়ুক। ব্যাঙ্কের টাকা তো আটক হ'য়েছে?

রমেশ। সে আমি এড্‌মিনিষ্টেটার জেনারেলের হাতে দিয়েছি। ব্যাপারীর টাকা পেমেণ্ট ক'রে বাকী টাকা হাতে নিয়েছে। সে এখন বিশ বাঁও জলে। পীতাম্বর যখন ধরা পড়েছে, আমি আর কিছু ভাবিনি।

জগ। হ্যাঁ গা, ও সাহেবটাকে হাত ক'র্‌লে কি ক'রে?

রমেশ। ওরা তো তাই চায়, আস্‌তে কাটে, যেতে কাটে। দরখাস্ত ক'র্‌লেম, আমাদের যৌথ টাকা, একজন মদ খেয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে। পীতাম্বর আপত্তি ক'রেছিল।

কাঙ্গালী। আর ধরাই প'ড়ে গেল, কে বা আপত্তি করে? চাচা আপন বাঁচা। তবে ও টাকার বড় কিছু পাওয়া যাবে না, একবার এড্‌মিনিষ্ট্রেটারের গর্ভে গেলে আর কিছু বা'র হয় না।

রমেশ। তা কি ক'র্‌বো, সবদিক সামলান ভার। ও টাকায় আর তেমন লোভ কর্‌লুম না। শেষ যা হয়, দেখা যাবে। এখন নগদ টাকা হাতে পড়লে মকদ্দমা চলতো। শুধু আমার ভয় পীতাম্বর বেটাকে।

কাঙ্গালী। সে ভয় ক'র্‌বেন না, সে ভয় করবেন না। বেটাকে যখন ফৌজদারীতে ধ'র্‌লে, তখন ব্যাটা মরণাপন্ন। ঐ শিবে বেটা ডাক্তার এনে আপত্তি ক'রলে যে, পথে মারা যাবে। ওর জাস্‌তুতো

ভাই দেখলেম ভারি ভদ্রলোক ; হেড কনষ্টেবলকে টাকা গুঁজে বল্লে যে, মারা যায়, আমার দায়, তুমি নিয়ে চল। চার্জটি তো যেসে দেয়নি !

জগ। কি মকদ্দমাটা, আমায় তো একদিনও বল্লিনি। এর ভাল মন্দ বুঝবো কি ক'রে ? মনে করিস আমি মেয়েমানুষ, তোরা পুরুষ, ভারি বুদ্ধি তোদের ! এই ছুটো কাটাতে পারতুম তো বুঝতুম, কোথায় কে পুরুষ, কার কত ছাতি। পোড়া ভগবান্ যে মেরেছে, কি কর্‌বো ?

রমেশ। রূপসি, তুমি সব পার।

জগ। কি কেশটা ক'রেছিস্, শুনি ?

কাঙ্গালী। ঐ যে ছোট একখানা তালুক ক'রেছিল না ? কিছু টাকা দিয়ে এক বেটা ডোমকে আধমরা ক'রে ওর জাস্‌তুতো ভাই ফৌজদারী বাধিয়েছে, যে উনি নায়েবকে হুকুম দিয়ে মেরেছেন।

জগ। এই তো কাঁচিয়েছিস্। যাকে মেরেছে, সেই ওর হ'য়ে সাক্ষী দেবে ; ওর জাস্‌তুতো ভাই প্যাঁচে পড়বে।

কাঙ্গালী। আরে, সে টাকার লোভে ইচ্ছে ক'রে মার্ খেয়েছে। ঠিক্ ঠাক সাক্ষী দেবে। আর যে অবস্থায় তাকে ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে গেল, হয়তো পথেই মারা যাবে।

রমেশ। সুরেশের খবর কিছু শুনেচ ?

কাঙ্গালী। কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি। যে ডাক্তারটা দেখছিল, তাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম। সে বল্লে, আজ তিনদিন ম'রেছে। কিন্তু জগা বলে, আমার বিশ্বাস হয় না।

রমেশ। আমায়ও ডাক্তার বেটা বল্লে, কিছু ভাব বুঝতে পার্‌ছিনি।

জগ। ও মিছে কথা, আমি ডাক্তার ব্যাটার মুখ দেখেই বুঝেছি। কারুকে বিশ্বাস ক'রে কোন কাজ কর্‌বে না। এখন ধর, ও বেঁচেই

আছে। আমার আর একটা বুদ্ধি নাও—আজই হ'ক, কালই হ'ক, আর দু'দিন বাদেই হ'ক, তোমাদের বড়বৌকে আর যেদোকে এনে বাড়ীতে পুরো।

কাঙালী। কেন, তাদের এনে ফল কি ?

রমেশ। না-না, ঠিক বলছে। এখনও সব দিক্ মেটেনি, কেউ যদি বড়বৌকে হাত ক'রে মকদ্দমা চালায়, সে এক ফ্যাসাদ হবে।

জগ। আরও আছে। এই ডাক্তারখানাটা রয়েছে, এতে কোন্ ওষুধটা নেই ? বল, যদি কিছু কাজই হ'ল না, ডাক্তারখানা রেখে লাভ ?

রমেশ। ও কি কথা রূপসি ?

জগ। ক্রমে বুঝবে, ক্রমে বুঝবে, আগে বাড়ী নিয়ে এস।

রমেশ। তারা কোথা আছে ? বাড়ী বেচে রাতারাতি কোথায় উঠে গেল, তা তো সন্ধান ক'ত্তে পারিনি।

জগ। সে সন্ধান আমি ক'র্‌বো।

রমেশ। থাক, তোমার ভাগ্নেকে শিখিয়ে রেখো, কা'ল এসাইন্‌মেণ্ট রেজেষ্টারি ক'রে নেব। রেজিষ্টারটা ভারি বজ্জাত, সব খুঁটিয়ে না জেনে রেজেষ্টারি করে না। ভাল ক'রে শিখিয়ে রেখো।

কাঙালী। আপনিই কেন শেখান না, সে এখানে রয়েছে। ওরে ভজা, ভজা ! মরেছে, পড়লো কি ঘুমুলো ; ঘুমুলো কি ম'লো ! ওরে ভজা—

ভজহরির প্রবেশ

ভজ। মর্—ঘুমুতে দেবে না, একটু যদি চোখ বুজেছি—ভজা, ভজা, ভজা ! ভজা যেন ওর বাপের খানসামা।

জগ। ভজহরি, বাবা ! কাল তোমায় রেজেষ্টারি অপিসে যেতে হবে।

ভজ। কুচ পরোয়া নেই, যায়েঙ্গে।

রমেশ। যখন রেজেষ্টার জিজ্ঞাসা করবে যে, তুমি কি কাজ কর? তুমি বলবে, তুমি জমিদার, সপ্তচর পরগণা তোমার জমিদারী। নাম বলবে মুলুকচাঁদ ধুধুরিয়া।

ভজ। জমিদার মুলুকচাঁদ ধুধুরিয়া রায়বাহাদুর।

রমেশ। না না, রায়বাহাদুর ব'লো না।

ভজ। খালি জমিদারী দিয়া? কুচ পরোয়া নেই, আজ রাতকা ওয়াস্তে রূপেয়া লেয়াও।

কাঙ্গালী। কাল একেবারে টাকা পাবি।

ভজ। মামা, আমায় কচিছেলে পেলে নাকি? রোজ রোজ টাকা চাই, তবে এ কাজ হবে।

রমেশ। আচ্ছা, এই দু'টাকা নাও।

ভজ। কেয়া, জমিদারকা সাম্‌নে দো রোপেয়া নজর লে আয়া? তা হ'চ্ছে না, নিদেন ষোলটা টাকা আজ রাত্রে চাই। এই ধর না, পাঁটা একটা আড়াই টাকা, দু'টাকায় একটা মদ, আট টাকার কম একটা হিন্দুস্থানী মেয়েমানুষ হবে না। এই তো ফুটকড়াই হয়ে গেল। ষোলটা টাকা বার কর। আর মামা মামীকে যা দাও, তা আলাদা —তবে মুলুকচাঁদ ধুধুরিয়া। তা নইলে বাবা যে ভজহরি, সেই ভজহরি। পোষাক, ঘড়ী-ঘড়ীর চেন, হীরের আংটী তো তোমায় দিতেই হবে।

রমেশ। আচ্ছা, চারটে টাকা নাও।

ভজ। চার টাকার মতনও কাজ আছে। রামেশ্বর বদ্যিনাথ সাজতে বল, দু'টাকাই বায়না নিচ্ছি। মুলুকচাঁদ ধুধুরিয়া জমিদার, ষোল রোপেয়া নজর লে আও।

কাঙ্গালী। আচ্ছা, আটটা টাকা নে।

ভজ। বকো মৎ বেকুব, হাম নিদ যায়। জমীদারকা সাথ হড়-বড়াতে হো ?

রমেশ। আচ্ছা আমার সঙ্গে এস, আমি যোল টাকাই দিচ্ছি।

ভজ। এ তো বায়না, আসলের বন্দোবস্ত কি বলুন ? আমি বেশী চাইনি। লক্ষ্ণৌয়ে পুঁটিয়া বলে আমার একটা মেয়েমানুষ আছে, সে শয়তানী টাকার জন্যে আমায় তাড়িয়েছে শ-দুই টাকা নইলে ফের ঢুকতে পারবো না। এই দুশো, রেল ভাড়া, আর আমার কি দেবে ?

রমেশ। আচ্ছা, তার জন্য আটক থাবে না।

ভজ। জমিদারীর চাল-চুল সব ঠিক পাবেন, যোচ্‌মে তা চড়ায়গা এসাই, পায়ের ফেলেঙ্গা এসাই, বাত করেগা হোঁ হেঁ, যেসাই বেকুবি মাঙ্গো—ওসাই বেকুকি হ্যায়। গাঙ্কেকা মাফিক কলম পাক্‌ড়েগা উল্টা, কাগজ উল্টাবি লেলেগা, জমীদার লোক যেসা বেকুব হোতা, ওসাই বন্ যাগা। কুচ পরোয়া নেই, রোপেয়া লে' আও।

রমেশ। তোমায় যে গোটাকতক কথা শেখাব। (টাকা প্রদান)

ভজ। বাবু, আজ রাত্রে মদটা ভাঙ্‌টা খাবো, সব কথা কি মনে থাক্‌বে ? কাল টাট্‌কা টাট্‌কা ব'লে দেবেন, কাজ ফতে ক'রে দেব,—ব্যস্ !

[প্রস্থান

রমেশ। এ ছোক্‌রা চালাক আছে।

কাঙ্গালী। তা খুব।

জগ। বাবা, আমাদের বন্দোবস্ত কি ক'রে ? একখানা বাড়ী আর দশ হাজার টাকা লিখে দিতে চেয়েছ, সেটাও অমনি একসঙ্গে সেরে ফেলে হয় না ?

রমেশ। তার জন্যে ভাবনা নেই, তার জন্যে ভাবনা নেই, সে হবে—হবে।

[প্রস্থান

জগ। ইষ্টুপিটকে এতদিন ধ'রে যে বল্‌ছি, বাড়ীখানা লিখে নে, হাতে থাকৃতে কাজ গুছিয়ে নে। কাজ রফা হ'য়ে গেলে তোমার মুখে ঝাড়ু দিয়ে বিদায় ক'র্‌বে।

কাঙ্গালী। না, তার যো কি? আজ না হয় কাল, কদ্দিন ভাঁড়াবে?

জগ। আচ্ছা, দেখি আর দিনকতক, তোর বুদ্ধি শুনেই চলি। যদি ফাঁকে পড়ি, তোকেও ধরিয়ে দেব, ওকেও ধরিয়ে দেব; আমি রাজ সাক্ষী হব, তা না হয়, ক'জনেই জেলে যাব। খেটে মরবো, বুদ্ধি দেব, আর ফাঁকে পড়বো,—সে বান্দা আমি নই। তুই ইষ্টুপিট তখন দেখ্‌বি। ভজার ঘটে যা বুদ্ধি আছে, তোর তা নাই।

কাঙ্গালী। আরে ঠকাবে না, ঠকাবে না।

জগ। বিধাতা মরে না? দেখতে পেলে তার মুখে আগুন জেলে দিই। এমন গোঁয়ার মুখ্যুর সঙ্গে আমায় জুটিয়েছে! আমার কতক যুগ্যি, রমেশ।

কাঙ্গালী। চল্‌ চল্‌, ক্ষিদে পেয়েছে।

জগ। পিণ্ডি খাবি যা, আমি চল্লুম মদনমোহনের বাড়ী। আজ শুনেছি কি ভাল দিন আছে। দেখি যদি বৌটা মদনমোহন দেখতে যায়, তাহ'লে পেছু পেছু গিয়ে বাসার সন্ধান করবো। নয় তো আবার কাল ভোরে গঙ্গার ঘাটে খুঁজতে হবে।

কাঙ্গালী। আচ্ছা, ওদের খুঁজিস্‌ কেন? তারা যেখানে হয় থাকুক না, তোর কি?

জগ। এ কাজটা চল্লিশ হাজার টাকার কাজ, তুই কি বুঝবি? আমি যা খুসি করি, তুই বকাস্‌নি।

[প্রস্থান

কাঙ্গালী। যা মর্‌গে যা। মাগী দ্বাপরে ছিল পূতনা, এ জন্মে হয়েছে জগমণি।

[প্রস্থান

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভগ্নগৃহ

যোগেশ ও জ্ঞানদা

যোগেশ। কি বাবা, এখানে পালিয়ে এসেছ? আমার সঙ্গে লুকোচুরি—কেমন ধরেছি? ভালমানুষের মতন চাবিটি বার ক'রে দাও। আজ দু'দিন আর বেটারা মদ খেতে দেয় না।

জ্ঞানদা। তুমি আবার কি কত্তে এসেছ? ছেলেটা কি ক'রে উপোষ ক'রে ম'রছে, তাই দেখতে এসেছ?

যোগেশ। আমি কিছু দেখ্‌তে শুন্‌তে আসিনি। মদ ফুরিয়েছে, মদ চাই। টাকা বার ক'রে দাও, সুড় সুড় করে চলে যাচ্ছি।

জ্ঞানদা। তোমার একটু লজ্জা হয় না? মাগ-ছেলে অন্নাভাবে মরে। যার বাড়ীভাড়া, সে আজ বাদে কাল ভাড়ার জন্যে তাড়িয়ে দেবে। বাড়ী বেচা তিনশো টাকা ছিল, তা চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছ। আর কোথায় কি পাব, কি নিতে এসেছ? ধিক্—তোমায় ধিক্!

যোগেশ। ধিক্—একবার—ধিক্ লাখবার! আমাকে ধিক্, তোমাকে ধিক্, মাকে ধিক্, যেদোকে ধিক্। নাও, বাপের সুপুত্র হ'য়ে বাক্সটি খোলো।

জ্ঞানদা। ওগো, একটু হুঁস কর। কোথায় দাঁড়াব, তার স্থান নাই। আগাম বাড়ীভাড়া দেবার কথা, দিতে পারিনি। কখন তাড়িয়ে দেয়। ছেলেটা আধ পয়সার মুড়ি খেয়ে আছে। তোমার কি দয়া-মায়া নাই? পাখীতেও যে ছেলের আহার জোটায়। ঘরে চাল নাই। এখনি যেদো ক্ষিদে পেয়েছে বলে আস্‌বে। তুমি টাকা চাইতে এসেছ, তোমার লজ্জা নাই?

যোগেশ। বড় লম্বা কথা বলছ যে? কিসের লজ্জা! লজ্জা থাকলে কেউ জুচ্চুরি করে, লজ্জা থাক্‌লে কেউ মদ খায়? লজ্জা থাক্‌লে কেউ ভিক্ষে করে? আজ তিনদিন ভিক্ষে করে মদ খাচ্ছি, একটা ছোলা দাঁতে কাটিনি, একটা পয়সার জন্য রাস্তার লোকের কাছে হাত পাতছি, আবার লজ্জা দেখাচ্ছো? নিয়ে এস, টাকা নিয়ে এস।

জ্ঞানদা। বকো, আমি চল্লুম।

যোগেশ। যাবে কোথা? টাকা বা'র কর। না বার কত্তে পার চাবি দাও, আমি বার ক'রে নিচ্ছি। ঐযে ওঘরে বাক্স রয়েছে। চাবি দাও। (জ্ঞানদার আঁচলে বাঁধা চাবির দিকে হাত বাড়াইলেন)

জ্ঞানদা। কি কর, কি কর? আজ যে ভাড়া দিতে হবে। নইলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। আমি বাসন বাঁধা দিয়ে তিনটে টাকা এনেছি। দুটি ঘর ভাড়া ক'রে আছি। দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে, রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।

যোগেশ। তা আমার কি? কেউ আমার মুখ চেয়েছিলে? বিষয় চিনেছিলে, বিষয় নিয়ে থাকো। কেমন ঠকিয়ে নিয়েছে। হা-হা-হা! চাবি ছেড়ে দাও বলছি—

জ্ঞানদা। ওগো, একটু বোঝো। তোমার পায়ে পড়ি, একটু বোঝো।

যোগেশ। ছেড়ে দাও বলছি, ভাল চাও তো ছেড়ে দাও, নইলে খুন কর্‌বো।

জ্ঞানদা। খুন ক'র্‌বে কর, আপদ চুকে যাক্।

যোগেশ। বটে রে শয়তানি!

[পদাঘাত করিয়া চাবি লইয়া প্রস্থান

জ্ঞানদা। উঃ, মাগো—

বাড়ীওয়ালীর প্রবেশ

বাড়ীওয়ালী। ওগো বাছা, ভাড়া দাও। ওগো কথা ক'চ্ছো না যে? বাছা, ভাল চাও তো ভাড়া দাও—নইলে আর আমি বাড়ীতে জায়গা দিতে পারবো না। আমি পতি-পুত্রহীনা, এই ঘর দুটি ভাড়া দিয়ে খাই। ও মা, তুমি কেমন ভাল মানুষের মেয়ে গা? যেন কে কাকে বল্‌ছে। রাজরাণী শুয়ে ঘুমুচ্ছেন। ওমা, এ যে সিটকে মিটকে রয়েছে, মৃগী রোগ আছে নাকি? ওমা, এমন লোককে ভাড়া দিয়েছি! খুনের দায়ে পড়বো নাকি?

জ্ঞানদা। ও মা!

বাড়ীওয়ালী। কি গো কি, তোমার কি হয়েছে?

জ্ঞানদা। কিছু হয়নি বাছা।

বাড়ীওয়ালী। না হয়েছে নেই। একদিনের ভাড়া দিয়ে তুমি উঠে যাও। কোন্ দিন দাঁত ছিরকুটে ম'রে থাকবে, আমার হাতে দড়ি পড়বে।

জ্ঞানদা। মা, আমার হাতে কিছুই নেই। আমার ছেলে আসুক, নিয়ে চলে যাব।

বাড়ীওয়ালী। হ্যাঁ গা, তুমি কেমন জোচ্চোরণী গা? এই যে থালা ঘটি বাঁধা দিয়ে ধার ক'রে নিয়ে এলে। আমায় ভাড়া দাও বাছা, ভাড়া দিয়ে চলে যাও, জুচ্চুরির আর জায়গা পাওনি?

জ্ঞানদা। ও মা, আমি যা এনেছিলুম, চোরে নিয়ে গেছে। ঘটি-বাটি যা আছে, তুমি বেচে নিও। আমি ছেলেটি এলেই চলে যাচ্ছি।

বাড়ীওয়ালী। ওমা, ঘটি বাটি তো ঢের। ভ্যালা জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিলুম। তাই চলে যেয়ো বাছা, চলে যেও। [প্রস্থান

যাদবের প্রবেশ

যাদব। মা, তুমি কাঁদছো কেন?

জ্ঞানদা। যাদব, চল্, এখানে আর আমরা থাক্‌বো না।

যাদব। কোথা যাব মা?

জ্ঞানদা। কালীঘাটে যাব। চ' যাবি?

যাদব। ক্ষিদে পেয়েছে, ভাত খেয়ে যাব।

জ্ঞানদা। না, সেইখানে গিয়ে খাবে।

যাদব। আজ ভাত কি নেই?

জ্ঞানদা। না, আজ রাঁধিনি।

যাদব। পথে চলতে পারবো না, বড্ড ক্ষিদে পাবে। আর এক পয়সার মুড়ি কিনে দিও।

জ্ঞানদা। হা ভগবান, অদৃষ্টে এই লিখেছিলে! ভিক্ষে কত্তেও যে জানি নি। কোথায় যাব, কোথায় দাঁড়াব?

প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। যাদব!

যাদব। কাকীমা এয়েছে, কাকীমা এয়েছে—

প্রফুল্ল। দিদি! যাদব যা তো, এই সিকিটে নিয়ে যা, খাবার কিনে আন্, আমরা খাব।

যাদব। ওমা, দেখ মা দেখ, খাবার কিনে আনিগে মা।

[প্রস্থান

প্রফুল্ল। দিদি! তোমার এমন দশা হয়েছে দিদি?

জ্ঞানদা। মেজবৌ, তুমি কেমন করে এলে?

প্রফুল্ল। আমায় পাঠিয়ে দিলে। বল্লে, ওদের বড় দুঃখ হয়েছে, ওদের নিয়ে আয়। দিদি, এখন আমি কথা শিখেছি, আমি নিয়ে আস্‌ছি বলে এসেছি। কিন্তু দিদি, তোমাদের নিয়ে যাব না। কি তার মতলব আছে। আমি তোমাদের বলতে এসেছি, নিতে এলে খবরদা'র যেয়ো না।

জ্ঞানদা। বোন্, তোমার কাছে আমার একটি মিনতি আছে, তুমি একদিন যাদবকে পেট ভরে খাইয়ে পাঠিয়ে দিও, তারপর আমি গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো। একদিন যদি পেট ভরে খাওয়াতে পারি, আমি ওকে মেরে ফেলে জলে গিয়ে ডুবি। আজ তিনদিন এক বেলাও পেট ভরে খেতে দিতে পারিনি। রাত্রে একটু ফেন খাইয়ে শুইয়ে রাখি। বোন, আমার আর কিছু ক্ষোভ নাই।

প্রফুল্ল। দিদি!

জ্ঞানদা। কার বাড়া-ভাতে ছাই দিয়েছিলুম, তাই এ দশা হয়েছে, কিন্তু দুধের ছেলে ক্ষিদেয় ছটফট করে, এ যাতনা আর দেখতে পারিনি, আজ আমাকে বার করে দিয়েছে, ভাড়া দিতে পারিনি, রাখবে কেন? মনে করেছিলুম, ভিক্ষে করে দুটি খাইয়ে জলে গিয়ে ডুবব। আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, আর তুমি এলে।

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি কেঁদো না। আমার এ গয়নাগুলো নাও, এ বেচে কিনে চালাও। আমি তোমার সঙ্গে থাকতুম। মাকে দেখবার কেউ নাই, না খাইয়ে দিলে খায় না। কি করবো, আমায় ফিরে যেতে হবে। তুমি এগুলো নাও, আমি আবার এসে যেখান থেকে পাই, টাকা দিয়ে যাব।

জ্ঞানদা। বোন্, তোমার গয়না আমি কি করবো? এ তো থাকবে না, আমার স্বামী আমার শত্রু! সেদিন বাড়ী বেচা তিনশো টাকা বাক্স ভেঙ্গে চুরি করে নিয়ে গেল। আজ বাসন বাঁধা দিয়ে ঘর ভাড়ার টাকা এনেছিলুম, লাথি মেরে ফেলে দিয়ে কেড়ে নিয়ে গেল।

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি কি আমায় পর ভাবছো? আমি তোমার পর নই; আমি তোমার সেই ছোট বোন। আমার পেটের ছেলে নাই, যাদব আমার ছেলে, আমার যা আছে, সব যাদবের। আমি যাদবের জিনিস যাদবকে দিচ্ছি, তুমি কেন নেবে না দিদি?

জ্ঞানদা। মেজবৌ, পর আমি ভাবিনি, আমি কি ছিলুম, কি হয়েছি। আমার বাড়ীর যে সব সামগ্রী কুকুর-বেড়ালের খেয়ে অরুচি হয়েছে, সে আমার যাদব খেতে পায় না। যে স্বামী আমার মুখে রোদের আঁচ লাগলে কাতর হ'ত, সে আমায় লাথি মেরে ফেলে গেল। যে কাপড়ে সল্‌তে পাকাতুম, সে কাপড় যাদবের নেই। কখনও চন্দ্র-সূর্য্য মুখ দেখে নাই, আজ নিরাশ্রয় হয়ে পথে চলেছি—

যাদবের পুনঃ প্রবেশ

যাদব। কাকীমা, কাকীমা, বাবা হাত মুচড়ে সিকি কেড়ে নিয়ে গেল।

জ্ঞানদা। দেখ বোন—দেখ, আমার অদৃষ্ট দেখ! আমি কোথায়

যাব, স্বামী কার শত্রু হয়? ভগবান কেন আমার এ পেটের বালাই দিয়েছেন, আমার কি মরণ নাই?

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি কাঁদছো কেন? অমন ক'চ্ছ কেন?

জ্ঞানদা। কে জানে ভাই, আমার শরীর কেমন কচ্ছে, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিনি। (উপবেশন)

বাড়ীওয়ালীর পুনঃ প্রবেশ

বাড়ীওয়ালী। হ্যাঁ গা, এখনও ঘরে রয়েছ, এখনও বেরোও নি?

প্রফুল্ল। কে মা তুমি? তোমার কি এই বাড়ী? তুমি কি ভাড়ার জন্য বলছো? কত ভাড়া হয়েছে বল, আমি দিচ্ছি।

বাড়ীওয়ালী। এ তোমার কে গা?

প্রফুল্ল। আমার জা।

বাড়ীওয়ালী। আহা, তোমার জা, ওর এমন কেন গা?

প্রফুল্ল। ওগো বাছা, সে ঢের কাহিনী। তুমি আমার মা, আমার দিদিকে আর ছেলেটিকে যদি যত্ন কর, তুমি বাছা যা চাও, আমি তাই দিই।

বাড়ীওয়ালী। হুঁ হুঁ, বড়লোকের ঘরের মেয়ে, তা বুঝতে পেরেছি। কি করবো বাছা, কড়ি নেই, এই ঘরদুটি ভাড়া দিয়ে খাই। তা নইলে কি ভাল মানুষের মেয়েকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিই?

প্রফুল্ল। তা বাছা, তুমি হারছড়া রাখ, এই বাঁধা দিয়ে খরচপত্র চালিও। আমার সঙ্গে এস, আমি আমাদের বাড়ী দেখিয়ে দেব, টাকা ফুরুলেই একখানা গয়না দেব, তুমি বেচে চালিও।

বাড়ীওয়ালী। হ্যাঁ বাছা, আমার কাছে রেখে যাচ্ছ? তোমাদের বাড়ী কেন নিয়ে যাও না? আমি কোথায় গয়না বাঁধা দেব, কে কি বলবে, আমি মেয়েমানুষ, আমি অত পারব না।

প্রফুল্ল। ওগো, বাড়ী নিয়ে যাবার যো নাই। আচ্ছা তোমায় আমি টাকা দেব।

বাড়ীওয়ালী। বাছা, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি নি। তুমি ভাড়া দেও বাছা; তোমার দিদির কাছে টাকা দিয়ে যাও, এ:নে নিয়ে দিতে হয়, আমি দিতে পারবো।

জ্ঞানদা। মেজবৌ, বোন, তুমি কেন অমন ক'চ্ছো? আমার দিন ফুরিয়েছে, আমি আর বাঁচবো না, যেদোর যদি কিছু কত্তে পার, দেখ।

যাদব। কেন মা, কেন তুই বাঁচবি না? ওমা, বলিস্ নি মা, আমার ভয় করে।

জ্ঞানদা। মেজবৌ, পড়ে গিয়ে বুকে লেগেছে, আমার দম আটকাচ্ছে।

প্রফুল্ল। ওগো বাছা, তুমি একজন ডাক্তার ডেকে আন না।

বাড়ীওয়ালী। না বাছা, আমি ডাক্তার ডাকতে পারবো না। ঘরে ম'লে আমার ঘর ভাড়া হবে না, তোমাদের খুন বিদেয় কর। ওমা, মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে যে গো। ওগো ওগো ওঠো; ম'ত্তে হয় রাস্তায় গিয়ে ম'র।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ গা বাছা, তোমার দয়া নেই? মানুষ মরে, তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ?

বাড়ীওয়ালী। না বাছা, আমার দয়া-মায়া নেই। ঘরে ম'লে আমার ঘর ভাড়া হবে না। আমি ভাড়া চাইনি বাছা—তোমরা বিদেয় হও।

প্রফুল্ল। ও বাছা, তুমি যা চাও, তাই দিচ্ছি। তাড়িও না বাছা! আমার সব গয়না দিয়ে যাচ্ছি।

বাড়ীওয়ালী। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার গয়না নিয়ে বাঁধা যাই।

প্রফুল্ল। কোথায় নিয়ে যাব, কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

জ্ঞানদা। মেজবৌ, তুই ভাবিস্নি, আমি সেরে উঠেছি। আমার গা ঝিম্ ঝিম্ কচ্ছিল, সেরে গিয়েছে, তুই বাড়ী যা।

প্রফুল্ল। দিদি, কি হবে দিদি? কই দিদি, তুমি ত সারনি, তুমি যে এখনো কাঁপছো!

জ্ঞানদা। না বোন, তোর ভয় নেই, আমার অমন হয়। ঠাকরুণ পাগল মানুষ, একলা আছেন, তুই দেখ গে যা। তোর কাছে যদি টাকা থাকে, আমায় দিয়ে যা।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, সেরেছো তো? আমি তবে যাই, এই নাও। (টাকা দিয়া) তবে আসি দিদি। আমি পাল্কীর বেহারাদের দিয়ে তোমায় টাকা পাঠিয়ে দেব, সর্দ্দারকে বলে দেব, তোমার রোজ খবর নেবে।

জ্ঞানদা। এসো বোন্, এসো।

[জ্ঞানদাকে প্রণাম করিয়া প্রফুল্লর প্রস্থান

বাড়ীওয়ালী। হ্যাঁগা, তুমি চোখ টিপলে যে? ওকে ত বিদেয় কল্লে, আমি বাছা তোমায় রাখতে পার্‌বো না।

জ্ঞানদা। আমি যাচ্ছি মা, তোমায় কি ভাড়া দিতে হবে?

বাড়ীওয়ালী। আমি এক পয়সা চাইনি বাছা, তুমি বিদেয় হও।

জ্ঞানদা। এই নাও—একটি টাকা নাও। আমি পাঁচদিন এসেছি, তুমি নাও, আমি বাসন-কোসন নিয়ে বেরুচ্ছি।

বাড়ীওয়ালী। নাও, শীগগির নাও, ঐ ধোপা-পাড়ার ভেতর খোলা-ঘর আছে, সেইখানে গিয়ে থাকগে।

[প্রস্থান

জ্ঞানদা। যাদব—যাদব, কাঁদিস্ নি, চল। মা ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা? আশ্রয়হীন ক'রে? শরীরে বল নাই, রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে পথে প'ড়ে ম'রে থাক্‌বো, মুদ্দফরাসে টেনে ফেলে দেবে, এ অনাথ বালক কোথায় যাবে? লক্ষীর কথায় শুনেছিলুম, আপনার ছেলেকে

খাওয়াবার জন্য সাপ রেঁধেছিল। আমারও তাই ইচ্ছে হচ্ছে, আমি ম'লে এর দশা কি হবে?

[যাদবের হাত ধরিয়া প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

রমেশের ঘর

রমেশ ও জগমণি

রমেশ। প্রফুল্ল আস্‌তে পা'র্‌লে না।

জগ আমার ওকে আর বিশ্বাস হয় না, ও তেমন সাদাটি আর নেই। আমি মদনাকে তার বাড়ীর দোরগোড়ায় পাহারা রেখেছি, ছেলেটা বেরুবে, আর ভুলিয়ে নিয়ে আসবে। ছেলে হাতে হলেই হ'ল, বৌকে ত আর দরকার নেই।

রমেশ। বৌকে দরকার আছে বৈকি? পীতাম্বর বেটা শুন্‌ছি আসছে; সে বেটা এসেই একটা হাঙ্গাম বাধ'বে, তার সন্দেহ নাই।

জগ। তা ছেলেকে আন্‌তে পার্‌লে বৌকে হাত করা শক্ত হবে না। ছেলেটা খেতে পায় না, খাবার দাবার দিয়ে ভুলিয়ে রাখা যাবে। বৌটাকে ছেলে দেখাবার নাম করে আনা যাবে। তবে একটা কথা, বৌটা থাকলে ছেলেটাকে মারা মুস্কিল। সে পরের কথা পরে, আগে আন, তারপরে যা হয় হবে। আমি চল্লুম, রাত হয়েছে।

রমেশ। আমারও বেরুতে হবে। মা রাত্রে যে চেঁচায়, বাড়ীতে থাকতে ভয় করে।

জগ। তুমি তো বাগানে যাবে? আমায় অমনি নাবিয়ে দিয়ে যেও না। [উভয়ের প্রস্থান

প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। আমি যা ঠাউরেছি, তাই, ছেলে এনে মেরে ফেলবে! খুদ-কুঁড়ো খেয়ে বেঁচে থাকুক, আমি তারে দুধ-ঘি খাওয়াতে চাইনি।

সুরেশের প্রবেশ

সুরেশ। মেজবৌ, মা কোথা?

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো! তুমি কোত্থেকে এলে?

সুরেশ। আমি রাত্রিবেলা যেদিক দিয়ে বাড়ী সেঁধুতুম, সেইদিক্ দিয়ে সেই পাঁচিল টপকে এসেছি।

প্রফুল্ল। বেশ করেছ ঠাকুরপো। তুমি যেদোকে বাঁচাও।

সুরেশ। তারা কোথায়?

প্রফুল্ল। আড্ডায় বেহারাদের জিজ্ঞাসা কর। আমায় পাল্কী করে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। তুমি যেদোকে নিয়ে পালিয়ে যাও।

সুরেশ। এত রাত্রে তো বেহারাদের দেখা পাব না।

প্রফুল্ল। তবে কাল সকালে খবর নিও।

সুরেশ। তাই নেব, মা কোথায়?

প্রফুল্ল। শুয়ে আছেন।

সুরেশ। তুমি এত রাত্রে জেগে বসে আছ যে?

প্রফুল্ল। তিনি ঘুমোতে ঘুমোতে ওঠেন।

সুরেশ। তা তুমি মা'র কাছে না থেকে এখানে রয়েছ যে? যদি আর একদিক দিয়ে চলে যান?

প্রফুল্ল। না, তিনি এই ঘরেই আসবেন, যখন জেগে থাকেন, যেন ছেলেমানুষ হন, যেন নূতন শ্বশুরঘর ক'ত্তে এসেছেন। আমায় মনে করেন, তাঁর বাপের বাড়ীর ঝি। আর ঘুমন্ত যেন সেই গিন্নী ; কি বলেন আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। ঐ দেখ, আসছেন, চক্ষের পল্লব পড়ছে না। মনে ক'চ্ছ জেগে আছেন। তা নয়, ঘুমুচ্ছেন।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। সই কর, সই কর, মদ খাস্ খাবি ; আমার বিষয় থাকুক, আমার বিষয় থাকুক, সই করবি নি ? রমেশ, রমেশ ! ওকে খুন ক'রে ফেল্। ওহো ! আমার ধর্ম্মের ঘরে পাপ সেঁধিয়েছে—আমার ধর্ম্মের ঘরে পাপ সেঁধিয়েছে !

সুরেশ। ও মা, মা, আমি যে তোমার সুরেশ।

উমা। শীগগির রেজেষ্টারি ক'রে নে, শীগগির রেজেষ্টারি ক'রে নে। ভাঙ—ভাঙ, পাথর ভাঙ ; আমার সব ফুরুলো ! গড় গড়, গড় গড়, এই বৃন্দাবনে এয়েছি।

প্রফুল্ল। ও মা, অমন ক'চ্ছ কেন মা ? ঠাকুরপো এসেছে, দেখ না মা।

উমা। উঃ ! বৃন্দাবন কি অন্ধকার ! খালি ধোঁয়া, খালি ধোঁয়া, কিছু দেখবার যো নেই ! গড়গড়-গড়গড় ভাঙ, পাথর ভাঙ, বুক যায়, বুক যায় !

সুরেশ। ও মা, মা ! আমি যে সুরেশ মা, কেন অমন করছ ? ও মা মা, আমি যে সুরেশ ; মা, এই দেখতে কি আমায় গর্ভে ধরেছিলে ? এই দেখতে কি আমি জেল থেকে বেঁচে এলুম ? মা গো, আর যে সয় না মা !

উমা। ও ঝি—ঝি! এত বেলা হ'ল, আমায় কিছু খেতে দিবি নি? আমি দেরী করে উঠেছি তাই বুঝি ঠাকরুণ খেতে দেবে না?

সুরেশ। ওমা, মা আমায় চিনতে পারছ না? আমি যে তোমার সুরেশ, দেখ মা!

উমা। ও ঝি, শ্বশুর মিনসের আক্কেল দেখেছিস, সরে যেতে বল; আমি কি সেই ছোট বউটি আছি, যে কোলে করে নিয়ে বেড়াবে?

প্রফুল্ল। মা, ঠাকুরপোকে চিন্‌তে পারছো না? চেয়ে দেখ না, ঠাকুরপো ফিরে এসেছে।

সুরেশ। ও মা, মা গো! একবার কথা কও, বুক ফেটে যাচ্ছে মা!

উমা। সরে যেতে বল, সরে যেতে বল, এখন আমি বুড়ো মাগী হয়েছি, এখন আমায় আদর করা কি? বল্লিনি—বল্লিনি? আমি চল্লুম, আমি চল্লুম। ওহো হো-হো হো! বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়!

সুরেশ। আমার জন্তেই মা'র এ অবস্থা। আমি যদি বংশের কুলাঙ্গার না হতুম, তাহলে মেজদাও এত বাড়তে পারত না। আমারও জেল হত না, আর মাও এমনি করে পাগল হত না। মেজো, আমার ইচ্ছে হচ্ছে দেয়ালে মাথা ঠুকে মরতে।

প্রফুল্ল। কাঁদবার আর অবসর নেই ঠাকুরপো। আর এক মুহূর্ত্ত বসে থাকার সময় নেই। আমার সব গয়না নিয়ে যাও। দিদির চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। আর যাদবকে আগলে রাখ, এক পলকের জন্তে চোখের আড়াল করো না।

সুরেশ। কি হয়েছে যাদবের? তুমি কাঁপছ কেন?

প্রফুল্ল। আমার মন বড় কু গাইছে ভাই। সেই হিজড়ে মাগী ক' দিন ধরে যখন তখন তোমার মেজদার সঙ্গে ফুস্থর ফাস্থর ক'চ্ছে। মাঝে মাঝে যেদোর নাম ক'চ্ছে।

সুরেশ। কেন? কেন?

প্রফুল্ল। আমার মনে হচ্ছে, যেদোকে ওরা গুম্ করবে—(শিহরিয়া উঠিল)

সুরেশ। এও কি সম্ভব?

প্রফুল্ল। উকীলের পক্ষে বুঝি সবই সম্ভব।

সুরেশ। মেজো বৌদি!

প্রফুল্ল। আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে বটঠাকুরকে আর দিদিকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আমাকে বোঝালে, তারা আপনি চলে গেছে। বটঠাকুর একদিন দেখা করতে এসেছিলেন, তাঁকে দরোয়ান দিয়ে বের করে দিয়েছে। এ সব পারে ঠাকুরপো, এ সব পারে।

সুরেশ। তোমার জন্যে পারিনে মেজো। নইলে আমি এর উপযুক্ত প্রতিফল দিতে জানি।

প্রফুল্ল। হাতে মেরো না। আর যা করতে পার কর।

সুরেশ। বড় বৌদি কোথায়?

প্রফুল্ল। বোধ হয় রাস্তায়।

সুরেশ। রাস্তায়!

প্রফুল্ল। আর আমি বলতে পাচ্ছি না ঠাকুরপো। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। তুমি যাও, যেদোকে বাঁচাও। এরা সর্ব্বনাশের আয়োজন কচ্ছে।

[প্রস্থান

সুরেশ। পাপের ভরা তোমার ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে মেজদা। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও আর তোমায় রক্ষে করতে পারবে না।

চতুর্থ দৃশ্য

রাস্তা

শুঁড়ি ও যোগেশ

যোগেশ। কি বাবা, কাজ গুছিয়েছ, আর মদ দেবে না?

শুঁড়ি। আর মদ কোথায় পাব, কাপ্তেন ঘাল হ'ল, আর মদ কোথায় পাব?

[প্রস্থানোদ্যত

যোগেশ। (হস্ত ধরিয়া) যেও না, শোন, একটা কথা শোন। একজন যোগেশ ছিল, সে তোমাদের ছুঁতো না, তোমাদের মুখ দেখলে নাইতো। তার একটি স্ত্রী ছিল, দেখলে প্রাণ জুড়তো। একটি ছেলে ছিল, তাকে কোলে নিত, চুমো খেত। দিন গেল, দিন ফুরুলো, আবার একজন যোগেশ হ'ল! ব'লে যোগেশ, যোগেশ কিনা কে জানে? এ যোগেশ কে, তা জান? স্ত্রীর বাড়ী বেচা টাকা নিয়ে পালাল, স্ত্রীকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে টাকা নিয়ে চ'লে এলো; ছেলেটার হাত মুচড়ে পয়সা কেড়ে নিলে, প্রাণে একটু লাগল না। কারুকে সে চায় না। বলতে পার, কোন যোগেশ আমি? সে কি এ?

শুঁড়ি। যা যা ব্যাটা, ভাগ।

যোগেশ। ওহে, একটা পয়সা দাও না, একটা পয়সা দাও না।

[শুঁড়ির পশ্চাৎ যোগেশের প্রস্থান

ভজহরির প্রবেশ

ভজ। ও বাবা, এ ত ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখছি। মামা না হয় পর,

কিন্তু তুই শালা ত আপন ভাই। ভগবান তুমি আছ নাকি? যদি থাক, এই বর দাও, পরজন্মে যেন ভায়ের শালা হয়ে জন্মাই।

শিবনাথের প্রবেশ

শিব। সরে যা, সরে যা, গায়ের ওপর পড়িস নি।

ভজ। ক্যা, তোম হামকো পছান্তা নেই? হাম মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া জমীনদার।

শিব। এ পাগল নাকি?

ভজ। পাগল নয় ম'শায়, পাগল নয়। সুরেশবাবু কোন বাড়ীতে থাকেন, বলতে পারেন? সুরেশ ঘোষ, সুরেশ ঘোষ; এখানে কোন্ শিবনাথবাবুর বাড়ী থাকেন।

শিব। সুরেশবাবুকে কি দরকার?

ভজ। ম'শায় উস্কা মহাজন হ্যায়, জমীনদার; মোচ দেখকে সমঝতা নেই? মশায়, শিবনাথবাবুর বাড়ী বলতে পারেন?

শিব। আমার নাম শিবনাথ; তোমার সুরেশবাবুর সঙ্গে কি কাজ?

ভজ। শুনুন না, বুঝতেই তো পেরেছেন, আমার কোন পুরুষে জমিদার নয়, সুরেশবাবুর ভাই রমেশবাবু আজ আমায় জমিদার করেছেন। আমি যোগেশবাবুর বিষয় বাঁধা রেখেছিলুম, সে বিষয় রমেশবাবুকে লিখে দিয়ে রেজষ্টারী করে এলুম। হাম জমিনদার হ্যায়, সপ্তচর পরগণা হামারা হ্যায়।

শিব। তুমি জমিদার?

ভজ। জমীনদার নেই? রেজেষ্টার লিখ লিয়া জমীন্‌দার। ও ম'শায় আপনি বুঝতে পারবেন না—শাদা লোক, সুরেশবাবুর কাছে নিয়ে চলুন; তিনি না বুঝতে পারেন, একটা উকীল ডাকুন, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।

রমেশবাবু ফঁকি দিয়েছে, বাজার-রাষ্ট্র কথা—একথা শোনেন নি? আমাকে জমিদার সাজিয়েছিল।

শিব। বুঝেছি, আমার সঙ্গে এস।

ভজ। ক্যা, জমীন্‌দার অ্যায়সা যাগা? সোয়ারী লেয়াও; তোম ক্যায়সা দেওয়ান? তেঁ'মকো বরতরফ করেগা।

শিব। তুমি তো এ জুচ্চুরির ভেতর আছ? আমরা নালিশ কল্লে তোমারও তো মেয়াদ হয়?

ভজ। অত দূর করবেন কেন, আমা'য় নিয়ে রমেশবাবুর কাছে হাজির হলেই তাঁর গা শিউরে উঠবে, লিখে দিতে পথ পাবেন না। চলুন না, আমি বাগিয়ে সব ঠিক করে দিচ্ছি।

শিব। তুমি যদি শেষে পেছোও?

ভজ। পেছোবে তো এগিয়েছি কেন? অবিশ্বাস হয়, একটা উকীল ডেকে এফিডেফিট করিয়ে নাও না। আর আমি আগে তো এক পয়সা চাচ্ছি নি। তোমাদের বিষয় পাইয়ে দিই, আমায় কিছু দিও, তোমরাও সুখে-স্বচ্ছন্দে থেকো, আমিও পুটিয়াকে নিয়ে থাকব।

শিব। আচ্ছা, তুমি এস আমার সঙ্গে।

[উভয়ের প্রস্থান

জ্ঞানদা ও যাদবের প্রবেশ

জ্ঞানদা। যাদব, একটা কথা বলি শোন্, এই চারটে টাকা বেশ ক'রে বেঁধে নে, কেউ চাইলে দিসনি, কারুকে দেখাস নি, দোকানে যা ইচ্ছে হয় লুকিয়ে বার ক'রে কিনে খাস। আর এখন এই দু'আনার পয়সা নে, দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে খাওগে, আমি এইখানে বসে থাকি।

যাদব। কেন মা, তুমি এস না, তুমিও তো খাওনি মা।

জ্ঞানদা। আমি খেয়েছি বৈ-কি ?

যাদব। অমন হাঁপাচ্ছ কেন মা ?

জ্ঞানদা। হাঁপিয়েছি, তাই তো বসে আছি, তুই যা।

যাদব। মা, তোকে জল এনে দেব মা ?

[যাদবের প্রস্থান

জ্ঞানদা। না বাছা, তুমি যাও, খাও গে। এই তো আসন্নকাল উপস্থিত, অদৃষ্টে যা ছিল হ'ল, ম'লেই ফুরিয়ে যাবে! যেদোর কি হ বে আর দেখতে আসবো না, আজ তো বাছা খেতে পাবে! উঃ—

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। কোথাও তো কিছু হ'ল না, এই চারটে পয়সা পেয়েছি, এক ছটাক মদ দেবে। এ কে, জ্ঞানদা প'ড়ে নাকি ?

জ্ঞানদা। তুমি এসেছ ? আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। একটা কথা শোন; আমায় মার্জ্জনা কর, আমি ঠাকুরপোর বুদ্ধি শুনে তোমার এই সর্ব্বনাশ ক'রেছি! আমি শিব পূজা ক'রে শিবের মতন স্বামী পেয়েছিলুম, আমার বরাতে সইল না, তোমার অপরাধ নাই। এখনও শোধরাও, তোমার সব হবে।

যোগেশ। ম'চ্ছো, রাস্তায় ম'র্ত্তে এসেছ ? তোমাদের এতদূর হয়েছে ? আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল! যেদোও ম'রেছে ? বেশ হয়েছে, ম'চ্ছো মর, আমি মদ খাইগে। ঘরে ম'র্ত্তে পারলে না ? তা মর, রাস্তায়ই মর। কি করবো, হাত নেই, মদ খাইগে, আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।

জ্ঞানদা। তুমি আমার একটি উপকার কর, যদি এই কথাটি স্বীকার পাও, তা'লে আমি সুখে মরি। কোন রকমে যদি যেদোকে পীতাম্বরের

বাড়ী পাঠিয়ে দাও, কি পীতাম্বরকে যদি একখানা চিঠি পাঠিয়ে দাও, সে এসে নিয়ে যায়, তাহলে সুখে মরি।

যোগেশ। তুমি রাস্তায়, যেদো সেথায় মরবে, কেমন? তা বেশ। আমি বলতে পারিনি, মিছে কথা বলবো না, পারি যদি পীতাম্বরকে চিঠি লিখবো। আমার ঘাড়ের ভূতটা এখন তফাতে দাঁড়িয়ে আছে। যদি শীগগির না ঘাড়ে চাপে, তাহলে পারবো, আর ঘাড়ে চাপলে আমি কি করবো? কি বল, আমি লাথি মেরেই তোমায় মেরে ফেলেছি, কেমন?

জ্ঞানদা। তোমার অপরাধ কি, আমায় ভগবান মেরেছেন!

যোগেশ। না না, ভূতটা তফাতে আছে। আমি বুঝতে পাচ্ছি; আমিই মেরে ফেলেছি। কি কর্‌বো বল, ভূতে মেরেছে, চারা নাই! ম'চ্ছো, মর—মর!

গীতকণ্ঠে শ্যামাদাসের প্রবেশ

প্রণাম নে মা পায়!
স্বর্গ হ'তে দেবতারা মাথার' পরে ফুল ছড়ায়।
দুঃখনিশি হয়েছে ভোর, কাঁদার অবসান,
এল রে ডাক নিত্য যেথায় আলোক' হাসি গান;
মরুভূমে আসিস নে আর,
বইতে শিরে লাঞ্ছনা ভার,
জুড়াও জ্বালা দুঃখিনী মা
বিশ্বমায়ের চরণ ছায়।

যোগেশ। দেখ ত শ্যামাদাস, দেখ ত, মরে গেছে, না মূর্চ্ছা গেছে?

শ্যামা। এ মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গবে না যোগেশ। তুমিই ওকে মেরে ফেলেছ। কি বলব তোমাকে? তুমি বড় অভাগা। ওঠ মা কল্যাণি,

কুলবধূ তুমি, পথে মরবে? এই ত মন্দির। চল, মার পায়ে তোমাকে অঞ্জলি দিই।

[জ্ঞানদাকে লইয়া প্রস্থান

যোগেশ। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।

[প্রস্থান

———

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দরদালান

রমেশ ও কাঙ্গালী

রমেশ। বৌ মারা গিয়াছে, ডাক্তার বললে, সুরেশও মারা গিয়েছে। আমি আজ ডাক্তারকে ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা করলুম। শুনলুম, পীতাম্বর বেটা তার দেশে নিয়ে গেছলো, সেইখানে মারা গেছে। এখন ছেলেটা কোথায় গেল? সেটাকে ধ'ত্তে পারলেই যে আপদ চোকে। এডমিনিষ্ট্রেটারের কাছ থেকে টাকাটা বার ক'রে আনি। দাদা পাগল হ'য়েছে। পীতাম্বর বেটা যদি মাম্‌লা'র উদ্যোগ করে বেনামী স্বীকার পাব, দা'দার না হয় খোরাকী বন্দোবস্ত করবো। সেও কি, দু'এক বোতল মদ দিয়ে রেখে দেব, মদ খেতে খেতেই একদিন অক্কা পাবে।

কাঙ্গালী। জগা তো ঠিক বলেছিল, ছেলেটা হাত করা ভারি দরকার। দেখছি ওর ভারি বুদ্ধি। বাবু, একজন খেটে-খুটে বিষয় ক'রলে, আপনি বুদ্ধির জোরে ফাঁক তলায় মেরে দিলেন।

জগমণি, যাদব ও মদন ঘোষের প্রবেশ

রমেশ। এই যে জগা ছেলে নিয়ে এসেছে।

যাদব। ও মদনদা, এ কে, মদন দাদা? আমার ভয় ক'রে মদন দাদা! আমার মা কোথায়? কই ভাত রেঁধে ডাকছে মদন দাদা? ও মদন দাদা, আমার ভয় ক'চ্ছে!

রমেশ। ভয় কি, আয়, এদিকে আয়, তোর মা বাড়ীর ভিতর আছে।

যাদব। আমায় মা'র কাছে নিয়ে চল। আমার ভয় ক'চ্ছে।

রমেশ। চুপ, কাঁদিস নি।

যাদব। না, না কাকাবাবু, আমি কাঁদবো না, তুমি মেরো না কাকাবাবু!

রমেশ। যা, এর সঙ্গে যা

যাদব। ও কাকাবাবু, আমার ভয় করে কাকাবাবু, আমার তেষ্টা পেয়েছে কাকাবাবু, একটু জল দাও কাকাবাবু!

রমেশ। না, জল খায় না, তোর অসুখ ক'রেছে।

যাদব। না কাকাবাবু, অসুখ করেনি কাকাবাবু, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

রমেশ। ক্ষিদে পেয়েছে, কেটে ফেলবো।

যাদব। হ্যাঁ কাকাবাবু, আমি দু'দিন খাইনি কাকাবাবু। আমি মাকে খুঁজছি। মা টাকা বেঁধে দিয়েছিল, কে কেটে নিয়েছে, আমি কিছু খেতে পাইনি। আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, জল দাও।

রমেশ। জল খায় না, যা ওর সঙ্গে যা।

যাদব। আমি আর চলতে পারিনি কাকাবাবু।

রমেশ। এই চাবি নাও, যে মহলটা বন্ধ আছে, সেইটে খুলে তার ভেতর রাখ গে। নিয়ে যাও, পাঁজাকোলা ক'রে নিয়ে যাও।

কাঙ্গালী। এসো, তোমার মা'র কাছে নিয়ে যাই, চল।

যাদব। সত্যি বলছো, মিছে কথা ব'লছো না?

রমেশ। আবার কথা কাটাতে লাগলো, মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব। অসুখ ক'রেছে, শুগে যা।

যাদব। অসুখ ক'রেছে? আমি কিছু খাব না, একটু জল দাও।

রমেশ। জল দেবে এখন, যা।

যাদব। ও মদনদাদা, তুমি এসো।

[যাদব, মদন ও কাঙ্গালীর প্রস্থান

জগ। কাজ তো গুছিয়ে আছে, একটা ইংরেজ ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো। তুমি রোগ ব'ল্লেই টাকার লোভে একটা রোগ ব'লবে এখন, আর ওষুধও লিখে দেবে এখন। বেশ, কারুর সন্দেহ কর্‌বার যো নাই; ছেলে পথে পথে বেড়াচ্ছিল, যত্ন ক'রে বাড়ী নিয়ে এসেছ, ডাক্তার দেখিয়েছ, মারা গেল, তুমি কি কর্‌বে?

মদন ঘোষের পুনঃ প্রবেশ

মদন। পাহারাওয়ালা সাহেব, ও ছেলেটাকে ছেড়ে দাও না।

জগ। চোপ, এখনি বেঁধে নিয়ে যাব।

মদন। না না, আমি তো চুরি করিনি; তুমি যা বল্‌বে, তাই শুনছি। পাহারাওয়ালা সাহেব, ছেলে তো এনে দিয়েছি, এখন আমি কোথাও চলে যাই, তুমি আর আমায় ধ'রো না।

জগ। চুপ ক'রে বস। (রমেশের প্রতি জনান্তিকে) ওকে দিন-কতক ভুলিয়ে রাখ, কি জানি, কোথাও গোল করুক্। আর ওষুধের যদি একটা উল্টাপাল্টা ক'ত্তে হয়, বলা যাবে, পাগ্‌লাটা ওল্টা পাল্টা ক'রেছে কোন কিছু দোষ চাপাতে হয়, ওর ওপর দিয়ে চাপান যাবে।

রমেশ। ঠিক বলেছ। মদন দাদা, তুমি যেতে চাচ্ছ, আমি ক'নে ঠিক ক'রে রাখলুম, আর তুমি চ'ল্লে।

মদন। হাঁ দাদা, সত্যি? হাঁ দাদা, সত্যি?

রমেশ। সত্যি বৈকি।

মদন। তাই ব'লছি—তাই ব'লছি, বংশটা লোপ হয়।

রমেশ। দিব্যি ক'রে ঠিক ক'রেছি।

মদন। তা যেমন হ'ক। কি জান, বংশরক্ষা, বংশরক্ষা!

রমেশ। যেমন হ'ক কেন, বেশ ক'রে ঠিক করেছি, তুমি বৈঠকখানায় বসো গে।

মদন। হাঁ দাদা, পাহারাওয়ালার সঙ্গে বে' দেবে না?

রমেশ। পাহারাওয়ালা কেন?

মদন। দেখ দাদা, বেশ্যায় মেয়ে বে' দিয়েছিল, দাঁতে কুটো ক'রে জাতে উঠেছি। যাত্রাওয়ালার ছেলে বে' দিয়েছিল, দুটো কানমলা খেয়ে ঢুকেছে। এই পাহারাওয়ালা বিয়ে ক'রে আমার প্রাণটা গেল। আর পাহারাওয়ালা বে' দিও না দাদা!

রমেশ। না মদন দাদা, বেশ মেয়ে।

মদন। তাই বল্‌ছি—তাই বলছি। কি জান, বংশরক্ষা, বংশরক্ষা!

[প্রস্থান

জগ। তবে যাও, ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো। দু'দিন খায়নি, আর জোর দু'দিন টেঁকবে।

[জগমণি ও রমেশের প্রস্থান

প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। কিছু জানতে পারলুম না, কি ফুসফুস্‌ ক'লে; ছেলেটাকে কি ধরেছে? আমার মন আজ কেমন ক'চ্ছে, আমি স্থির হতে পাচ্ছিনি, আমার প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠছে, আমার বুকের ভেতর কেমন ক'চ্ছে! ঠাকুরপো কি সন্ধান পায়নি? কি করি, আমার বুকের ভেতর কেমন যেন ক'রে উঠছে!

ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। বৌ ঠাকরুণ, একটু মুখে জল দেবে এসো, না খেয়ে না ঘুমিয়ে তুমি কি পাগলের সঙ্গে মারা যাবে? শুনেছিলুম, কলকাতার বৌগুলো কেমন কেমন হয়, আমি এমন বৌ তো কখন দেখিনি। এসো, সকাল সকাল নাও, দুটি খাও।

প্রফুল্ল। দেখ ঝি, বুঝি আমার এ বাড়ীতে খাওয়া ফুরিয়েছে; আমার বড় মন কেমন ক'চ্ছে। আমার যদি এমন হয়, তাহ'লে আর আমি বাঁচবো না। আমায় কে যেন ডাকছে, আমার প্রাণ যেন কাঁদছে, আমি কাঁদতে পারিনি, আমার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে!

ঝি। ও কিছু নয়। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, রাতদিন পাগলের সঙ্গে ঘোরা, বাতিক বেড়েছে!

প্রফুল্ল। না ঝি, আমার কোথায় কি সব্বনাশ হ'চ্ছে! আমার বড্ড মন কাঁদছে। তোমায় একটি কথা বলি, যদি আমার ভালমন্দ হয়, আমার গয়নাগুলি তুমি নিও। বেচে যে টাকা হবে, তাই থেকে ঠাকরুণকে খাইও; আবাগীর আর কেউ নাই।

ঝি। বালাই! অমন সোনার চাঁদ বেটা র'য়েছে, তুমি অক্ষয় অমর হও, কেউ নেই কি?

প্রফুল্ল। না ঝি! অমন আবাগী ভারতে আর জন্মায় না! তুমি আমার কাছে বল, তুমি কোথাও যাবে না, মাকে দেখবে? আমি আর বাঁচবো না, আমার কোথা ভরা ডুবি হ'য়েছে।

ঝি। হ্যাঁগো হ্যাঁ, তাই হবে, তুমি এখন এসো; ফাঁকে ফাঁকে দুটি খেয়ে নেবে, ফাঁকে ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নেবে, তা নইলে বাঁচবে কেন?

প্রফুল্ল। আমার মা বাঁচতে এক তিল ইচ্ছে নাই, কেবল ঐ আবাগীর

জন্ত মনটা কাঁদে। আমার ছেলেবেলায় মা ম'রে গিয়েছিল, আমি শ্বশুরবাড়ী এসে মা পেয়েছিলুম, সেই মা আমার এমন হ'ল, আমাদের সোনার সংসার ভেসে গেল!

ঝি। কি ক'রবে মা, কারুতো হাত নয়, এসো মা, এসো।

প্রফুল্ল। চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাশীমিত্রের ঘাট

নেপথ্যে শ্মশান-যাত্রীগণ। বল হরি হরিবোল।

শিবনাথ, সুরেশ ও ভজহরি

শিবনাথ। ওহে সুরেশ, আমি ত ছেলে কোথাও খুঁজে পেলাম না। আমি সমস্ত রাত থানায় থানায় ঘুরেছি, পাঁচজন লোক লাগিয়ে কলকাতার অলি-গলি খুঁজেছি, কেউ তো বলে না যে দেখেছি।

সুরেশ। বল কি, তবে সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, সে আর নাই! মেজদা মেরে ফেলেছে।

শিব। সেকি?

সুরেশ। আর সেকি! তোমায় তো ব'লেছি, মেজবো'র কাছে শুনে এলুম, তাকে মেরে ফেলবার পরামর্শ ক'চ্ছে। ভাই শিবনাথ, আমার প্রাণের ভিতর জ্বলে জ্বলে উঠছে, যেদোকে যদি না পাই, এ প্রাণ আর আমি রাখবো না। আমি কি এই যাতনা ভোগ করবার জন্যই জন্মগ্রহণ

ক'রেছিলুম? ভাই, আমার যেদোকে এনে দাও, যেদোকে না পেলে আমি এ শ্মশান থেকে যাব না। আমি তিনদিন দেখবো, তারপর জলে ঝাঁপ দেব।

ভজ। ওহাইয়াদ, ওহাইয়াদ, সাফ ওহাইয়াদ! সুরেশবাবু, একে না পেলে মর্‌বো, ওকে না পেলে মরবো, তাহ'লে আর বাঁচা হয় না, দিনের ভেতর দু'শো বার ম'ত্তে হয়! মনে ক'রেছেন কি, আপনিই ঝড়-ঝাপ্টা খাচ্ছেন, আর কেউ কখনও খায়নি! তবে কাঁদছেন কাঁদুন, বেশী বাড়া-বাড়ি কেন?

সুরেশ। ভাই রে, আমার মতন অভাগা পৃথিবীতে আর নাই। আমার অন্নপূর্ণার মত মা জ্ঞানশূন্য হ'য়ে বেড়াচ্ছেন, আমার ইন্দ্রের মত বড় ভাই পথে পথে ভিক্ষে ক'চ্চেন, আমার রাজলক্ষ্মী বড় ভাজ, অনাহারে পথে প'ড়ে মরেছেন। আজ অনাথার মত পোড়ালুম। আজ আমার ব্রজের গোপাল হারিয়েছে! আমি আপনি জেল খেটেছি, তাতে দুঃখিত নই, আমার যেদোর মুখ মনে প'ড়ছে, আর আমি প্রাণ ধ'ত্তে পারছি নি!

ভজ। মুখ মনে ক'ত্তে গেলে অনেকের অনেক মুখ মনে পড়ে। আমার ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ নয়—এক গৃহস্থ, বাপ ছিল, হাস্যময়ী মা ছিল, গ্যাঁটাগোঁটা সব ভাই ছিল। বোনটা আমি না খাইয়ে দিলে খেত না। তারপর শোন! একদিন খেলিয়ে এসে বাড়ীতে দেখি, সব বাড়ী শুদ্ধ কাঁদছে। কি সমাচার? না জমিদার আমার বাপকে খুব মেরেছে, রক্ত খোলে প'ড়ছে, প্রাণ ধুক্ ধুক্ ক'চ্ছে। সেই রাত্রিতেই তো তিনি মরুন। তারপর জমিদার বাহাদুর ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলেন, ছেলেপুলে নিয়ে মা ঠাকরুণ বেরুলেন। দেশে আকাল, ভিক্ষে পাওয়া যায় না। যা দুটি পান, আমাদের খাওয়ান, আপনি উপোস যান। একদিন তো গাছতলায় প'ড়ে মরুন—

সুরেশ। আহা-হা!

ভজ। রসো, আহা-হা ক'রো না, ঝড়ে যেমন আঁব পড়ে, ভাইগুলো সব একে একে প'ড়লো আর ম'লো, বোনটাকে এক মাগী ছিনিয়ে নিয়ে গেলো। কাঁদতে লাগলো, আমিও কাঁদতে লাগলুম। তারপর আর সন্ধান নেই! কেমন, মুখ মনে পড়বার আছে?

সুরেশ। আহা ভাই, তুমিও বড় দুঃখী!

ভজ। তারপর মামাবাবুর কাছে গিয়ে পড়লুম। গরুর জাব দেওয়া, বাসন মাজা, উনুন ধরান, ভাত রাঁধা; মামাবাবুর বেত আর মামী ঠাকরুণের ঠোনার সঙ্গে ফ্যানে ধ্যানে ভাত; জেলটা আসটাও ঘুরে আসা গিয়েছে।

পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতাম্বর। কেউ তো কিছু বলতে পা'ল্লে না। একজন ময়রা ব'ল্লে, একটি ছেলে খাবার কিনতে এসেছিল, এক বুড়ো এসে ব'ল্লে, শীগগির আয়, তোর মা ডাকছে। বিস্তু কে সে, তা আমি কিছু সন্ধান ক'ত্তে পারলুম না।

সুরেশ। পীতাম্বরদা, তুমি আবার যাও, কোনরকমে সন্ধান কর। আহা, কখনও কোন ক্লেশ পায়নি, ননী ছানা খেয়ে বেড়িয়েছে। কখনও রাস্তায় বেরুতে পেতো না, কখনও ভূঁয়ে নাবেনি, কোলে কোলে বেড়িয়েছে। না জানি, তার কত দুর্গতি হ'চ্ছে। যাও দাদা, তুমি যাও।

পীতাম্বর। সে তোমায় বলতে হবে কেন? আমি এখনি আবার যাচ্ছি। গোটা কলকাতা তোলপাড় করব। দেখি, কোথায় তাকে লুকিয়ে রাখে? বড় বৌমাকে কোথায় পেলে?

সুরেশ। রাস্তার ধারে এক মন্দিরের চাতালে। রাস্তায়ই ম'রেছিল,

শ্যামঠাকুর তাকে কোন রকমে মন্দিরের চাতালে তুলে নিয়েছিলেন। দাদার লাথি খেয়ে সেই যে মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল, ওই তার কাল হ'ল। মন্দিরে চাপ চাপ রক্ত দেখলুম।

পীতাম্বর। ওঃ—সূর্য্য যার মুখ দেখতে পেত না, তার মৃত্যু হ'ল পথে! এ দুঃখ কি রাখবার স্থান আছে? আমি যদি কায়েতের সন্তান হ'য়ে থাকি, এর শোধ আমি না তুলে ছাড়ব না। রমেশ ঘোষকে আমি ফাঁসী কাঠে লটকাব।

[প্রস্থান

সুরেশ। শিবনাথ—আমি এখন কি করব বল।

শিবনাথ। অস্থির হ'য়ো না। ধর্ম্ম এখনও মরেনি।

সুরেশ। যাদব, যাদব কোথায় আছিস তুই, বল। হে ভগবান, কখনও তোমায় ডাকিনি। আজ আকুল হ'য়ে প্রার্থনা ক'চ্ছি—ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রাখ ঠাকুর—ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রাখ।

ভজ। বসো বসো, বিনিয়ে কেঁদো এখন; বুড়ো ব'লে বুঝি. বুড়ো সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছে? সুরেশবাবু, সন্ধান হ'য়েছে, তোমার মায়ের পেটের সহোদর নিয়ে গিয়েছে। সে বৃদ্ধটি আমার মাতুলানীর অনুচর। সুরেশবাবু, সুরেশবাবু, একটু আড়ালে দাঁড়াও, আমি সন্ধান নিচ্ছি। ঐ যে তোমার মধ্যম, মা'র পেটের ভাই গাড়ী থেকে নাবছেন। যাবার যো কি? চুম্বুকে যেমনি লোহা টানে, তেমনি টান দিয়েছি। আমায় দেখে নড়বার যো কি? একটু আড়ালে দাঁড়াও, একটু আড়ালে দাঁড়াও, আমাদের দু'জনকে একত্রে দেখলে সরে পড়বে। (সুরেশ ও শিবনাথের অন্তরালে অবস্থান)

[রমেশের প্রস্থান

ভজ। ক্যা রমেশবাবু, আপ হিঁয়া তসরিফ কাহে লে' আয়া, মেজাজ খোস?

রমেশ। কি হে, তুমি যাওনি ?

ভজ। হামলোক জমীনদার হ্যায়, যাতে যাতে দো এক রোজ রহে যাতা।

রমেশ। আরও কিছু টাকা চাই নাকি ?

ভজ। মেহেরবাণী আপকা।

রমেশ। আচ্ছা এসো, আমি ফার্ষ্ট ক্লাস টিকিট কিনে দিচ্ছি, আর একখানা চেক দিচ্ছি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ওপর।

ভজ। যাবই তো ; রয়ে গিয়েছি কেন জানেন, আরও যদি কিছু কাজকর্ম্ম দেন।

রমেশ। আর এখন কিছু কাজ হাতেই নেই, হলে চিঠি লিখে পাঠাব।

ভজ। সো তো আপ লিখিয়েগা, সো তো আপ লিখিয়ে গা। দোস্তি হুয়া, ওসব ত চলেই গা ; দেখিয়ে, হামসে কাম চলতা তো দোসরাকো কাহে দেনা ?

রমেশ। সত্য বলছি, এখন আর কিছু কাজ হাতে নাই।

ভজ। আবি নেই, দো রোজ মে হো সেক্তা। আগর ভাতিজা মরে তো একঠো জমিনদার গাওয়া চাহিয়ে, ওস্কো বেমার হুয়া থা। হাম তো জমিনদার হ্যায়, আপকো মোকামমে যাতা হ্যায়।

রমেশ। ভাতিজা ! ভাতিজা কে ?

ভজ। ভাইপো গো ভাইপো, যাদব।

রমেশ। ওকি কথা ?

ভজ। সুরেশবাবু, আসুন, সন্ধান পেয়েছি।

রমেশ। এই যে সুরেশ বেঁচে আছে। মিছে কথা বলেছে পাজী বেটা।

ভজ। ম'শায় যান কেন, যান কেন, ভাইয়ের সঙ্গে একবার আলাপ ক'রে যান।

[রমেশের প্রস্থান

শিবনাথ ও সুরেশের প্রবেশ

সুরেশ। কি সন্ধান পেলে, কি সন্ধান পেলে ? আছে তো, বেঁচে আছে তো ?

ভজ। বোধ হচ্ছে তো আছে। আসুন, শীগগির আসুন, বাবুর বাড়ীতে চলুন।

শিবনাথ। বাড়ীতে যাবে, যদি ঢুকতে না দেয় ?

ভজ। আমাতে সুরেশবাবুতে গেলে দোর ভাঙলেও কিছু ব'লবে না, ঢুকতে দেবে না কি ? চলুন—

সকলে। বল হরি, হরিবোল।

[প্রস্থান

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। বল হরি, হরিবোল।

শ্যামাদাসের প্রবেশ

গীত

মন আমার দিন কাটালি, মূল খোয়ালি ভাল ব্যাসাত করলি ভবে।
একলা এলে একলা যাবে, মুখ চেয়ে কার ঘুরছ তবে ?
কে তুমি বলছো আমি, দেখ ভেবে আর ভাববি কবে ?
ভাঙ্গবে মেলা, ঘুচবে খেলা, চিতায় ছাই নিশানা রবে।

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! কি ক'রবো, গেল তা কি ক'রবো? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা! গেল, যাক; আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! হ্যাঁ হে, তুমি তো মড়া পোড়াতে এসেছ?

শ্যামা। না।

যোগেশ। বল না বল না, আমায় যা ব'লবে তাই ক'রবো। বেশী খাব না, এক গেলাস দাও। ফুরিয়ে গিয়ে থাকে পয়সা দাও, চট্ করে এনে দিচ্ছি। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল, তা কি ক'রবো?

[শ্যামদাসের প্রস্থান

আহা। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল। ঐ না কারা মড়া পুড়িয়ে যাচ্চে—গায়ের ব্যথার জন্যে একটু মদ খাবে না? যাই ওদের সঙ্গে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

[প্রস্থান

———

তৃতীয় দৃশ্য

যোগেশের বাড়ীর দরদালান

মদন ঘোষ ও প্রফুল্ল

মদন। না না, আমি পারবো না, আমি পারবো না! ছেলে মারবে, আমায় লুকিয়ে রেখে দাও, আমায় লুকিয়ে রেখে দাও। বংশ-লোপ করবে, বংশলোপ ক'রবে।

প্রফুল্ল। কি গা, কি ব'লছো? ছেলে মারবে কি ব'লছো?

মদন। ওগো, বংশলোপ ক'রবে, বংশলোপ ক'রবে, ছেলে মারবে! সেই পাহারাওয়ালা ছেলে মারবে। হায় হায়, আমি কেন পাহারাওয়ালা বে' ক'রেছিলুম!

প্রফুল্ল। মদনদাদা, মদনদাদা, শীগগির বল, ছেলে মারবে কি?

মদন। না না, আমি বলবো না। আমায় ধ'রবে, জমাদারে ধ'রবে, আমি কোথায় লুকুবো, আমি কোথায় লুকুবো?

প্রফুল্ল। মদনদাদা, তোমার ভয় নেই, তুমি বল।

মদন। না না, সে তেমন পাহারাওয়ালা নয়, সে ধ'রবে, আমার ভয় ক'চ্ছে

প্রফুল্ল। কে ধ'রবে? ছেলে মারবে কি? আমায় শীগ্‌গির বল।

মদন। না না, ব'লবো না, আমি তার ভয়ে সিন্দুক ভেঙ্গে দলিল চুরি ক'রে আনলুম, তবু ছাড়লে না। আমি তার ভয়ে ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে এলুম, তবু ছাড়লেনা। ছেলে মারবে, না খেতে দে মারবে। আমায় বিষ দিতে বলে, আমি একটু জল দিয়েছিলুম, দুধ দিয়েছিলুম, তাই বেঁচে আছে—না না—দুধ দিইনি! আমি পালাই, আমি পালাই!

প্রফুল্ল। মদনদা'দা, মদনদাদা, কাকে ধ'রেছে, যেদোকে ?

মদন। হঁ্যা, হঁ্যা, না, ন'—আমি না, আমি না। আমি দলিল চুরি ক'রেছি, ধ'রিয়ে দেবে। হায় হায়, বে' ক'ত্তে গে মজলুম! কেন এ দস্যি পাহারাওয়ালা বে' বল্লুম? সেই আমায় ভয় দেখিয়ে দলিল চুরি ক'ত্তে ব'ল্লে। তাকে আমি দলিল দিলুম, এখন আমায় ধ'রিয়ে দেবে। আমি ছেলেটাকে দুধ দিয়েছি জ'ন্যেই এখনি আমায় বেঁধে নে যাবে। আমি পালাই, আমি পালাই!

প্রফুল্ল। মদনদা'দা, দাঁড়াও।

মদন। না না, দাঁড়াব না, আমায় ধ'রবে, আমি লুকুবো।

প্রফুল্ল। ভয় নেই, ছেলে কোথায় বল ?

মদন। ওরে বাপ্‌রে—আমায় ধর্‌লে রে!

প্রফুল্ল। তুমি কেন ভয় পাচ্ছো? ছেলে কোথায় বল? আমি ছেলেকে বাঁচাব। মদনদা'দা, শীগগির বল কোথায়?

মদন। ঐ তোমাদের পোড়োমহলে রেখেছে। আমায় ছেড়ে দাও, আমি লুকুই, আমি পালাই, আমায় মেরে ফেল্‌বে।

প্রফুল্ল। মদনদা'দা, তোমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয় এত কর?

মদন। না-না, মর্‌তে পার্‌বো না, মর্‌তে পার্‌বো না! আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও।

প্রফুল্ল। মদনদাদা, ধিক্ তোমায়! মা ব'ল্‌তেন, তুমি একজন সাধু পুরুষ, তোমার কি এই বুদ্ধি? তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে অধর্ম্ম কর? প্রাণের ভয়ে বাক্স ভেঙে চুরি কর? প্রাণের ভয়ে কচিছেলে এনে রাক্ষসের মুখে দাও? এই প্রাণ কি তোমার চিরকাল থাক্‌বে? একবার ভেবে দেখ—যম তোমার সঙ্গে ফির্‌ছে; যখন ধর্ম্মরাজ তোমায় জিজ্ঞাসা

কর্‌বেন যে, 'তুমি বালক ভুলিয়ে এনে রাক্ষসকে দিয়েছ ?' তখন তুমি কি উত্তর দেবে ? মদনদাদা, সেই ভয়ঙ্কর দিন মনে কর, এখনও মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, বালকের প্রাণরক্ষার উপায় কর। ছার প্রাণ চিরদিন থাক্‌বে না, ধর্ম্মই সাথী, ধর্ম্ম রক্ষা কর।

মদন। কি বলছ ?

প্রফুল্ল। ধর্ম্ম ইহকাল পরকালের সঙ্গী, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও। মদনদাদা, যা করেছ, তার আর উপায় নাই, আমায় বলে দাও, যেদো কোথায়। আমি তাকে কোলে নিয়ে বসি। দেখি, কোন্ রাক্ষস আমার কাছ থেকে নেয় ? এখনও বল্‌ছো না ? তোমার কি মরণ হবে না ? এ মহাপাতকের কি শাস্তি হবে না ? যদি হিত চাও, যদি ঘোর নরকে তোমার ভয় থাকে, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও। যমরাজ দণ্ড তুলে তোমার পেছনে পেছনে ঘুরছেন, তুমি বুঝতে পাচ্ছো না ?

মদন। অ্যাঁ—অ্যাঁ, যমরাজ ?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ, যমরাজ তোমার পেছনে পেছনে! যদি সেই মহাভয় হ'তে উদ্ধার হ'তে চাও, সাহসে বুক বাঁধ, আমার সঙ্গে এসো, যেদো কোথায় দেখিয়ে দেবে এসো ; তুমি সামান্য পাহারাওয়ালার ভয় ক'চ্ছো ? যমদূতকে ভয় কর না ? ধর্ম্মরাজকে ভয় কর না ? অবোধ বালককে ভুলিয়ে এনেছ, তবু স্থির আছ ? প্রাণভয়ে তার প্রাণরক্ষার উপায় ক'চ্ছো না ? তোমার প্রাণে ধিক্, তোমার ভয়ে ধিক্, তোমায় জন্মে ধিক্ !

মদন। চল—চল, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ; ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর! যদি ধরে ?

প্রফুল্ল। তোমার এখনও ভয় ? যখন যমদূত ধ'রবে, তার উপায় কি করেছ ? এখনও ধর্ম্মের আশ্রয় নাও, সামান্য ভয় ছাড়।

মদন। চল—চল, এইদিকে চল। মরি ম'র্‌বো, ছেলে দেখিয়ে দেব। ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

যোগেশের ঘর

শয্যা-শায়িত যাদব, রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণি

যাদব। ও কাকাবাবু, একটু জল দাও! আমার আগুন জ্বল্‌ছে গো—আগুন জ্বলছে!

রমেশ। জল দিচ্ছি, এই ওষুধটা খা।

যাদব। না গো, জ্বলে যায়, জ্ব'লে যায়! আমায় একটু জল দাও।

জগ। কোন্‌টা দেব?

রমেশ। টার্‌টার এমিটিক দাও, ডাক্তার আস্‌ছে, বমি হবে দেখবে এখন।

জগ। না না, পেটে কিছু নেই, উঠবে কি? সেইটেই উঠে যাবে, ডাক্তার ব'ল্‌বে—'খেতে দাও'। এইটে দাও, খুব ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌বে, দেখবে এখন।

যাদব। ওগো না গো, ও কাকাবাবু, আমি সন্ধ্যেবেলা ম'র্‌বো, এখন আর দুঃখ দিও না! আমার সব শরীরে ছুঁচ ফুটছে। কাকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু—

রমেশ। ডাক্তার আস্‌ছে, ডাক্তার আস্‌ছে—

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার। গুড্ মর্নিং, কেমন আছে ?

জগ। আহা, বাছা আজ নির্জীব হ'য়ে প'ড়েছে।

কাঙ্গালী। ডাক্তারবাবু, বাঁচ্‌বে তো? বাবুর ছেলেপুলে নেই, কেউ নেই, ঐ ভাইপোটিই সর্ব্বস্ব।

যাদব। ও ডাক্তারবাবু, আমার কিছু হয়নি, আমায় একটু জল খেতে দিলেই বাঁচবো।

ডাক্তার। দাও—দাও, জল দাও।

জগ: ও আমার পোড়ার দশা—জল কি তলায়!

যাদব। ওগো, আমায় একটু জল না দাও, একটু দুধ খেতে দাও, আমি কিছু খাইনি।

রমেশ। ডাক্তার সাহেব, ডিলিরিয়াম সেট ইন (Delirium set in) ক'রে।

ডাক্তার। এত দুধ সুরুয়া রয়েছে, তোমাকে খেতে দেয় না?

যাদব। না ডাক্তারবাবু, আমাকে খেতে দেয় না।

ডাক্তার। ছুঁই।

জগ। ডাক্তারবাবু, একটা উপায় কর, বাছার জলটুকু তলাচ্ছে না!

রমেশ। ডক্টর, ইয়োর ফি।

ডাক্তার। (ফি গ্রহণ করিয়া) একটা ব্লিষ্টার দেও।

যাদব। না গো না, আর বেলেস্তারা দিও না গো, আমার পেটের ভেতর এখনও জল্‌ছে, এই দেখ—ঘা হ'য়েছে।

[ডাক্তার ও রমেশের প্রস্থান

ও মাগো, একবার দেখে যাও গো? মা তুমি কোথায় আছ গো? জ'লে গেলুম গো—জ'লে গেলুম—মাগো, একবার দেখে যাও!

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

রমেশ। ওহে কাঙ্গালী, ডাক্তারকে রাখ্‌তে গিয়ে দেখি—ভজহরি, সুরেশ, শিবনাথ, পীতাম্বর চার ব্যাটা দাঁড়িয়ে কি পরামর্শ ক'চ্ছে; বাড়ী ঢোক্‌বার যেন কি মতলব ক'চ্ছে।

জগ। তার ভয় কি, এই বেলেস্তারাখানা দিলেই হ'য়ে যাবে এখন।

যাদব। ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় গলা টিপে মেরে ফেল! জ'লে গেল গো, জলে গেল! ও কাকাবাবু, কাকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু!

কাঙ্গালী। চল যাওয়া যাক্, মদনাকে পাঠিয়ে দিই, এই মালিস্‌টা এক ভোজ খাওয়ালেই হ'য়ে যাবে এখন। এই বিছানার কাছেই রইলো।

যাদব। ও কাকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু, আমায় জলে ডুবিয়ে মার, আমি একটু জল খেয়ে মরি। কাকাবাবু, আমায় একটু জল দাও, জল খেলেও বাঁচবো না কাকাবাবু!

রমেশ। দাও, একটু জল দাও।

জগ। না-না, তবু পাঁচ মিনিট বুঝবে।

যাদব। না, আমি জল খেলেই মর্‌বো। এই দেখ না, আমার গায়ে ইঁদুর-পচা গন্ধ বেরিয়েছে, আমায় কুকুরে চিবিয়ে খাচ্ছে।

জগ। চল—চল, দেখা যাগ গে। ভজহরিটার সঙ্গে সুরেশ জুটেছে, আমার ভালবোধ ঠেক্‌ছে না। আমি তো বলেছিলুম, ডাক্তারটা পাজী, মিছে কথা ক'য়েছে, সুরেশ মরেনি।

[রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণির প্রস্থান

যাদব। ও মা, মাগো, কতক্ষণে মর্‌বো মা ?

বেগে প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। এই যে আমার যাদব ! যাদব, যাদব, বাবা !

যাদব। কে ও, কাকীমা এসেছ ? আমায় একটু জল দাও। (প্রফুল্লর জল প্রদান) আমি আর খেতে পার্‌ছি নি, আমার চোখে-কাণে জল দাও। কাকীমা, আমায় না খেতে দিয়ে কাবা মেরে ফেল্লে।

প্রফুল্ল। পরমেশ্বর, কি বল্লে ? ও বাবা, এই দুধ খাও।

যাদব। আর গিল্‌তে পার্‌বো না, গলা আটকে গিয়েছে। কাকীমা, মা কি বেঁচে আছে ? বেঁচে থাকলে মা আমার খুঁজে খুঁজে আসতো। যদি বেঁচে থাকে, ব'লো না, আমি না খেতে পেয়ে ম'রেছি। আমায় আধপেটা ভাত দিত, মা কাঁদতো, খেতে পাইনি শুন্‌লে মা আমার বুক চাপ্‌ড়ে মরে যাবে। কাকীমা, ব'লো আমি ব্যামোতে ম'রেছি।

প্রফুল্ল। বালাই, বালাই ! ছি বাবা, ওসব কথা ব'লতে নেই। পরমেশ্বর রক্ষা কর !

মদন ঘোষের প্রবেশ

মদন। ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর ! এই নাও—এই নাও, এই পারাভস্ম নাও, আমি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে গাঁজা খেয়ে পেয়েছি। এই খাইয়ে দাও ; আমি লুকিয়ে রেখেছিলুম, বেঁচে থাকবো ব'লে লুকিয়ে রেখেছিলুম, এখুনি বাঁচবে। ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর,, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর ! (পারাভস্ম লইয়া দুগ্ধের সহিত প্রফুল্ল যাদবকে খাওয়াইয়া দেওন) আর আমি পাগল নই। ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর !

রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণির পুনঃ প্রবেশ

জগ। কই, কোথায় কি? তুমি যেমন বাতাস নড়লে ভয় পাও! তোমার ভয় হয়, গাড়ী ক'রে আমার বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।

প্রফুল্ল। কে রে রাক্ষসি? মা'র কোল থেকে তার ছেলে কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছিস্? তোর সাধ্য হবে না, রাক্ষসি দূর হ!

কাঙ্গালী। একি সর্ব্বনাশ!

রমেশ। প্রফুল্ল, তুই এখানে কি ক'ত্তে এসেছিস্? এখান থেকে যা, ছেলের বড় ব্যামো, চিকিৎসা ক'ত্তে হবে!

প্রফুল্ল। তুমি এখনও প্রতারণা ক'চ্ছো? কার জন্য এ সর্ব্বনাশ ক'চ্ছো? কার জন্য সহোদরকে পথের ভিখারী করেছ? কার জন্য কনিষ্ঠকে জেলে দিয়েছ? কার জন্য বংশধরকে অনাহারে মেরে টাকা রোজগার ক'রছো?

রমেশ। প্রফুল্ল!

প্রফুল্ল। শুনেছি তুমি বিদ্বান। আমি অবলা স্ত্রীলোক, আমায় তুমি বুঝিয়ে দিতে পার, এ মহাপাতকে লাভ কি? পরকালের কথা দূরে থাকুক, ইহকালে কি সুখভোগ করবে? সদাশিব বড় ভাই মদে উন্মত্ত, মা পাগল হ'য়েছেন, ছোট ভাই কয়েদ খেটেছে, বংশের একটি ছেলে অনাহারে মৃত্যুশয্যায়! এ ছবি তোমার মনে উদয় হবে, তোমার জীবনে কি সুখ, আমি তো বুঝতে পারছি নি।

রমেশ। দেখ প্রফুল্ল, ছোটমুখে বড় কথা ক'সনি; ভাল চাস্ তো দূর হ, নইলে তোকে খুন ক'রবো।

প্রফুল্ল। তুমি কি মনে কর, আমি প্রাণ এত ভালবাসি, যে অবোধ নিরাশ্রয় বালককে রাক্ষসের হাতে রেখে প্রাণভয়ে পালাব? আমি ধর্ম্মকে

চিরদিন আশ্রয় ক'রেছি, আমার প্রাণের অত ভয় নেই। নিশ্চয় জেনো—তোমার চেষ্টা বিফল হবে। তোমার কু-কার্য্যের এই শেষ সীমা! ধর্ম্ম অনেক সহ্য করেছেন আর করবেন না। আমি সতী, আমার কথা শোন, বধ কত্তে যদি মঙ্গল চাও, আর ধর্ম্মবিরোধী হ'য়ো না। তুমি কখনই এ শিশুকে পারবে না।

মদন। না না, বধ কত্তে পারবে না। ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও।

জগ। তবে রে মড়া মদনা, তুমিই পথ দেখিয়ে এনেছ?

মদন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানলা ভেঙ্গে এনেছি। ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও। জমাদার, আর তোমায় ভয় করিনি। ধর্ম্ম-রাজ আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও।

রমেশ। প্রফুল, দূর হ—ভাল চাস্ তো দূর হ!

প্রফুল্ল। আমার ভাল কি? এ সংসারে আমার ভাল কি আছে? আমার ভাল আমি চাইনি, তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি। আমি এতদিন মার জন্য বড় অস্থির ছিলুম, আজ তোমার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছি।

জগ। রমেশবাবু, রমেশবাবু, কি ক'চ্ছো? ওদের ঠেলে ফেলে দিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে চল।

মদন। খবরদার পাহারাওয়ালা, খুন করবো। ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

রমেশ। প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, তোকে খুন ক'রে ফেল্‌বো; সরে যাবি তো যা।

যাদব। কাকীমা, পালাও, তোমায় মেরে ফেল্‌বে—আমি মরি, তুমি পালিয়ে যাও।

প্রফুল্ল। তোমার কি প্রাণ পাষাণে গড়া? এই স্নেহপুত্তলি ছেলেকে

না খাইয়ে মারছো? ছি-ছি-ছি, তোমায় ধিক্। আর মহাপাতকে লিপ্ত হয়ো না, আমি আবার বলছি, ধর্ম্ম অনেক সহ্য করেছেন, আর সহ্য ক'রবেন না।

রমেশ। তবে মর্!

[প্রফুল্লর গলা টিপিয়া ধরিল। ইত্যবসরে কাঙ্গালীচরণ ও জগমণি যাদবকে টানিয়া লইয়া যাইবার উদ্যোগ]

মদন। ছেড়ে দে রাক্ষসি! ছেড়ে দে নরাধম! ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর! ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

সার্জ্জন, জমাদার, ইনস্‌পেক্টর, পাহারাওয়ালাগণের সহিত স্মরেশ, শিবনাথ, পীতাম্বর, ডাক্তার ও ভজহরি ইত্যাদির প্রবেশ

পীতাম্বর। আরে নীচ প্রবৃত্তি নরাধম! স্ত্রীহত্যা, বালক হত্যা করছিস্!

(রমেশকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল, পাহারাওয়ালা প্রভৃতির রমেশকে প্রহার)

স্মরেশ। থাক—থাক।

প্রফুল্ল। আর মেরো না।

ডাক্তার। ওহে শিবু, শিবু, ভয় নাই, ভয় নাই। ছেলে বেঁচে আছে। পাল্‌স্ ষ্টেডি আছে, দিন দুই তিনে সেরে যাবে, ভয় নেই।

মদন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি রোজ রাত্রে দুধ খাইয়েছি। ভয় নেই, ভয় নেই, পারাভস্ম দিয়েছি। ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

স্মরেশ। ডাক্তারবাবু, এদিকে দেখুন, মেজ বৌদিদির মুখে রক্ত উঠ্‌ছে।

ডাক্তার। ইস্! তাই তো!

সুরেশ। মেজ বৌদিদি! মেজ বৌদিদি!

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো এসেছ? যেদোকে দেখো, আমার দিন ফুরিয়েছে, আমার জন্য ভেবো না, আমি যার জন্য জোর ক'রে প্রাণ রেখেছিলুম, আজ আমি নিশ্চিন্ত হ'লুম। আমি তোমায় মাকড়ী দিয়েই সর্ব্বনাশ করেছিলুম, তুমি আমায় মর্জ্জনা কর; আমি জানতুম না, এ সংসারে এত প্রতারণা! (রমেশের প্রতি) দেখ, তুমি স্বামী, তোমার নিন্দা করবো না। তুমি বড় অভাগা—সংসারে কারুকে কখন আপনার করনি। আমার মৃত্যুকালে প্রার্থনা—জগদীশ্বর তোমায় মার্জ্জনা করুন।

সুরেশ। মেজ বৌদিদি! শিবনাথ, শিবনাথ কি হলো? মেজদাদা! তোমার তুলনা শুধু তুমি।

[প্রফুল্লকে লইয়া প্রস্থান

ডাক্তার। শিবু, ছেলেটিকে আস্তে আস্তে ফাঁকায় নিয়ে এস।

[ডাক্তার ও শিবনাথ যাদবকে লইয়া চলিয়া গেল

ভজ। রমেশবাবু, হাম বোলাথা একঠো জমিন্দার গাওয়া রাখ্ দিজিয়ে! এই দেখুন না, তা'হলে তো এত ফ্যাসাদ হতো না। এইবার বালা পরুন! (ইন্সপেক্টর কর্ত্তৃক রমেশের হস্তে হাতকড়ি প্রদান)।

রমেশ। দেখ হাবুল, বে-আইনি ক'রো না।

ভজ। কিছু বে-আইনি নয়, ক্রিমিনাল্ প্রসিডিওরে, (Criminal Procedure) মার্ডার (Murder), অ্যাটেম্পট্ টু মার্ডারে (Attempt to murder) বালা মল দুই পরতে হয়।

ইন্সপেক্টর। এই মাগীটাকে পালাতে দিও না।

জগ। আমায় ধ'রো না, আমায় ধরো না, আমায় ছেড়ে দাও।

জমাদার। চোপরাও গন্তানি। (চুল ধরিয়া টানিয়া রাখিল)

জগ। দেখ, তোমার নামে আমি কেস্ (Case) আন্‌বো, তুমি ভদ্রলোকের মেয়ের জাত খাও।

ভজ। মামা, তুমি কিছু দাবী দেবে না? বে-আইনী টে-আইনী কিছু বল্‌বে না? এতদিন উকীলের বাড়ীর চাকরী ক'ল্লে কি? একটা সেক্‌সন (Section) খোঁজো, দুটো মুখের কথাই খসাও। বাবা, ঢের ঢের বদমায়েসী দেখেও এলুম, ক'রেও এলুম, কিন্তু মামা-মামীতে টেক্কা মেরে দিয়েছে।

(কাঙ্গালী পলাইতেছিল, জমাদার তাহার হাত ধরিয়া পায়ের গুঁতো দিল।)

জমাদার। কেঁও রমেশবাবু, আবি ধরম দেখ্‌লায়া নেই? যব ভাইকো কয়েদ দিয়া, তব্‌তো বহুৎ ধরম দেখ্‌লায়াথা।

ইন্সপেক্টর। রমেশবাবু, বেশ বাগিয়েছিলে, কিন্তু শেষটা রাখ্‌তে পার্‌লে না, তাহলে একটা হিষ্টরিক্যাল ক্যারেক্‌টার (Historical charecter) হ'তে।

ভজ। রমেশবাবু, পাঁচজনে পাঁচ দিক্ থেকে পাঁচ কথা ক'চ্ছে, তুমি একবার ধর্ম্ম দেখিয়ে বক্তৃতা কর। তোমার মুখে ধর্ম্মের দোহাই শুন্‌লে লোক যে বয়সে আছে, সেই বয়সেই থাক্‌বে।

পীতাম্বর। নরাধম, নররাক্ষস! সংসারটা এমনি ছারখারে দিলি?

ভজ। সে কি পীতাম্বরবাবু, কি বল্‌ছো? এমন কুলের ধ্বজা আর হয়! আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ওর নাম গাইবে, যমরাজ ওকে নরকের মেট্ ক'রে দেবে। মামাবাবু, মামীমা, তোমারাও এক একজন কম নও, তোমাদের তিনের ভেতর যে কে কম, এ বেদব্যাস চাই ঠিকানা করতে। এমন পাথর-কুচির প্রাণ, দোহাই বল্‌ছি, আমার বাপের জন্মে দেখিনি!

ছেলেটাকে না খেতে দিয়ে মারছিলে? তোমাদের বাহাদুরী যে আমার চোখেও জল বার করেছে।

মদন। প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, তুমি কোথায়! দেখ, আর আমি পাগল নই।

ভজ। না তুমি পাগল নও, আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি। এই পাগলকে যে নারী মানুষ করেছে, তার মৃত্যুতে যেন ভজহরির দুর্ব্বুদ্ধি দূর হয়। মামাবাবু, মামীমা, রমেশবাবু, দেখ—আমি যদি জজ হ'তুম, তোমাদের মাপ কর্‌তুম, তোমরা যথার্থই অভাগা!

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। এই যে—আমার বাড়ীই জটলা, মড়া পুড়িয়ে সব এইখানে এসেছে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা-হা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।

শ্রীসত্যপ্রকাশ দত্ত রচিত

আমি সিরাজের বেগম

('আমি সিরাজ' নামে অম্বিকানাট্য কোম্পানীতে অভিনীত)

আমি সিরাজের বেগম রক্ত দিয়ে লেখা ঐতিহাসিক নাটক। মসনদে নবাব আলিবর্দি সমাসীন। বর্গীর হাঙ্গামায় যখন বাঙলা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, ঘসেটী বেগমের রংমহলে চলেছে তখন ব্যাভিচারের বন্যা। মতি-ঝিলের গুমঘর কেন পুরুষের কঙ্কালের দীর্ঘশ্বাসে ভরা, ঘসেটীবেগমকে জিজ্ঞাসা করুন। নবাব আলিবর্দির সম্মুখে যে পুরুষ দীপ্ততেজে দাঁড়িয়ে, দেশের বেইমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে, তাকে চেনেন কি? ওঁর নাম হোসেনকুলি খাঁ। ঐ দেখুন এক মদিরনয়না নিশিবিলাসিনী, তাঞ্জামে চেপে অভিসারে যাচ্ছে। বলুন তো কে ঐ নারী? ঐ নারীর দিকে কেন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ফকির আসানউল্যা? ফিরে আসুন হারেমের ভিন্ন প্রকোষ্ঠে। দেখুন অনিন্দ্যসুন্দরী এক ক্রীতদাসীকে। সিরাজের সঙ্গে ছুটে চলুন বর্গী দমনে, দেখবেন ঐ ক্রীতদাসী বারুদ বইছে। পাতা উল্টে যান রক্তাক্ত কাহিনীর। দেখুন ঐ নারী হয়েছে সিরাজের বেগম লুৎফা। ফৌজীর কান্না শুনুন, পলাশীর যুদ্ধ দেখুন। অভিনয় করুন—"আমি সিরাজের বেগম।" দাম ৪·০০ টাকা।

* * *

শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ দে রচিত

আঁধারের মুসাফির

নট্ট কোম্পানীতে অভিনীত ঐতিহাসিক নাটক।

যাত্রা-জগতের মধ্যমণি ব্রজেন দের এ এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। মোগল বাদশা মহম্মদ শা'র কন্যার প্রেমের বেদীমূলে আত্মদানের বিচিত্র কাহিনী ততোধিক বিচিত্র ভাষায় গ্রথিত। কোথায় হারিয়ে গেল অশ্বপাল ওসমানের সেই কৌস্তুভরত্ন, বাংলার কোন্ এক অখ্যাত কবরগাহে ঘুমিয়ে রইল মহানুভব হাফেজ, আর সেই প্রজাদরদী সুলতান হেতম খাঁ? ভাস্কর পণ্ডিত তলিয়ে গেছে, বাদশা বিস্মৃতির তলায় হারিয়ে, কিন্তু মানুষের মনে বেঁচে আছে হেতমপুরের সুলতান হেতম খাঁ। দাম ৪·০০ টাকা।